পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1638, Saturday, July 19, 2025 FREE www.parichoy.com

ট্রাম্পের কঠোর শুল্ক আরোপের হুমকিতে 'বরং স্বস্তিতে' রাশিয়া

বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায়

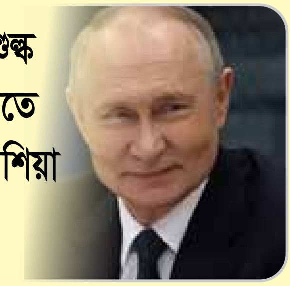

আরো আছে...

- ইলন মাস্ক কী যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে পারবেন? -গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ : ৫ম পাতায়
- ২০১৬ নির্বাচন 'ষড়যন্ত্রে' ওবামার বিচার চান তুলসি গ্যাবার্ড - ৫ম পাতায়
- ডলারের দাম কেন কমতে দিতে চায় না বাংলাদেশ ব্যাংক - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে সাংবাদিকতা কি ভয়েই থমকে যাচ্ছে? - প্রশ্ন বিবিসি বাংলার : ৫ম পাতায়
- মার্কিন কূটনীতিকদের বিদেশি নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য না করার নির্দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের পাকিস্তান সফরের খবর প্রত্যাহার দুই পাকিস্তানী গণমাধ্যমের - ৬ষ্ঠ পাতায়
- কোকে আখের চিনি ব্যবহারের পরামর্শ ট্রাম্পের, 'রাজি' কোকা-কোলা - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি : বাংলাদেশের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মার্কিন 'উদ্বেগ' নিয়ে বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন - ৮ম পাতায়
- নেতাকর্মীরা প্লট-চাঁদা নেবে না, দুর্নীতি করবে না -সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ জামায়াত আমির - ৯ম পাতায়

মারডক ও ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

চীনা প্রভাব ঠেকাতে বাংলাদেশকে যে কঠোর শর্ত দিল যুক্তরাষ্ট্র!

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

Asef Bari (Tutul) C.E.O

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of
KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস

Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law

Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324

Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● "পুতিন গত ৩০ বছরে বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ, বারাক ওবামা, জো বাইডেন- সবাইকে বোকা বানিয়েছেন। কিন্তু আমাকে পারেননি। পুতিনের ওপর আমি হতাশ, কিন্তু এখনই সম্পর্ক শেষ বলব না'- বিবিসিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● 'আপনারা নিশ্চিত থাকুন, চিফ অ্যাডভাইজর (প্রধান উপদেষ্টা) যেদিন নির্বাচনের কথা বলেছেন, সেদিনই নির্বাচন হবে।' - নির্বাচন নিয়ে কোনো ধরনের অনিশ্চয়তা নেই জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

● একটি দল সব সময় বিভ্রান্তির রাজনীতি করেছে; তারা মানুষের সেন্টিমেন্টের বাইরে গিয়ে স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। তারা এখন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করছে। - জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।

● বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার প্রোগ্রাম করবেন না। আমরা সহযোগিতা করছি, দ্রুত নির্বাচন দিন। দেশে শান্তি ফিরবে। - অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস

● বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি হয়েছে তাতে বিএনপিকে মনে হচ্ছে সবচেয়ে প্রগতিশীল। তারাই কিছু কথাবার্তা বলছে। যে সমস্ত শক্তি এখন সামনে এসেছে তাদের প্রগতিশীল বলা চলবে না। - লেখক, গবেষক ও বামপন্থী রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমর

● আমি বলতে চাই আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে? আমি বলব আরেকটা লড়াই হবে ইনশাআল্লাহ। একটা লড়াই হবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, আরেকটা লড়াই হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আমির ডা. শফিকুর রহমান।

● একজন ভারতীয় দেশের যেকোনো জায়গায় যেতে পারেন। কিন্তু, বিভিন্ন রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই, বাংলাদেশি বলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশি নয়, ভারতের ভিন রাজ্যগুলোয় বাংলাভাষীদের রোহিঙ্গা বলা হচ্ছে। - ভারতের মোদি সরকারের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

● আমি আর্টিস্ট, আমার ধর্ম, রাজনীতি সবকিছুই হচ্ছে আর্ট - জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান

চীনা প্রভাব ঠেকাতে বাংলাদেশকে যে কঠোর শর্ত দিল যুক্তরাষ্ট্র!

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক সুবিধা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের চলমান আলোচনায় সবচেয়ে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে শ্রম অধিকার। ট্রাম্প প্রশাসন আগের চেয়েও কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দেশটি চায়ড়বাংলাদেশ এমন আইন প্রণয়ন করুক, যার মাধ্যমে জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে উৎপাদিত কোনো পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি না হয়।

এছাড়া শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার অধিকারের পাশাপাশি ইপিজেড (রফতানিমুখী অঞ্চল) গুলোতেও শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দেয়ার দাবিও যুক্ত হয়েছে। এমনকি শ্রমিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মসনদ বাধ্যতামূলক করা, ধর্মঘটের কারণে জেল-জরিমানার বিধান বাতিল, মালিকপক্ষের উপর জরিমানার বিধান জোরদার করারও কথা বলা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই শর্তগুলো শুধু শ্রমিক সুরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এর পেছনে ভূরাজনৈতিক হিসাবও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে চীনকে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় থাকা কোনো চীনা কোম্পানি থেকে কাঁচামাল আমদানি না করার শর্ত রাখা হয়েছে বাংলাদেশের জন্য।

বিশ্লেষকদের মতে, চীনা গার্মেন্টস উপকরণ, টেলিকম বা সফটওয়্যার ব্যবহার কিংবা সামরিক পণ্যের উৎস হিসেবে চীনকে বাদ দেয়ার চাপ বাড়ছেই। অথচ এর মধ্যেই ভিয়েতনাম ২০% ও ইন্দোনেশিয়া ১৯%-এর মতো শুল্ক সুবিধা নিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে, রাজনৈতিক সরকার হোক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-বাংলাদেশকে শ্রম অধিকার এবং আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা দুটোই মাথায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ‘বিশাল’ তালিকা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে পণ্যের ‘বিশাল’ তালিকা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) গত ১৩ জুলাই রোববার তাকে এসব পণ্যের একটি তালিকা ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশের ওপর আরোপিত ট্রাম্প-শুল্ক নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশগ্রহণ শেষে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর গতরাতে দ্য ডেইলি স্টারকে টেলিফোনে এ তথ্য বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

২০১৬ নির্বাচন ‘ষড়যন্ত্রে’ ওবামার বিচার চান তুলসি গ্যাবার্ড

পরিচয় ডেস্ক : গত২০১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনার মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল- এমন অভিযোগ তুলে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তার প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড।

শুক্রবার (১৯ জুলাই) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তুলসি গ্যাবার্ড এই ঘটনাকে ‘রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, “ওবামা প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা একটি দীর্ঘমেয়াদী অভ্যুত্থানের ভিত্তি তৈরি করেন এবং ট্রাম্পকে ক্ষমতা থেকে সরাতে ভুয়া গোয়েন্দা তথ্য তৈরি করেন।” তিনি দাবি করেন, এই ষড়যন্ত্রে যে বিতর্কিত নথি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা তৈরি করেছিলেন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার স্টিল এবং সংশ্লিষ্টরা জানতেন এই নথিকে অবিশ্বস্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ্যাবার্ড বলেন, “আমরা আজ যে তথ্য প্রকাশ করছি, তা বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ইলন মাস্ক কী যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে পারবেন? -গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় থাকে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টি। এখন আরেকটি দল নিয়ে বেশ হইচই পড়েছে। এটি ধনকুবের ইলন মাস্কের ‘আমেরিকা পার্টি’।

শনিবার যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যম গার্ডিয়ানের বিশ্লেষণে এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ট্রাম্পের সঙ্গে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের পর রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন মাস্ক। তবে তার রাজনৈতিক দল কি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে পরিবর্তন আনতে পারবে?

আপনারা নতুন একটি রাজনৈতিক দল চাইছেন, আর আপনারা সেটা পাবেন’, জুলাইয়ের শুরুতে এক্সে ঘোষণা দেন ইলন মাস্ক।

মূলত যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ‘আমেরিকা পার্টি’ গঠনের ঘোষণা দেন ইলন মাস্ক।

মাস্ক বলেন, আমরা এক ধরণের একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় বাস করছি, যা দুর্নীতি ও অপচয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশকে দেউলিয়া করে তুলছে। আর যাই হোক, এটি গণতন্ত্র নয়। আজ আপনাদের (জনগণের) স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতেই ‘আমেরিকা পার্টি’ গঠন করা হচ্ছে।

ইলন মাস্কের আশা, ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান পার্টির বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ডলারের দাম কেন কমতে দিতে চায় না বাংলাদেশ ব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ডলারের বিপরীতে টাকার দরপতনকে মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী করা হচ্ছিল। কিন্তু এখন টাকার মান বাড়তে শুরু করতেই উল্টো পথে হাঁটছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

ডলারের দরপতন ঠেকাতে নিজেরাই ডলার কেনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটি বড় সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

মহামারির পর থেকে ডলারের বিপরীতে টাকার মান প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়। শক্তিশালী ডলারের কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায়, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে নিত্যপণ্যের দামে। ২০২৩ সালের মার্চ থেকে দেশে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ওপরে ছিল। জুনে তা কিছুটা কমে ৮.৪৮ বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা কি ভয়েই থমকে যাচ্ছে? - প্রশ্ন বিবিসি বাংলার

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা নিয়ে একজন উপদেষ্টাকে প্রশ্ন করেছিলেন একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক ফজলে রাব্বী, যেটা নিয়ে পরে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক তৈরি হয়। ফেসবুকের হুমকি, বিতর্ক শেষ পর্যন্ত গড়ায় তার চাকরি হারানো পর্যন্ত।

প্রায় তিন মাস ধরে বেকার জীবন কাটছে ফজলে রাব্বীর।

তিনি বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, “তখন সরকারি গেজেটে শহীদের সংখ্যা বলা হচ্ছিলো সাড়ে আটশত বা এরকম একটা সংখ্যা। কিন্তু উপদেষ্টা বলছিলেন চৌদ্দশত মানুষ হত্যা হওয়ার কথা। এটা কিন্তু জাতিসংঘের হিসাব। যেখানে পাঁচই অগাস্টের পরে যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তাদের সংখ্যাটাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো।”

“আমি এটাই বলছিলোম যে, তার কথাটা পলিটিক্যাল রেটোরিকের মতো শোনাচ্ছে। শহীদের সংখ্যা চৌদ্দশত? নাকি গেজেটে যেটা আছে সেটা, অর্থাৎ সাড়ে আটশত? আমি এটাই প্রশ্ন করতে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মার্কিন কূটনীতিকদের বিদেশি নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য না করার নির্দেশ ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বিশ্বজুড়ে মার্কিন কূটনীতিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন বিদেশি রাষ্ট্রগুলোতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বা স্বচ্ছতা নিয়ে কোনো মন্তব্য না করেন। বৃহস্পতিবার রয়টার্সের হাতে আসা এক অভ্যন্তরীণ নোট থেকে এই তথ্য জানা গেছে। এই পদক্ষেপ বিদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উৎসাহিত করার ওয়াশিংটনের ঐতিহ্যগত অবস্থানের বড় পরিবর্তন।

১৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের সব কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো স্টেট ডিপার্টমেন্টের এ বার্তায় বলা হয়েছে, এখন থেকে কোনো নির্বাচনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক “সুস্পষ্ট ও জোরালো” স্বার্থ না থাকলে ওয়াশিংটন নির্বাচন-সংক্রান্ত কোনো বিবৃতি বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ইস্যু করবে না।

ওই আদেশে আরও বলা হয়, “বিদেশের কোনো নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করার উপযুক্ত সময় এলে আমাদের বার্তাটি হবে সংক্ষিপ্ত এবং বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অভিন্ন পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক স্বার্থের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।”

এতে বলা হয়, “বার্তায় কোনো নির্বাচনি প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা বা স্বচ্ছতা, এর বৈধতা বা সংশ্লিষ্ট দেশের

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।”

এতে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন-সংক্রান্ত বার্তাগুলো কেবল স্বয়ং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্রের কাছ থেকে আসবে। প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের স্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া মার্কিন কূটনীতিকদের এ ধরনের বিবৃতি জারি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

এই নির্দেশনায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ১৩ মে রিয়াদে দেওয়া ভাষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ভাষণে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তা বলে বেড়ানো “পশ্চিমা হস্তক্ষেপকারীদের” সমালোচনা করেছিলেন। ট্রাম্প বলেছিলেন, এটি আর ওয়াশিংটনের কাজ নয়, যুক্তরাষ্ট্র এখন অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী।

নির্দেশনাটিতে বলা হয়েছে, “যুক্তরাষ্ট্র তার নিজস্ব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে অটল থাকবে এবং অন্য দেশ একই পথ বেছে নিলে তাকে স্বাগত জানাবে। তবে প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সেসব দেশের সঙ্গেই অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবে, যাদের সঙ্গে আমাদের কৌশলগত স্বার্থের মিল রয়েছে।”

এই বার্তার বিষয়ে জানতে চাইলে স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন মুখপাত্র ইমেইলে দেওয়া মন্তব্যে নির্দেশনার কিছু বিষয় পুনরাবৃত্তি করেন এবং বলেন, এই পদ্ধতি প্রশাসনের “জাতীয় সার্বভৌমত্বের” ওপর জোর দেওয়ার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

শিক্ষা বিভাগ বন্ধে ট্রাম্প প্রশাসনকে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ বন্ধ করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে অনুমতি দিয়েছে আদালত। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এক বিভক্ত রায়ে এই বিভাগ বন্ধ করার প্রক্রিয়া আবারও শুরু করার অনুমতি দেয়।

রিপাবলিকান-সমর্থিত বিচারপতিরা মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ গত সোমবার (১৪ জুলাই) একটি সংক্ষিপ্ত, স্বাক্ষরবিহীন আদেশে শিক্ষা বিভাগ বন্ধের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। এর আগে এক ফেডারেল জেলা বিচারক এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। ওই বিচারক শিক্ষা বিভাগে গণহারে ছাঁটাই বন্ধের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক পা ফোলা, শিরার রোগে আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট

পরিচয় ডেস্ক : পায়ে ফোলাভাব এবং ডান হাতে কালশিটে পড়ার ছবি প্রকাশের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুস্থতা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। এ নিয়ে হোয়াইট হাউস গতকাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, উভয় সমস্যাই ‘সাধারণ’, গুরুতর কিছু নয়।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের চিকিৎসকের একটি চিঠি পড়ে শোনান, যেখানে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের পায়ের ফোলা একটি ‘সাধারণ’ শিরাজনিত সমস্যা এবং হাতে কালশিটে পড়েছে ঘন ঘন হ্যান্ডশেক করার কারণে।

৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্টের গুরুতর অসুস্থতার গুজব ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই গুজব প্রশমিত করার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ‘পাকিস্তান সফরের খবর’ প্রত্যাহার দুই পাকিস্তানী গণমাধ্যমের

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাকিস্তান সফর নিয়ে ভুল প্রতিবেদন প্রকাশ করে পরে তা প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তানের দুটি শীর্ষস্থানীয় টিভি চ্যানেল “জিও নিউজ ও এআরওয়াই নিউজ। এই দুই চ্যানেল বৃহস্পতিবার জানায়, আগামী সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প পাকিস্তান সফর করবেন বলে তারা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কোকে আখের চিনি ব্যবহারের পরামর্শ ট্রাম্পের, ‘রাজি’ কোকা-কোলা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় কোমলপানীয় কোম্পানি কোকা-কোলাকে কোকে ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপের পরিবর্তে আখের চিনি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোকা-কোলা এবার যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি কোমলপানীয়তে আখের চিনি ব্যবহার করবে।

গত ১৬ জুলাই বুধবার নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘আমি কোকা-কোলার সঙ্গে কথা বলেছি যাতে তারা যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি কোকে আসল আখের চিনি ব্যবহার করে। তারা এতে রাজি হয়েছে।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি কোকা-কোলার দায়িত্বে থাকা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’ ট্রাম্প এই পরিবর্তনকে ‘খুব ভালো পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মারডক ও ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানি মামলা

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনকে অশ্লীল চিঠি ও এক নগ্ন নারীর স্কেচ পাঠানোর অভিযোগে করা প্রতিবেদনকে 'মানহানিকর ও বানোয়াট' বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি তিনি মিডিয়া মোগলখ্যাত রুপার্ট মারডক এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের দুই প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপুর্ণ সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুমকি দেওয়ার ২৪ ঘন্টা না পেরুতেই মামলা ঠুকে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত শুক্রবার, ১৮ জুলাই ফ্লোরিডার মিয়ামির ফেডারেল আদালতে করা এই মামলায় ট্রাম্প ডাও জোনস এবং রুপার্ট মারডকের প্রতিষ্ঠান নিউজ কর্পের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করেছেন কমপক্ষে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এর আগে, গত বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৩ সালে এপস্টেইনের ৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে একটি অশ্লীল চিঠি পাঠিয়েছিলেন ট্রাম্প, যেখানে ছিল হাতে আঁকা একজন নগ্ন

নারীর ছবি ও কিছু কৌতুকপূর্ণ বার্তা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিঠিটি ছিল জন্মদিনের একটি 'বিশেষ' অ্যালবামের অংশ। এপস্টেইনের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর সাবেক সঙ্গী ঘিসলেন ম্যাক্সওয়েল এটি তৈরি করেছিলেন। চিঠিটিতে ট্রাম্পের নামসহ টাইপরাইটারে লেখা একটি কথোপকথন রয়েছে। একজন নগ্ন নারীর অবয়বে চিঠিটি বাঁধাই করা ছিল। ওই নারীর স্তন, যৌনাঙ্গসহ স্পর্শকাতর অংশে 'ডোনাল্ড' স্বাক্ষরও ছিল। চিঠির শেষ লাইনে এপস্টেইনের উদ্দেশে লেখা ছিল, 'শুভ জন্মদিনড়প্রতিটি দিন হোক আরেকটি চমৎকার গোপন রহস্য।'

এদিকে, ট্রাম্প দৃঢ়ভাবে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন, চিঠিটি ভুয়া। তিনি নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, তিনি নিউজ কর্পের প্রতিষ্ঠাতা মারডককে আগেই সতর্ক করেছিলেন যে, তিনি মামলা করতে যাচ্ছেন। ট্রাম্প লিখেছেন, 'জনাব মারডক বলেছিলেন, তিনি বিষয়টা সামলে নেবেন, কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর সেই ক্ষমতা ছিল না। বরং তাঁরা *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

'পুতিনের ওপর আমি হতাশ, কিন্তু এখনই সম্পর্ক শেষ বলব না', বিবিসিকে ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি নিজের হতাশা প্রকাশ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তার সাথে এখনও সম্পর্কের ইতি টানেননি বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিবিসিকে দেওয়া এক একান্ত টেলিফোন সাক্ষাৎকারে এমনটা জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

রাশিয়ান নেতার ওপর বিশ্বাস রাখেন কিনাড় এমন প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন,ও আমি প্রায় কারও ওপরই বিশ্বাস রাখি নাৃ

ওভাল অফিস থেকে এই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি এবং যুদ্ধবিরতির জন্য ৫০ দিনের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়াকে ৫০ দিনের সময় বেঁধে দিলেন ট্রাম্প

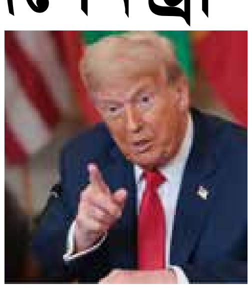

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ৫০ দিনের মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ সময়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়ার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে ইউক্রেনে আরও অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

গত ১৪ জুলাই সোমবার হোয়াইট হাউসে ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটের সঙ্গে এক বৈঠকের পর এসব কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আগামী ৫০ দিনের মধ্যে যদি ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে রাশিয়া কোনো চুক্তি না করে, তাহলে ১০০ শতাংশ সেকেন্ডারি ট্যারিফ আরোপ করা হবে।'তিনি বলেন, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

দ্রুতই ভেঙে যাবে ব্রিকস বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৮ই জুলাই শুক্রবার আবারও হুমকি দিয়ে বলেছেন, ব্রিকস জোটভুক্ত দেশগুলোর পণ্যে তিনি ১০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করবেন। একই সঙ্গে তিনি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের কঠোর শুল্ক আরোপের হুমকিতে 'বরং স্বস্তিতে' রাশিয়া

পরিচয় ডেস্ক : ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধে আগামী ৫০ দিনের মধ্যে চুক্তি করতে রাজি না হলে রাশিয়ার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।একই সঙ্গে ইউক্রেনে আরও অস্ত্র সরবরাহের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের নতুন এই শুল্কে আরোপের হুমকি কার্যকর হলে রাশিয়ার যুদ্ধ চালানোর সক্ষমতায় আঘাত *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে এক আগ্নেয়গিরিতে ৩০ দিনে ৮০০টিরও বেশি ভূমিকম্প, সিয়াটল শহর ধ্বংসের শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরি মাউন্ট রেইনিয়ারের নিচে গত ৩০ দিনে ৮০০টিরও বেশি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, যার মধ্যে ৫০০টির বেশি হয়েছে শুধু জুলাই মাসেই। এই ভূমিকম্পের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেড়েছে উদ্বেগড়এটি কি অগ্ন্যুৎপাতের আগাম বার্তা?

জুলাই মাসে মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে ঘটে গেছে প্রায় ৪০০টি ভূমিকম্প। বিজ্ঞানীদের মতে, এমন ঘটনা একটি 'ইনটেন্স সিসমিক সোয়ার্ম' বা অত্যন্ত ঘন ভূকম্পনীয় দুর্যোগ।

গভীর উদ্বেগের কারণ রেইনিয়ারের অবস্থান ও ইতিহাস

এই বিশাল আগ্নেয়গিরিটি ওয়াশিংটনের সিয়াটল-টাকোমা মেট্রো এলাকার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বাস করে ৩.৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি বড় অগ্ন্যুৎপাত হলে এখানকার জনজীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারেড় মুহূর্তেই সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে আগ্নেয়গিরির ছাই ও মারাত্মক লাভা। রেইনিয়ার গত হাজার বছরের মধ্যে বড় কোনো অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়নি, কিন্তু ভূমিকম্পের এই ব্যাপকতা আগ্নেয়গিরির অস্থিরতার ইঙ্গিত হতে পারে। সাধারণত এমন ভূকম্পন ঘটে, যখন আগ্নেয়গিরির নিচে থাকা ম্যাগমা উপরের দিকে উঠতে শুরু করে।

যুক্তরাষ্ট্র ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা কী বলছে?

যুক্তরাষ্ট্র ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, এ মুহূর্তে ম্যাগমা নয় বরং আগ্নেয়গিরির নিচে গরম তরল চলাচলের কারণেই ভূমিকম্পগুলো ঘটছে। এখনো সতর্কতা মাত্রা বজায় রয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই ছোট ভূমিকম্পগুলো এতটাই দুর্বল যে এগুলো ভূপৃষ্ঠে অনুভূত হয় না এবং এতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

তারা আরও বলছে, ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে কোনো অস্বাভাবিক মাটি স্ফীতি বা অস্বাভাবিক শব্দ পাওয়া যায়নি, যা ম্যাগমা চলাচলের লক্ষণ হতে পারত।

তবু আশঙ্কা কাটছে না বিজ্ঞানীদের মনে। ইউনিয়ন অব কনসার্নড সায়েন্টিস্ট-এর অ্যাম্বাসেডর ও ভূতত্ত্ববিদ জেস ফিনিক্স সিএনএনকে বলেছেন, 'মাউন্ট রেইনিয়ার রাতে আমাকে ঘুমাতে দেয় না। এটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর জন্য এক বিশাল হুমকি।' তিনি আরও বলেন, 'টাকোমা ও দক্ষিণ সিয়াটল শহর আসলে ১০০ ফুট পুরু প্রাচীন *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি : বাংলাদেশের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মার্কিন ‘উদ্বেগ’ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

পরিচয় ডেস্ক : বিশেষজ্ঞরা জানান, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ যেন তার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির (আইপিএস) পক্ষে থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিস্তৃত কৌশল, যার লক্ষ্য হচ্ছে পুরো অঞ্চলজুড়ে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করে চীনের প্রভাব মোকাবিলা করা।

সম্প্রতি শেষ হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ দ্বিতীয় দফা শুল্ক আলোচনায় একটি প্রাথমিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে তারা নিরাপত্তা উদ্বেগসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

গত (১৩ জুলাই) গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত শুল্ক আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেওয়া বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন দেশে ফিরে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উদ্বেগের পেছনে চীন একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ যেন তার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির (আইপিএস) পক্ষে থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিস্তৃত কৌশল, যার লক্ষ্য হচ্ছে পুরো অঞ্চলজুড়ে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করে চীনের প্রভাব মোকাবিলা করা।

শুল্ক আলোচনার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে চীনের বাড়তে থাকা বিনিয়োগ এবং দেশীয় কোম্পানিগুলোর মালিকানা ক্রমশ চীনা প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন,“এই আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল রুলস অব অরিজিন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়। এটি চীনা কাঁচামালের ওপর বাংলাদেশ কতটা নির্ভরশীল তা নিয়ে ওয়াশিংটনের যে উদ্বেগ আছে, সেখান থেকে এসেছে এবং তারা এটি কমাতে চায়। এটা তাদের চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলার বৃহত্তর কৌশলের অংশ।’

‘বাংলাদেশ যেন চীনের দিকে বেশি না ঝুঁকে, সেটা নিশ্চিত করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র’

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের (বিইআই) বর্তমান সভাপতি এম হুমায়ুন কবির বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চায় না বাংলাদেশ ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে চীনের দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ুক।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন,“উপদেষ্টা [ফাওজুল কবির] বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি চাচ্ছে, যার মধ্যে নিরাপত্তা ইস্যুও থাকবে। এর মানে দাঁড়ায়, তারা শুধু বাণিজ্য নয়, বৃহত্তর কৌশলগত ক্ষেত্রেও আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় এবং চায় যেন আমরা চীনের দিকে অতিরিক্ত না ঝুঁকি। পাশাপাশি তারা আমাদের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বলছে।’

তিনি আরও বলেন,“উপদেষ্টার বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের আলোচনা শুধু বাণিজ্য নিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। তারা আমাদের সঙ্গে একটি বিস্তৃত কৌশলগত সম্পর্কে যেতে চায়”

তবে এসব আলোচনায় বাংলাদেশের উচিত নিজের প্রয়োজন ও অবস্থান আগে থেকেই পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করাড়এমনটাই মনে করেন হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র একটি বৈশ্বিক শক্তি, তাদের চাওয়ার অনেক কিছুই থাকবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের প্রয়োজন ও সক্ষমতা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবকিছু মেনে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়”

অর্থনৈতিক বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন,“চীন আমাদের অন্যতম বড় বাণিজ্য অংশীদার। আমরা তাদের কাছ থেকে কাঁচামাল এনে মূল্য সংযোজন করে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করি। এই সাপ্লাই চেইন ব্যাহত হলে আমাদের জন্য বিপদ তৈরি হবে। তাই আমাদের উচিত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেখানে পারি সহযোগিতা করা, তবে সীমাবদ্ধতাগুলোও স্পষ্ট করে জানানো এবং আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা”

তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে হবে, চীনকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলার সক্ষমতা আমাদের নেই। ধরুন, যুক্তরাষ্ট্র চায় আমরা চীনের সঙ্গে গভীর সামরিক সহযোগিতায় না যাইড়এটি মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব নয়”

এ প্রেক্ষাপটে জাতীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেন তিনি।“যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়ছে, আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) প্রভাব কমে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত ও স্বার্থভিত্তিক জাতীয় কৌশল। এজন্য ব্যাপক পর্যালোচনার ভিত্তিতে একটি সুস্পষ্ট অবস্থান নেওয়া দরকার”

যুক্তরাষ্ট্র চুক্তিতে নিরাপত্তা বিধান চায়, কিন্তু বাংলাদেশের প্রস্তুতি দুর্বল

নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (বিআইপিএসএস)-এর সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) এ এন এম মুনিরুজ্জামান বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে প্রস্তাবিত কাঠামোগত চুক্তিতে ঠিক কী কী নিরাপত্তা উপাদান অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তা সরকার স্পষ্টভাবে না জানালে নিরাপত্তা বিধানের প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

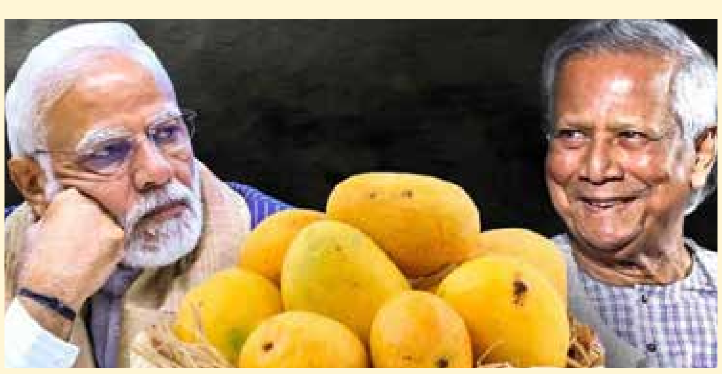

মোদীকে হাড়িভাঙ্গা আম উপহার পাঠাচ্ছেন ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে এক হাজার কেজি হাড়িভাঙ্গা আম পাঠাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের জন্যও আম উপহার পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে ভারতে আম পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দিল্লির কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, আগামীকাল সোমবার (১৫ জুলাই) প্রধান উপদেষ্টার পাঠানো আমের চালানটি নয়াদিল্লিতে পৌঁছবে। সেখান থেকে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তারা আমগুলো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কূটনীতিক এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যেও বিতরণ করবেন। এদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপহার হিসেবে হাড়িভাঙ্গা আম পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বিনিময়ে ত্রিপুরা বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে তাদের বিখ্যাত এবং রসালো কুইন জাতের আনারস পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি বছরই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে ভারতে আম উপহার পাঠানো হয়। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি।

ঢাকায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হলো জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কার্যালয়ের (ইউএনএইচসিআর) মিশন। শুক্রবার বিকালে এ সংক্রান্ত তিন বছরের সমঝোতা চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ ও ইউএনএইচসিআর। এর আগে ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের ৩৩তম বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। সমঝোতা স্মারকটিতে জাতিসংঘের পক্ষে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক ও বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়াম স্বাক্ষর করেন। জানা যায়, বাংলাদেশকে মানবাধিকার বিষয়ে সুরক্ষা সহায়তা দিতেই এ সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। নতুন এ মিশন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেবে। গত বছরের আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশে জাতিসংঘ মানবাধিকার দপ্তরের সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। মানবাধিকার, সংস্কার এগিয়ে নেওয়া এবং গণবিক্ষোভ দমনের ঘটনার তথ্য-অনুসন্ধান চালাতে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কাজ করছে সংস্থাটি।

গুরুত্বপূর্ণ ৩ মিশনে বাংলাদেশের দূত রদবদল করছে অন্তর্বতীকালীন সরকার

পরিচয় ডেস্ক : তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মিশনে দূত রদবদল করতে যাচ্ছে অন্তর্বতীকালীন সরকার। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও সুইজারল্যান্ডে এই রদবদল করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র। জানা গেছে, জেনেভাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলামকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হচ্ছে। আর কানাডাতে থাকা রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানকে জেনেভায় এবং সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জসীম উদ্দিনকে কানাডার হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যান্ডের কাছ থেকে এগ্রিমো (রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করার সম্মতিপত্র) চলে এসেছে। জসীম উদ্দিনের এগ্রিমো কানাডা থেকে দ্রুত চলে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত মে মাসে পররাষ্ট্র সচিব মো. জসীম উদ্দিনকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তার স্থলে দায়িত্ব দেওয়া হয় ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামকে। ওই সময়ে জসীম উদ্দিনকে ওয়াশিংটনে পাঠানোর প্রস্তাব থাকলেও তাকে অন্য দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বতী সরকার।

নেতাকর্মীরা প্লট-চাঁদা নেবে না, দুর্নীতি করবে না

-সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ জামায়াত আমির

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় যেতে পারলে মালিক নয় জনগণের সেবক হয়ে কাজ করবে, এমপি মন্ত্রী হলেও সরকারি প্লট নেবে না। ট্যাক্সবিহীন গাড়িতে চড়বে না, চাঁদা নেবে না, দুর্নীতি করবে না-এমন ঘোষণা দিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।

শনিবার (১৯ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত জাতীয় সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন তিনি।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, "জামায়াত ইসলাম যদি দেশের সেবা করার সুযোগ পায়, তাহলে মালিক হবে না, সেবক হবে। আজ আমি ঘোষণা দিচ্ছি, লক্ষ জনতাকে সাথে নিয়ে আগামীতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে যদি সরকার গঠন করে। আমাদের কোনো এমপি-মন্ত্রী সরকার থেকে কোনো প্লট গ্রহণ করবে না। ট্যাক্সবিহীন কোনো গাড়িতে চলবে না। নিজ হাতে কোনো টাকা চালাচালি করবে না। কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বরাদ্দ পেলে কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে কাজের প্রতিবেদন তুলে ধরতে বাধ্য হবেন।"

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরো একটি লড়াই করার অঙ্গীকার করে এই লড়াইয়ে সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, "আগামীর বাংলাদেশ কেমন হবে। ফ্যাসিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ব।"

"আমি বলি আরেকটা লড়াই হবে, ইনশাআল্লাহ। একটা লড়াই হয়েছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, আরেকটা লড়াই হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করার জন্য। তারুণ্য ও যৌবনে শক্তিকে একত্রিত করে সেই লড়াইয়ে আমরা বিজয় লাভ করব," বলেন তিনি।

শফিকুর রহমান বলেন, "জামায়াত ইসলামী যদি জনগণের ভালোবাসা নিয়ে সরকার গঠন করে তাহলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়বে।"

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ করতে পারায় মহান আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে জামায়াতের আমির বলেন, "ফ্যাসিবাদের পতনের পর অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমাবেশ আয়োজন করার সুযোগ দিয়েছেন।" বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

যত দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে বললেন মির্জা ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, যত দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বিশ্বাস করে না- তারা আবার সক্রিয় হচ্ছে। ফ্যাসিস্ট শক্তি আবারও জোটবদ্ধ হচ্ছে।

শনিবার (১৯ জুলাই) জাতীয় প্রেস ক্লাব অডিটরিয়ামে আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, অযথা বিলম্ব না করে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। অনতিবিলম্বে নির্বাচন দিয়ে পরিস্থিতি ঠিক করার আহ্বান জানাচ্ছি। এই দায়িত্ব এখন অন্তর্বর্তী সরকারের।

তিনি বলেন, সুযোগ হারিয়ে ফেললে অনেক বছর পিছিয়ে যাবে দেশ। প্রতিবার ছেলেরা প্রাণ দেবে, আন্দোলন হবে, তাই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলো প্রমাণ করেছে সবাই দেশকে ভালোবাসে। মির্জা ফখরুল বলেন, সরকারের প্রতিটি পর্যায়ের যারা আছেন, তারা সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি বন্দোবস্ত দেবেন। সবাই মিলে দেশ গড়তে সেই বন্দোবস্ত নিয়ে যেন এগিয়ে যেতে পারে।

আ.লীগ ও বিএনপি হিন্দুদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে

- জামায়াতের জাতীয় সমাবেশে হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব ড. গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক।

শনিবার (১৯ জুলাই) রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর জাতীয় সমাবেশে তিনি এ অভিযোগ করেন।

গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক বলেন, "আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের কাছে রাজনৈতিক বন্দি ছিলাম। ১৯৫৪ সালে যেদিন আওয়ামী লীগ গঠন হয়, সেদিনই তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করে। প্রতিনিধিত্বকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই আওয়ামী লীগ গঠন হয়েছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তারা প্রতারণা করেছে।"

বিএনপির বিরুদ্ধেও হিন্দু সম্প্রদায়কে অবহেলার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ফেনীর একটি উপজেলায় ২০০ জন হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন আদিবাসী কিশোরীকে চারজন বিএনপি কর্মী ধর্ষণ করে। এদের কোনো বিচার হয়নি।"

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব বলেন, "জামায়াতে ইসলামী শুধু একটি রাজনৈতিক দল নয়, বরং একটি 'ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সিটি'। আপনারা এখানে আসেন শিক্ষা লাভ করেন। নীতি শিক্ষা দেন, আদর্শ শিক্ষা নেন এবং কীভাবে ধর্ম অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা ও দেশ পরিচালনা করা যায়, আপনারা সেই শিক্ষা লাভ করেন।"

নির্বাচন বিষয়ে তিনি বলেন, "একবার ফ্যাসিবাদ বিদায় হয়েছে, আর কোনোদিন আমরা এই ফ্যাসিবাদ চাই না।"

জুলাই আন্দোলনে শহীদদের পরিবারের উদ্দেশে তিনি বলেন, "যদি আবারও এই দেশে পিআর সিস্টেম ছাড়া নির্বাচন হয়, আবার ফ্যাসিবাদ আসবে। আবার আপনাদের এই ফ্যাসিবাদ সরানোর জন্য জীবন দিতে হবে, রক্ত দিতে হবে।"

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে আশ্রিত রোহিঙ্গারা অবশেষে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার আশায় সংগঠিত হচ্ছেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে আশ্রয় শিবিরে মানবেতর জীবন কাটানো এই জনগোষ্ঠী এবার তাদের অধিকার আদায়ের জন্য গড়ে তুলেছে একটি নতুন রাজনৈতিক দলড়্আরকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল কাউন্সিল।

এই রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা এবং ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। দলটির বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

গোপালগঞ্জে থমথমে পরিস্থিতি, টহলে সেনা-পুলিশ

পরিচয় ডেস্ক : গোপালগঞ্জ শহরের লঞ্চ ঘাট এলাকায় বুধবারের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনার পর ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এলাকাজুড়ে চাপা আতঙ্ক ও থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শহরের রাস্তাঘাটে

লোকজনের উপস্থিতি কম, যদিও পুরোপুরি জনশূন্য নয়। কারফিউর কারণে অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ থাকলেও কয়েকটি দোকান খোলা দেখা গেছে।

ঘটনার পর নিরাপত্তা নিশ্চিতে শহরজুড়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। দুপুর ১টার দিকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইউনূস কেন সংবিধান সংস্কার করতে চান, প্রশ্ন ফরহাদ মজহারের

পরিচয় ডেস্ক: বাহাত্তরের সংবিধান সংস্কার করে হলেও রেখে দেওয়ার কথা যারা বলে, তাদের চিন্তা 'অত্যন্ত ক্ষতিকর' বলে মন্তব্য করেছেন কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস কেন নতুন সংবিধান রচনা না করে সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন, সেই প্রশ্নও তিনি রেখেছেন।

গত ১৮ জুলাই শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে 'জুলাই নেটওয়ার্ক' আয়োজিত 'সংবিধানের ফাঁদ- সংবিধান ও গণসার্বভৌমত্ব নিয়ে জরুরি বয়ান' শীর্ষক 'শহীদ আবু সাঈদ-ওয়াসিম স্মারক বক্তৃতায়' তিনি এ বিষয়ে কথা করেন।

ফরহাদ মজহার বলেন, "যারা বলেন ৭২ এর সংবিধান সংস্কার করা যায়, তাদের সঙ্গে আমি একমত বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

মার্কিন শুল্ক কমানো সম্ভব না হলে পোশাক রফতানিতে ভিয়েতনামের চেয়ে পিছিয়ে পড়ার শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বে তৈরি পোশাক রফতানিতে চীনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। যদিও গত বছর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের প্রবৃদ্ধি ছিল ৯ শতাংশের বেশি। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেশটির বাজারে ভিয়েতনামের পণ্য রফতানিতে ২০ শতাংশ শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের জন্য এ হার ৩৫ শতাংশ। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শুল্কহারে ছাড় না পেলে তৈরি পোশাক রফতানিতে ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) তথ্যানুসারে, ২০২৪ সালে ১৬৫ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানির মাধ্যমে শীর্ষে রয়েছে চীন। দেশটির তৈরি পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশমিক ৩০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বাংলাদেশ এ সময়ে ৩৮ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। ২০২৩

সালের তুলনায় ২০২৪ সালে তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র দশমিক ২১ শতাংশ। তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিযোগী ভিয়েতনাম গত বছরে ৩৩ দশমিক ৯৪ ডলার রফতানি করেছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশের অন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে গত বছর শুধু তুরস্কের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ। এ সময়ে ভারত, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এর মধ্যে ভারত ১৬ দশমিক ৩৬ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। দেশটির রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। কম্বোডিয়া ২০২৪ সালে ৯ দশমিক ৮৯ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। এক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ১৯ শতাংশ। পাকিস্তান এ সময়ে তৈরি পোশাক রফতানিতে ২১ দশমিক ৪৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। দেশটির রফতানির *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাড়তি শুল্কের খরচ ভাগ করে নিতে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের চাপ দিচ্ছে মার্কিন ক্রেতারা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর মার্কিন

ক্রেতারা নতুন অর্ডার নিয়ে আলোচনা প্রায় স্থগিত করে দিয়েছে। একইসঙ্গে ইতিমধ্যে যেসব পণ্যের চালান পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে, সেগুলোর ওপর বাড়তি শুল্ক আরোপ হলে বাড়তি খরচের একাংশ বাংলাদেশি সরবরাহকারীদেরকে ভাগ করে নিতে বলছে তারা। বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে এই নতুন শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে আগের প্রায় ১৬ শতাংশ ও নতুন ৩৫ শতাংশ শুল্কসহ বেশিরভাগ বাংলাদেশি পণ্যের ওপর মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৫১ শতাংশ।

শিল্পখাতের নেতারা আশঙ্কা করছেন, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ৮.৪ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাজার, বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বে।

রপ্তানিকারকরা বলছেন, নতুন শুল্ক নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা তাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে যেসব পণ্যের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

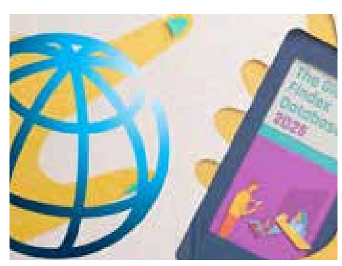

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকে পেছাল বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সবশেষ বৈশ্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচক ফিনডেক্স অনুযায়ী ২০২৪ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ব্যাংক, ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্ট বা হিসাব থাকার হার ৪৩ শতাংশ। তিন বছর আগে এ হার ছিল *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে কি জিততে পারবে কানাডা?

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করার চেষ্টা করেও, কানাডা তার বাণিজ্যযুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়েই আছে ট্রাম্পের নীতির আকস্মিকতা দেশটিকে বারবার ধাক্কা খাওয়ার পথে ঠেলে দিচ্ছে। উত্তর আমেরিকার দুই প্রতিবেশী আগামী ২১ জুলাইয়ের মধ্যে একটি নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দ্রুত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই প্রক্রিয়া কানাডার জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

কানাডা বহু দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বাণিজ্যিক অংশীদার এবং মিত্র। কিন্তু ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে আবার ক্ষমতায় এসে বন্ধু ও শত্রু উভয়ের উপরই শুল্ক বসিয়ে বৈশ্বিক মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা নতুনভাবে সাজাতে চান, যার ফলে কানাডাও টার্গেটে পরিণত হয়। এমনকি তিনি মজার ছলে কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম অঙ্গরাজ্য বানানোর কথাও বলেছেন। যা অধিকাংশ কানাডিয়ানদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। ট্রাম্প জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই প্রথম আক্রমণ ক্যানাডার দিকে আসে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তীব্রভাবে অবনতি ঘটে।

ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ১ আগস্ট থেকে কানাডা থেকে আমদানিকৃত পণ্যে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে মার্কিন প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা এবং কানাডার একটি সূত্র জানিয়েছে, মার্কিন-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তি (ইউএসএমসিএ) অনুসারে নির্ধারিত কিছু পণ্যে এই নতুন শুল্ক প্রযোজ্য হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মন্ট্রিয়ালের ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যলয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড্যানিয়েল বেলান বলেন, এই হঠাৎ হুমকি দেখায় যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে চুক্তি করা কতটা কঠিন।

গত এপ্রিলে ট্রুডোর স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন মার্ক কার্নি। তিনি কানাডার অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অঙ্গীকার করেন এবং ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর মে মাসে হোয়াইট হাউসে ও জুনে কানাডায় জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে ট্রাম্প ও কার্নির মধ্যে দুটি সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক হয়। এতে অনেকে আশাবাদী হয়ে ওঠেন যে দুই দেশের মধ্যে নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

সে সময় ২১ জুলাইয়ের মধ্যে একটি নতুন চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু জুনের শেষ দিকে ট্রাম্প ক্ষুব্ধ হন। কারণ, কানাডা মার্কিন প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর উপর নতুন কর আরোপ করে। এর ফলে ট্রাম্প আলোচনা স্থগিত করে দেন। দুই দিন পর কানাডা সেই কর বাতিল করে আলোচনার টেবিলে ফিরে এলেও এখন ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি প্রায় এক বছর আগের তুলনায় খুবই ভালো অবস্থায় আছে জানালো বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় এক বছর আগের তুলনায় খুবই ভালো অবস্থায় আছে বলে মন্তব্য করেছে বিশ্বব্যাংক।

সচিবালয়ে রোববার (১৩ জুলাই) অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই মন্তব্য করেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট জোহানেস জুট। বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্বব্যাংকের মন্তব্য হচ্ছে-বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা এখন খুবই ভালো। তিনি বলেন, প্রায় এক বছর আগে আমরা আশঙ্কা করেছিলাম, পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এখন আমরা মনে করছি আমরা সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছি। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, নতুন দায়িত্বে জোহানেস জুট এখন থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম দেখবেন এবং তার অফিস ওয়াশিংটনের পরিবর্তে নয়াদিল্লিতে থাকবে।

তিনি বলেন, জোহানেস জুট বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের চলমান বিভিন্ন প্রকল্প ও বাজেট সহায়তার বিষয়ে অবহিত আছেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে বলে প্রায় এক বছর আগে মনে করা হলেও, বর্তমানে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বব্যাংক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট দেশের আর্থিক খাত, পেমেন্ট ব্যালান্স এবং বৈদেশিক মুদ্রা খাতের উন্নত অবস্থা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, জোহানেস জুট বেসরকারি খাতের বিকাশ এবং আরও বিদেশি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

জলবায়ু সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে মানবসভ্যতা

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বাড়ছে তাপমাত্রা। গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভয়াবহ বন্যা, খরা, দাবানল এবং ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আর এসবের মাঝে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই সব জনগোষ্ঠী, যারা জলবায়ু সংকট সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে কম দায়ী। একে বৈজ্ঞানিকরা বলছেন 'জলবায়ু বৈষম্য' হচ্ছে একটি সামাজিক ও পরিবেশগত অবিচার।

বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরেই সতর্ক করে আসছেন। শিল্পবিপ্লবের আগে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যা ছিল, বর্তমানে তা থেকে প্রায় ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। যদি এটি ১.৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়, তবে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে এমন সব পরিবর্তন ঘটবে যেগুলোর প্রভাব হবে অপরিবর্তনীয়।

এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। আর্কটিক অঞ্চলে শীতকালে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে গড়ের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ হারে। ফলে বরফ গলে গিয়ে তাপমাত্রা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে ধ ারপরড়ুঁং পুপষব. দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করছে। কৃষির ওপর এর প্রভাব পড়ছে ভয়াবহভাবে। অনেক এলাকায় শস্য উৎপাদন ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। অন্যদিকে, বৃষ্টিপাতের মাত্রা ও সময় বদলে যাওয়ায় বাড়ছে আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি।

বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো এখন আর ভবিষ্যতের আশঙ্কা নয়ড়বর্তমানের বাস্তবতা মোকাবিলা করছে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ততা বাড়ছে, চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। বছরে হাজার হাজার পরিবার বসতভিটা হারিয়ে শহরমুখী হচ্ছে। জাতিসংঘের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই এক কোটির বেশি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে পারে। ঢাকার মতো শহরগুলোতে এই জনস্রোত নতুন চাপ সৃষ্টি করছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন কেবল পরিবেশ নয়, স্বাস্থ্য খাতেও ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হিটস্ট্রোক, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রকোপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতিবছর প্রায় তেরো লক্ষ মানুষ সরাসরি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মারা যায়। এ সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে আশার কথা হলো- এই সংকট এখনও রোধ করা সম্ভব। নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের হার বেড়েছে, সৌর ও বায়ু প্রযুক্তির ব্যয় অনেক কমেছে এবং অনেক দেশ কার্বন নিঃসরণ কমাতে নীতিগত উদ্যোগ নিচ্ছে। কিন্তু এই উদ্যোগগুলো এখনও পর্যাপ্ত নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজন এবং ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় যে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন, তা অনেকাংশেই অপ্রতুল। প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু তহবিল এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি।

বিশ্বের ধনী দেশগুলো সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করলেও সবচেয়ে বেশি ভুগছে দরিদ্র ও দুর্বল দেশগুলো। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শুধু প্রতিশ্রুতিতে নয়- বাস্তব পদক্ষেপে তা প্রতিফলিত করতে হবে। উন্নত দেশগুলোকে নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করে অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অভিযোজন কৌশলে নেতৃত্ব দিতে হবে। এখন সময় এসেছে ভবিষ্যতের কথা ভাবার। কারণ জলবায়ু সংকট আর কোনো কাল্পনিক দূর ভবিষ্যৎ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ কোরিয়াঃ আত্মহত্যার শীর্ষে, জন্মহারের তলানিতে

পরিচয় ডেস্ক : উন্নত প্রযুক্তি, কে-পপ তারকা, চোখ ধাঁধানো নাটক আর রোমান্সে ভরা কোরিয়ান ড্রামাড়এইসব দিয়েই আজ দক্ষিণ কোরিয়াকে চেনে বিশ্ব। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, যেনো এক স্বপ্নের দেশ, যেখানে

সবাই সুন্দর, সফল আর হাসিখুশি। কিন্তু পর্দার এই সুখী কোরিয়ার আড়ালেই রয়েছে এক নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত আর বিষণ্ন সমাজ। গ্ল্যামারস আউটার শেল ভেদ করে ভেতরে তাকালে দেখা যায়, এ যেন আরেকটি কোরিয়াড়চাপ, হতাশা আর হারিয়ে ফেলার ভয় যেখানকার প্রতিদিনের সঙ্গী।

দক্ষিণ কোরিয়ায় শিশুরা খেলা শেখে না, শেখে লড়াই করতে। মাত্র চার বছর বয়সেই শুরু হয় কঠিন এক প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাজীবন। বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে শেখে ১৫ মিনিটে। খেলাধুলা কিংবা আনন্দের সময় নেই বললেই চলে। দিনের বেলায় স্কুল, আর রাতে গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাইভেট টিউশনড় এভাবেই চলে কিশোরদের জীবন।

বাবা-মা মনে করেন, সন্তান যত বেশি পড়বে, তত বেশি সফল হবে। তাই অঙ্ক, ইংরেজি, সাহিত্য থেকে শুরু করে শিল্পকলা পর্যন্ত সবকিছুতেই 'পারফেক্ট' হতে হয়। ফলে শিশুর মনেও ঢুকে পড়ে এক ভয়ংকর বার্তাড় "তোমাকে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে, নইলে তুমি ব্যর্থ।"

এই অমানবিক প্রতিযোগিতার চাপে আজ বিপর্যস্ত কোরিয়ার তরুণ সমাজ। হতাশা, উদ্বেগ, বিষণ্নতাড়এসব যেন এখন নিত্যদিনের অনুভূতি। আত্মহত্যার *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

হামাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক : হামাসের পক্ষ থেকে সব জিম্মি মুক্তির শর্তে যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা ইসরায়েল নাকচ করে দিয়েছে। আল জাজিরার খবর মতে, এই তথ্য জানিয়েছেন হামাসের সামরিক শাখা কাসেম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু উবাইদা। তিনি বলেছেন, কোনো চুক্তি না হলে, আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। গত ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ২০ মিনিটের এক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

৫.৩ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হলো মঙ্গলীয় উল্কাপিণ্ড

পরিচয় ডেস্ক : মঙ্গলগ্রহ থেকে পৃথিবীতে পতিত সবচেয়ে বড় উল্কাপিণ্ডটি ৫ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৬৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক নিলাম প্রতিষ্ঠান সোথবি'স-এর আয়োজিত এক নিলামে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রেতা গত ১৬ জুলাই বুধবার উল্কাপিণ্ডটি কিনে নেন।

সোথবি'স জানায়, 'এনডাব্লিউএ-১৬৭৮৮' নামের উল্কাপিণ্ডটির ওজন ২৪ দশমিক ৫ কেজি (৫৪ পাউন্ড)। এটি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে পাওয়া সবচেয়ে বড় মঙ্গলীয় উল্কাপিণ্ড।

২০২৩ সালের নভেম্বরে নাইজারের আগাদেজ অঞ্চলে এক ব্যক্তি এটি আবিষ্কার করেন। এটি মঙ্গলগ্রহ থেকে আসা অন্যান্য উল্কাপিণ্ডের

চেয়ে ৭০ শতাংশ বড়।

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে, যেগুলো মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

সোথবি'স-এর বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান ক্যাসান্দ্রা হ্যাটন বলেন, "এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, কারণ এটি পৃথিবীতে পাওয়া সবচেয়ে বড় মঙ্গলীয় উল্কাপিণ্ড এবং নিলামে তোলা সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু।" সোথবি'স আরো জানায়, উল্কাপিণ্ডটি লালচে-বাদামি রঙের শিলাপাথর। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকালে ঘর্ষণের ফলে এতে গভীর খাদ তৈরি হয়েছে, তবে সাহারা মরুভূমিতে পতনের পরও এর গঠন প্রায় অক্ষুণ্ন রয়েছে।

নিপীড়িত মুসলিমদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাচ্ছে ভারত - দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের অনুসন্ধান

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক নতুন সংকট। "জাতীয় নিরাপত্তা" রক্ষার নামে ভারতে শুরু হয়েছে এক চরম বিতর্কিত ও মানবাধিকারবিরোধী অভিযান- যেখানে কোনো রকম আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই বহু মানুষকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এদের বেশিরভাগই মুসলিম, অনেকেই ভারতেই জন্মগ্রহণকারী- যারা এখন নিজেদের পরিচয় প্রমাণ করতে না পেরে পরিচয়হীন রাষ্ট্রহীনতার মুখোমুখি।

গুজরাটের সুরাট শহরের বাসিন্দা হাসান শাহ, যিনি দাবি করেছেন তিনি সেখানেই জন্মেছেন ও বসবাস করেছেন দীর্ঘকাল, হঠাৎ এক সকালে পুলিশ তাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায়। কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেই, কোনো শুনানি নেই- সোজা চোখে কাপড় বেঁধে তুলে দেওয়া হয় সমুদ্রপথের একটি নৌকায়। তিনদিন ভাসানোর পর তাঁকে পানিতে লাফ দিতে বাধ্য করে বন্দুকের হুমকিতে। পরে তাকে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড উদ্ধার করে সাতক্ষীরায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। কিন্তু শাহের পরিচয়পত্র, মোবাইল, ভোটার আইডি- ধষষ মড়হব. আর পরিবারের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ নেই। তার বর্ণনায় উঠে এসেছে, 'আমি ভারতের ভোটার ছিলাম। আমার সবকিছু ছিল, এখন আমি কিছুই না।'

এই ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের অনুসন্ধান বলছে, গত মে ও জুন মাসেই প্রায় ১,৮৮০ জনকে এভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। গুজরাট, আসাম এবং কাশ্মীর অঞ্চলে এই অভিযানের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। মুসলিম অধ্যুষিত বস্তিগুলোতে চালানো হয়েছে তল্লাশি, গ্রেপ্তার, নির্মাণ ভাঙা, নারী ও শিশুসহ শত শত মানুষকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযান চলার সময় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি ঘোষণা দেন, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

মতামত

ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধে চীন জিতে যাচ্ছে

জংইউয়ান জো লিউ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে জেনেভা ও লন্ডনে যে বাণিজ্য আলোচনা হয়েছে, তা সাময়িক স্বস্তি দিলেও দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সংকটের সমাধান দেয়নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব অস্থায়ী ব্যবস্থাকে ‘চুক্তি’ হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং দাবি করেছেন, এসব চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো।

কিন্তু চীন বিষয়টিকে একেবারেই ভিন্নভাবে দেখছে। চীনের মতে, তারা এ বাণিজ্য সংঘাত আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং আরও আত্মনির্ভর হয়ে পার হয়ে এসেছে। চীন মনে করছে, তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ভালো ফল দিচ্ছে।

২০১৮ সালে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এ কঠিন বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়। এর পর থেকে চীন এমন একটি কৌশল গ্রহণ করেছে, যেখানে প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মকড় দুই ধরনের পদক্ষেপ একত্রে রয়েছে।

আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে চীন তাদের বাণিজ্যপ্রবাহের পথ ঘুরিয়ে দিয়েছে; ডলারের ওপর নির্ভরশীল বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প খুঁজেছে এবং নিজেদের প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ অনেক গুণ বাড়িয়েছে।

চীন অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগ বাড়াতে চেয়েছে। এটি তারা শুধু ভোক্তাপ্রবণতা বাড়ানোর জন্য করেনি, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা গ্রিন টেকের মতো কৌশলগত খাতে চাহিদা বাড়ানোর জন্যও করেছে।

আক্রমণাত্মক কৌশল হিসেবে চীন রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কঠোর করেছে এবং প্রতিপক্ষের ওপর দ্রুত ও সুচিন্তিতভাবে জবাব দেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছে।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় দফার প্রশাসন যখন নতুন করে শুল্ক আরোপের হুমকি দেয় বা তা কার্যকর করে, চীন তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কঠিন অবস্থান নিয়েছে এবং কখনোই ভয় পায়নি।

চীন শুধু প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, বরং এই পুরো বাণিজ্য সংঘাতকে নিজেদের শর্তে পুনঃসংজ্ঞায়িত করছে।

একই সময়ে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগুলো আসলে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের শিল্প খাতের চীনের ওপর নির্ভরতাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। বিশেষ করে বিরল খনিজ ও বিভিন্ন কাঁচামাল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে চীনের ওপর নির্ভরশীল, তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদকেরা বিপাকে পড়েছেন এবং অতিরিক্ত দামে তাঁরা এসব উপকরণ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ বছরের এপ্রিলের শুরুতে চীন যখন বিরল খনিজের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শুরু করল, তখন তারা সহজেই বুঝতে পারল, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে চাপ সৃষ্টি করার এক কার্যকর হাতিয়ার।

ট্রাম্পের এ অনিয়মিত ও নাটকীয় শুল্ক নীতি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য একধরনের প্রচারণামূলক জয় এনে দিয়েছে। যদিও চীনের জনগণের কাছে ট্রাম্পকে প্রতিহত করা ততটা জনপ্রিয় কিছু নয়, তবুও এ যুদ্ধ তাদের একটি কৌশলগত সুবিধা দিয়েছে।

বৈশ্বিক দক্ষিণের (গ্লোবাল সাউথ) যেসব দেশ পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের প্রতি সন্দেহপ্রবণ, তারা এ সংকটে চীনের স্থিতিশীল অবস্থান দেখে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ‘বিশ্ব এক শতকে একবার দেখা যাওয়া বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে’ কথাটির ওপর আস্থা খুঁজে পাচ্ছে।

চীন মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফল হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংযোগ তৈরি হয়েছিল, তা ট্রাম্প প্রশাসন যেকোনো মূল্যে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এবং এর মাধ্যমে ট্রাম্প চীনের উত্থান ঠেকিয়ে দিতে চান।

চীন চায় না তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ হোক। চীন চায় না তাদের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা হোক। কিন্তু চীন মনে করে, চীন যদি বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়, তাহলে তারা সে বিচ্ছিন্নতাও মেনে নিতে পারবে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামনে মাথা নত করবে না। চীন মনে করে, ট্রাম্প যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেছেন, সেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র হেরে যাবে।

এ কারণেই চীনা নেতৃত্ব, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা আত্মনির্ভরতা তৈরির দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমানো।

যদিও মার্কিন বাজারের চাহিদা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সঙ্গে তুলনা চলে না, তবুও চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ধরে নিচ্ছে, তারা আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা করতে পারবে না বা মার্কিন উচ্চ প্রযুক্তি পাবে না। সেটি মাথায় রেখেই তারা নিজেদের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে। চীনের প্রযুক্তি কোম্পানি *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প-ইরানের সম্ভাব্য চুক্তিতে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের দিশা

এম. কে. ভদ্রকুমার

১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে মার্কিন-ইরান সম্পর্কে সবচেয়ে অন্ধকার সময় ছিল। তারপরও বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকরা কখনও এটা বুঝতে পারেননি যে, উভয়ের মধ্যকার তীব্র বিভেদ অপূরণীয়ভাবে হারিয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের চেয়ে বরং পুনর্মিলনের জন্য কাতর একটি বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের মতো ভাঙা ছিল। যদি পুনর্মিলনে এত সময় লাগে তবে এর কারণ ছিল এটি এমন এক সম্পর্ক, যেখানে স্মৃতি আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে ছিল।

এ কারণেই ২২ জুন ফরদো পারমাণবিক কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র ‘বাঙ্কার বাস্টার’ বোমা ফেলার পর থেকে যে নাটকীয়তা শুরু হয়েছিল, তা এক পরাবাস্তব চেহারা ধারণ করে, যেখানে ছবিগুলো অদ্ভুতভাবে পরস্পর মিশে গিয়েছিল, যেমনটা স্বপ্নে ঘটে। যদি কেউ এই জটিল বিষয়কে কল্পনা থেকে বাস্তবে টেনে আনতে পারেন, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি একবার ‘দ্য অ্যাপ্রেন্টিস’ নামে একটি রিয়েলিটি শোর আয়োজন করেছিলেন, যা ২০০৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এনবিসিতে ১৫টি মৌসুমজুড়ে বিভিন্ন ধরনে প্রচারিত হয়েছিল। এতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা ট্রাম্পের এক সম্পত্তির পক্ষে প্রচার চালাতে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলারের বিনিময়ে এক বছরের চুক্তির জন্য প্রতিযোগিতা করেছিলেন।

আজ যে সম্পত্তি প্রস্তাব করা হচ্ছে তা হলো গাজা রিভেরা। দ্য অ্যাপ্রেন্টিসের মতো যার ২০টি স্থানীয় সংস্করণ ছিল; গাজা রিভেরাও একটি বহুমুখী জিনিস যেখানে ইরানম ইসরায়েলসহ সবার জন্য কিছু না কিছু আছে। কিন্তু সেটা ছিল এক প্রকার অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, মিডনাইট হ্যামার (ইরানে সাম্প্রতিক মার্কিন অভিযানের নাম) কী অর্জন করেছিল? খুব কমই কেউ লক্ষ্য করেছে যে, ট্রাম্প ইরানের পক্ষ থেকে একটি প্রাচীন ভুলের প্রতিশোধ নিয়েছে। এর সৌন্দর্য হলো, ইরানের জিম্মি সংকটের পর্দা নামাতে ৪৪৪টি যন্ত্রণাদায়ক দিন লেগেছিল। আর ট্রাম্পের সেই অন্ধকার অধ্যায়টি চূড়ান্তভাবে বন্ধ করতে এবং টাইম মেশিনকে মার্কিন-ইরান সম্পর্কের একটি অগ্রাধিকারমূলক ইতিহাসে নিয়ে যেতে এক ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল।

এই মুহূর্ত থেকে ট্রাম্পের পক্ষে ইরানের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্কের জন্য মার্কিন অবস্থান উল্টে দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। ইরানভীতি এখন ভালোভাবেই সমাহিত হচ্ছে। এটিই প্রথম জিনিস।

দ্বিতীয়ত, ট্রাম্প ২২ জুন মধ্যরাতে ইরানের পারমাণবিক সমস্যার সমাধান করেন, যখন তিনি দেশটির পারমাণবিক স্থাপনাগুলো ‘নিশ্চিহ্ন’ করে দেন। ট্রাম্পের এই ঘোষণা তাঁর বিরোধীদের একটি সম্পূর্ণ নতুন শিল্পকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়, যারা জোর দিয়ে বলে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এখনও জীবিত এবং সক্রিয়, যার মধ্যে আইএইএর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসিও ছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন। এক ধাক্কায় তিনি মার্কিন-ইরান স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ইসরায়েলের হস্তক্ষেপের যে কোনো সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছেন।

৮ জুলাই মঙ্গলবার ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, মিডনাইট হ্যামারকে ‘আক্রমণ’ বলে গর্ব করার আর কোনো কারণ নেই। সোমবার হোয়াইট হাউসে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও প্রশিক্ষিত পেশাজীবী মনোবিজ্ঞানী স্ত্রী সারার জন্য আয়োজিত এক নৈশভোজে ট্রাম্পের মন্তব্যে তার দ্বিধা ক্ষণিকের জন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ট্রাম্পের স্বজ্ঞাত জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস এতটাই প্রবল, তিনি আসলে নেতানিয়াহুকে মিডিয়ার সামনে কথা বলতে দিতে পছন্দ করেছিলেন, যাতে তিনি মার্কিন-ইরান আলোচনা ফের শুরু করার মূল কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেন। নেতানিয়াহু যখন স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখছিলেন, তখন ট্রাম্পের অভিব্যক্তিহীন মুখ দেখাটা বেশ আনন্দদায়ক ছিল।

কিন্তু যখন একজন সাংবাদিক নেতানিয়াহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসরায়েল এখনও ইরানে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় কিনা; তখন তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন, এটি ইরানি জনগণের সিদ্ধান্ত! ট্রাম্প স্টিভ উইটকফকে এ ঘোষণা দিতে উৎসাহিত করেন যে, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই মার্কিন-ইরান আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আলোচনায় একটি নথি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হতে পারে এবং ইরানের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন। তৃতীয়ত, তেহরান সময় নষ্ট না করে স্বীকার করে যে, আমেরিকার সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি বিবেচনাধীন। *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES • CHILDREN RIDES • CULTURAL EVENTS • BAZAAR
YOUTH PROGRAMS • MATRIMONIAL SERVICES • SISTERS PROGRAMS
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG

আরাকানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের সংকট যেখানে

তুষার কান্তি চাকমা

আরাকানে যুদ্ধ: নেপথ্যে বিশ্বশক্তির দ্বন্দ্ব

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য যাকে আমরা আরাকান নামে জানি, সেই আরকান আজ আন্তর্জাতিক ভূরাজনীতির এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। আরাকানে চীনের কাইউকফিউ-ইউনান গ্যাস ও তেলের পাইপলাইন রুট, যা তাদের জ্বালানি নিরাপত্তার এক বিকল্প করিডর। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা তেল ও গ্যাস বঙ্গোপসাগর থেকে চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবাহিত হয়।

এই পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হলে চীনকে মালাক্কা প্রণালির মাধ্যমে অনেক পথ ঘুরে এই সরবরাহ করতে হবে, যা শুধু ব্যয়বহুলই নয়, কিছুটা বিপজ্জনকও বটে। যেকোনো সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ভারত ও পশ্চিমা শক্তিগুলো এই সরু সরবরাহ সমুদ্রপথ আটকে দিতে পারে। ভারতের শিলিগুড়ি করিডরের 'চিকেন নেক'-এর মতো এটিও চীনের জন্য এক 'চিকেন নেক'।

মিয়ানমারের এ গৃহযুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি ক্রমে ঘোলা হয়ে উঠছে। এখন আরাকান আর্মি (এএ) রাখাইন রাজ্যের বেশির ভাগ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে এবং চীনের পাইপলাইন ও ভারতের কালাদান-মাল্টিমোডাল করিডর এলাকায় এই যুদ্ধ চলছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে এবং কোনো রকম সিত্তেসহ কয়েকটি এলাকা দখলে রেখেছে।

এ পরিস্থিতি ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতি দ্রুত জটিল হয়ে উঠছে। আরাকান আর্মি ও রোহিঙ্গা সংগঠনগুলো বর্তমানে সেই অস্থিরতার উৎস হয়ে উঠেছে। যদিও এগুলোর কার্যক্রম মূলত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে; তবু চীনা অর্থনৈতিক করিডরও এখন তাদের হামলার আওতায় এসেছে।

চীনের করিডর বনাম যুক্তরাষ্ট্রের চাপ

চীন যেভাবে কাইউকফিউ বন্দর থেকে তেল-গ্যাস পরিবহন করে সরাসরি ইউনানে নিচ্ছে, তাতে মালাক্কাপ্রণালির ওপর নির্ভরতা বহুলাংশে কমিয়ে আনে, যেখানে মার্কিন নৌবাহিনীর আধিপত্য বিদ্যমান। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র চাইছে এই করিডরে অস্থিরতা তৈরি হোক, যাতে চীনের 'স্ট্র্যাটেজিক গভীরতা' হুমকির মুখে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিভাগের দুজন উপমন্ত্রী ও কিছুদিন আগে প্রশান্ত মহাসাগর কমান্ডের উপপ্রধানের বাংলাদেশ সফর এই ইঙ্গিতই দেয়।

তা ছাড়া বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের একটি মার্কিন কোম্পানিতে উপদেষ্টা হিসেবে আগমনও অনেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। এর সঙ্গে কিছুদিন আগে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির (আরসা) প্রধানকে তাঁর সহযোগীসহ আটক করাও এ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত বলে অনেকে মনে করছেন। তিনি অনেক দিন থেকে বাংলাদেশে থেকে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সরকার জানত; কিন্তু এত দিন তাঁকে আটক করা হয়নি। এ কারণে এখন তাঁর আটককে এ বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আরসাকে অনেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দালাল বলে মনে করেন। তাঁরা রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণে সহায়তা করেছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। তবে আরও একটি সশস্ত্র দল যা আরএসও নামে পরিচিত, বর্তমানে আরাকানে সশস্ত্র অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে এগোবে তা এখনো পরিষ্কার হয়নি। তবে তাঁরা যে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করবে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে ১০ লাখ রোহিঙ্গা বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাস করছে। তাঁরা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার, ফলে তাদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা রয়েছে। তারা আরাকানে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত। তবে আরাকান আর্মিকে সঙ্গে নিয়েই তাদের কাজটি করতে হবে। বাংলাদেশকে এ বিষয়ে কঠিন দোটানায় পড়তে হবে। বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে চীনের স্বার্থ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়া বাংলাদেশের জন্য ঠিক হবে না; আবার যুক্তরাষ্ট্রের রোষানলে পড়ে যাওয়া বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সুখকর হবে না। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূসের সাম্প্রতিক চীন সফর বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে ধরা হচ্ছে। চীন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে শুধু স্বীকৃতিই দেয়নি, এর সঙ্গে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও তিস্তা নদী প্রকল্পে তথা সারা দেশের নদ-নদীর ব্যবস্থাপনায় ৫০ বছরের সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশ যে চীনের ক্ষতিকর কোনো কাজে অন্যদের সহায়তা করবে, তা আশা করা যায় না। অন্য দিকে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করবে, তা দেখার বিষয়। এই দুই পরাশক্তির দোটানায় বাংলাদেশের *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

গোপালগঞ্জে কে হারল কে জিতল?

সাজ্জাদ সিদ্দিকী

বুধবার (১৬ জুলাই) যখন গোপালগঞ্জে প্রাণহানির খবর আসছিল, যখন কারফিউ জারি হচ্ছিল, তখন প্রশ্ন উঠছিল আসলে জিতল কে, আর হারলই বা কে? এনসিপি, না আওয়ামী লীগ? রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ এই জেলাটিতে এনসিপির পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় যদিও চারজনের মৃত্যু হয়েছে, উভয় পক্ষই নিজেদের বিজয় দাবি করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাতের ওপর দাঁড়িয়ে যে বিজয়, তা আদৌ কি বিজয়? নাকি গণঅভ্যুত্থান- পরবর্তী এই সময়ে এটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার নিদর্শন?

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের কোথাও রাজনৈতিক সমাবেশ বা প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করতে কোনো রাজনৈতিক দলকে আওয়ামী লীগ কিংবা এর অনুসারীদের বাধার মুখে পড়তে হয়নি। এনসিপি দলও জুলাই মাসের শুরু থেকে ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় পদযাত্রা ও পথসভা করে এসেছে। একমাত্র গোপালগঞ্জে গিয়েই হামলা, প্রতিরোধ বা সংঘর্ষের মুখে পড়ল। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় গোপালগঞ্জে এই ব্যতিক্রমী প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গোপালগঞ্জ এখনও আওয়ামী লীগের ক্ষমতার কেন্দ্র ও প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে ভিন্নতর অবস্থানের জানান দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত। বস্তুত গোপালগঞ্জ যেন আওয়ামী লীগের ক্ষমতার প্রতীকী বাস্তবতা। এই জেলা গত সাড়ে ১৫ বছরের শেখ হাসিনার স্বৈর শাসনামলে রাষ্ট্রক্ষমতা, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপ নিয়েছিল। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, ২০১২-১৩ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ বরাদ্দে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরেই ছিল গোপালগঞ্জ।

গোপালগঞ্জ রাজনৈতিক প্রতীকী শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের দৃশ্যমান প্রতিরোধও। আওয়ামী লীগের শাসনামলে সাম্প্রতিক জেলাটি যেন হয়ে উঠেছিল প্রতীকী দলীয় রাজধানী। দলটির প্রতিনিধিত্ব অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল এই জেলায়।

এই আলোচনায় খালেদা জিয়ার প্রতিক্রিয়া ও প্রতীকী প্রতিরোধ প্রাসঙ্গিক। ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের 'গণতন্ত্রের অভিযাত্রা' কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে তিনি পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। বালুর ট্রাকে রাস্তা বন্ধ করে তাঁকে ঘরবন্দি করে রাখা হয়। তাঁর ক্ষোভে উচ্চারিত কথাগুলো 'গোপালগঞ্জের নামই থাকবে না' শুধু ব্যক্তিগত রাগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তা ছিল এক প্রতীকী প্রতিবাদ। এটি ছিল গোপালগঞ্জকেন্দ্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ।

এই বক্তব্য জনসমক্ষে উচ্চারিত হলেও এর অন্তঃপ্রবাহে ছিল গত দেড় দশকের রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভ, যেটি শেখ হাসিনার শাসনের সময়ে গোপালগঞ্জকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই মন্তব্যকে অনেকেই একটি অঞ্চলের জন্য অবমাননাকর হিসেবে দেখলেও এর রাজনৈতিক তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। ক্ষুব্ধ খালেদা জিয়া এক নারী বাধাদানকারী নিরাপত্তাকর্মীকে নির্দেশ করে আরও বলেছিলেন, 'এই যে মহিলা, আপনার মুখটা এখন বন্ধ কেন? বলেন তো কী বলছিলেন এতক্ষণ ধরে? মুখটা বন্ধ কেন এখন? দেশ কোথায়, গোপালি? গোপালগঞ্জ জেলার নামই বদলিয়ে যাবে বুঝছেন? গোপালগঞ্জ আর থাকবে না।'

গোপালগঞ্জে বুধবারের সংঘর্ষ এটাও স্পষ্ট করেছে এনসিপির মাঠের রাজনীতিতে কৌশলগত দিক বিবেচনায় দুর্বলতা স্পষ্ট। দেশের বৃহত্তর জেলাগুলোতে সফল আয়োজন শেষে গোপালগঞ্জের এই সমাবেশ করা যেত। সমাবেশের আগে উস্কানিমূলক বক্তব্যদানে বিরত থাকলে হয়তো এই সংঘর্ষ এড়ানো যেত। সেনাবাহিনীর সহায়তা ব্যতীত এনসিপির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে এ ঘটনায় রাজনৈতিক দূরদর্শিতার চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতার ছাপই বেশি।

অন্যদিকে জুলাই ঐক্যের দুর্বলতাও স্পষ্ট। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর একটি বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই বিপ্লব কি একটি নতুন রাজনৈতিক ঐক্যের জন্ম দিতে পারবে? উত্তরটা এখনও অস্পষ্ট। কারণ বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী দলের মধ্যে এখনও পরস্পরকে সন্দেহ করার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। চরিত্র হনন, জিঘাংসা, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা সবই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিকে ক্ষয়িষ্ণু করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জবাসীর এই প্রতিরোধ সেই বাস্তবতা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

গোপালগঞ্জের প্রতিরোধ আরেকটি বার্তা দেয় আওয়ামী লীগ এখনও জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানকে মানতে নারাজ। বোঝাতে চায়, *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY
DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

ভিটামিন কে কেন প্রয়োজন, এর অভাবে কী হতে পারে?

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের শরীরের সুস্থতার জন্য বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজের প্রয়োজন পড়ে। তেমনি একটি হচ্ছে ভিটামিন কে। রক্ত জমাট বাঁধা ও হাড়ের স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের জন্য এই ভিটামিন অপরিহার্য। এ ছাড়া ভিটামিন কে শরীরের আরো বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ভিটামিন কে কেন প্রয়োজন

রক্ত জমাট বাঁধা : শরীরে কোনো কাটা বা আঘাতের পর রক্তপাত থামাতে কিছু প্রোটিন কাজ করে। সেগুলোর সক্রিয়তায় ভিটামিন কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হাড়ের স্বাস্থ্য : এই ভিটামিন অস্টিওক্যালসিন নামক একটি প্রোটিনকে সক্রিয় করে, যা হাড়ে ক্যালসিয়াম জমাতে সাহায্য করে। ফলে হাড় থাকে শক্তিশালী ও টেকসই।

হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ : গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন কে ধমনীতে ক্যালসিয়াম জমা রোধ করে, যা হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন কে-এর অন্যান্য উপকারী প্রভাব থাকতে পারে। যেমন কোলন, পাকস্থলী, প্রোস্টেট, মুখ ও নাকের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা এবং লিভার ক্যান্সার রোগীদের স্থিতিশীল করা।

কাদের ভিটামিন 'কে' এর ঘাটতি থাকতে পারে

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ভিটামিন কে-এর ঘাটতি তুলনামূলক কম দেখা যায়। তবে যারা দীর্ঘদিন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করে আসছেন, পিত্ত বা অন্ত্রের রোগ রয়েছে যাদের বা যারা অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান করেন, তাদের ক্ষেত্রে ঘাটতির ঝুঁকি বাড়ে।

ভিটামিন 'কে' এর অভাবে কী হতে পারে

সহজেই রক্তপাত হওয়া (কাটা বা ঘা শুকাতে সময় লাগা)

নাক ও মুখ থেকে রক্ত পড়া

দাঁত ব্রাশের সময় মাড়ি থেকে রক্ত পড়া

অতিরিক্ত ঋতুস্রাব

হাড় দুর্বল হওয়া বা সহজে ভেঙে যাওয়া (অস্টিওপোরোসিস)

নবজাতকের ক্ষেত্রে ইনট্রাক্রেনিয়াল ব্লিডিং বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ

কিছুক্ষেত্রে ভিটামিন কে-এর অভাব হাড়ের ব্যথা, পেশি দুর্বলতা এবং ক্লান্তিও সৃষ্টি করতে পারে।

শিশু ফরমুলা ভিটামিন কে দিয়ে সমৃদ্ধ। কিন্তু বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুদেরও কয়েক সপ্তাহ ধরে ভিটামিন কে কম থাকতে পারে, যতক্ষণ না তাদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া বিকশিত হয়। এটি নবজাতকের রক্তক্ষরণজনিত রোগের কারণ হতে পারে। শিশুদের জন্য কে ভিটামিন কে জরুরি

নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রে ভিটামিন কে-এর ঘাটতি মারাত্মক হতে পারে। জন্মের পরপরই শিশুদের শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন কে না থাকায় 'নিউবর্ন হেমোরেজ ডিজঅর্ডার' দেখা দিতে পারে, যা প্রাণঘাতী হতে পারে। এজন্যই অনেক দেশে জন্মের পরপরই শিশুদের ইনজেকশন বা মুখে ভিটামিন কে সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়।

তেতো খাবার খেলেই কি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে?

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানে ডায়াবেটিস একটি জটিল রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অনেক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগের ফলে শরীরে নানা সমস্যা তৈরি হতে পারে। কিডনি থেকে শুরু করে চোখ, নার্ভ ইত্যাদি খারাপ হতে পারে।

তাই এখনি সবাইকে সচেতন হতে হবে। কোনোরকম লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই রোগ বাড়ার পেছনে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন দায়ী। সেজন্য সবাই খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের দিকে খেয়াল রাখতে শুরু করেছেন। আর এটি করতে গিয়ে অনেকে কিছু ধারণা মনে পুষে রাখছেন। এর মধ্যে একটি হলো, তেতো খেলে কি সুগার কমে? এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলেন, হ্যাঁ মেথি, করলা, উচ্ছে, নিম খেলে সুগার কমে। বিভিন্ন গবেষণায় এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তবে এর পেছনেও অনেক কারণ রয়েছে।

তবে সেই বিষয়ে জানার আগে সুগার নিয়ে কিছু কথা জানা দরকার। চলুন, জেনে নেওয়া যাক:

সুগার : আমাদের শরীরে ইনসুলিন হরমোন রক্তে থ াকা সুগারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ইনসুলিন প্যাংক্রিয়াস থেকে নির্গত হয়। ইনসুলিন হরমোন উৎপাদনে তারতম্য ঘটলে রক্তে সুগার নিয়ন্ত্রিত হয় না। আর এই অবস্থার নামই হলো ডায়াবেটিস।

এটি সাধারণত দুই ধরনের হয়ড়্টাইপ ১ ও টাইপ ২। টাইপ ১ ডায়াবেটিস ছোট বয়সে হয়। অপরদিকে টাইপ ২ ডায়াবেটিস হয় বড় বয়সে।

কতটা তেতো সুগার কমায় : অনেকে ভাবেন শুধু তেতো খেলেই বোধহয় সুগার অনেকটা কমে যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তেতো খেলে সুগার কমে। কিন্তু শুধু তেতো জাতীয় খাবার খেয়েই সুগার কমাতে গেলে সেই খাবার অনেকটা পরিমাণে খেতে হবে। যেমন শুধু তেতো খেয়ে সুগার কমাতে গেলে দিনে এক কিলোগ্রাম করলা, উচ্ছে খেতে হবে। কিন্তু এটা বাস্তবে অসম্ভব।

ওষুধও খেতে হবে : বিশেষজ্ঞরা জানান, তেতো খাওয়া খুবই উপকারী।

ডার্ক চকোলেট না খেজুর ডায়াবেটিসে কোনটি বেশি উপকারী?

পরিচয় ডেস্ক : ডায়াবেটিস হোক বা রক্তাল্পতা, স্বাস্থ্য সচেতনতায় এখন অনেকেই খাওয়ার তালিকায় রাখছেন ডার্ক চকোলেট কিংবা খেজুর। তবে প্রশ্ন হলো, এই দুটির মধ্যে কোনটি কাদের জন্য বেশি উপকারী? চলুন, জেনে নিই পুষ্টিগুণ ও উপকারিতার দিক থেকে কোনটি এগিয়ে।

চিনির পরিমাণের দিক থেকে কে এগিয়ে?

ডার্ক চকোলেটে কোকোর পরিমাণ বেশি (৭০-৮০%) এবং চিনির পরিমাণ খুবই কম। এজন্য এটি হার্টের জন্য ভালো এবং ডায়াবেটিক রোগীরাও পরিমিত পরিমাণে এটি খেতে পারেন।

তবে সব ব্র্যান্ডের ডার্ক চকোলেট একরকম নয়, তাই কেনার সময় লেবেল দেখে নিতে হবে।

অন্যদিকে, খেজুরে রয়েছে প্রাকৃতিক চিনি। প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ৬৮.৮ গ্রাম চিনি থাকে। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি হওয়ায় ডায়াবেটিকদের জন্য খেজুর খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

তবে যাদের ডায়াবেটিস নেই, তারা দিনে ২-৩টি খেজুর খেতে পারেন।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে কার দৌড় বেশি?

ডার্ক চকোলেট অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি দেহে প্রদাহ কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ইনসুলিন হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে। মানসিক চাপ কমাতেও এটি কার্যকর।

খেজুরেও রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন বি-৬। যা হৃদযন্ত্র ও স্নায়ু স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। তবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের দিক দিয়ে ডার্ক চকোলেট কিছুটা এগিয়ে।

ফাইবার ও হজমে উপকারিতা

খেজুরে ফাইবারের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। মাত্র দুটি মাঝারি আকারের খেজুরে প্রায় ৬.৬ গ্রাম ফাইবার থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজমের সমস্যা কমাতে এটি বেশ কার্যকর। ডার্ক চকোলেটেও ফাইবার রয়েছে, তবে এতে পলিফেনল বেশি।

কাছের মানুষকে আলিঙ্গন করা কেন মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য জরুরি?

পরিচয় ডেস্ক : আলিঙ্গন, একটি সহজ এবং প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি, যা মানুষকে আবেগগতভাবে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে। এই সাধারণ শারীরিক অভিব্যক্তিটি শুধু ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্বাস্থ্য, মানসিক স্বস্তি, এবং সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধির মতো অসংখ্য ইতিবাচক দিক। কাছের মানুষদের আলিঙ্গন করা কেবল আবেগ প্রকাশের একটি রূপ নয়, এটি মানসিক, শারীরিক এবং সামাজিকভাবে আমাদের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে।

কেন কাছের মানুষকে আলিঙ্গন করা জরুরি?

১. মানসিক স্বস্তি ও শান্তি দেয়:
আলিঙ্গন আমাদের মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন নামক হরমোন নিঃসরণ করে, যা 'ভালোবাসার হরমোন' নামে পরিচিত। এই হরমোনটি আমাদের মনের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি আনে, উদ্বেগ কমায় এবং সম্পর্কের মধ্যে ইতিবাচকতার সঞ্চার করে। কাছের মানুষদের আলিঙ্গন করলে আমরা অনুভব করি যে আমরা সুরক্ষিত এবং যত্নশীল একটি পরিবেশে আছি। এভাবে মানসিক চাপ ও হতাশা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

২. সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করে:
আলিঙ্গন করা মানুষের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ায়। যখন আমরা কাউকে আলিঙ্গন করি, তখন আমরা আমাদের ভালোবাসা, সহানুভূতি, এবং যত্ন প্রদর্শন করি। এটি শুধু প্রেম বা রোমান্টিক সম্পর্কের জন্য নয়, বরং বন্ধু, পরিবার এবং অন্য প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত করে তোলে। নিয়মিত আলিঙ্গনের মাধ্যমে সম্পর্কের মধ্যে থাকা মানসিক দূরত্বও কমে যায়।

৩. শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নত করে:
আলিঙ্গন কেবল মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নয়, শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক রাখে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত আলিঙ্গন করে তাদের শরীরের স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল কম থাকে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

৪. বেদনানাশক হিসেবে কাজ করে:
আলিঙ্গন ব্যথা উপশমেও কার্যকর হতে পারে।

স্বাস্থ্যের ভালোর জন্য কোন তেলের রান্না খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : স্বাস্থ্যকর খাবার আমাদের সুস্থ থাকার জন্য অপরিহার্য। তবে খাবারের পাশাপাশি কোন তেলে রান্না করা হচ্ছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন তেল রান্নায় ব্যবহার হলেও সব তেল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয়। তাই শরীরের জন্য কোন তেল ভালো এবং কেন তা জানা জরুরি। এই প্রতিবেদনে আমরা স্বাস্থ্যসম্মত তেলগুলোর বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা তুলে ধরব।

স্বাস্থ্যকর তেলের ধরন ও গুণাগুণ

অলিভ অয়েল : অলিভ অয়েলকে স্বাস্থ্যকর তেলের মধ্যে সেরা বলা হয়। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটি অ্যাসিড।
উপকারিতা: হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। চর্বি কমাতে সহায়তা করে।
ব্যবহার: সালাদ ড্রেসিং, হালকা ভাজার ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী।

সরিষার তেল : গ্রামবাংলায় সরিষার তেল বহুল ব্যবহৃত। এটি প্রচুর মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ যা হৃদ্‌রোগের জন্য উপকারী।
উপকারিতা:অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণাগুণ রয়েছে। হজমশক্তি বাড়ায়।
ব্যবহার:ভর্তা, ভাজি ও মাছ রান্নার জন্য আদর্শ।

নারকেল তেল : নারকেল তেলে মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যা দ্রুত শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।
উপকারিতা: ওজন কমাতে সহায়তা করে।

গরম পানিতে লেবু কেন খাবেন?

পরিচয় ডেস্ক : সকালের শুরুটা যদি হয় এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস মিশিয়ে, তবে সারাদিনের জন্য শরীর ও মন দুটোই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই ছোট্ট অভ্যাসটি শুধু সতেজতার অনুভূতি দেয় না, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অনেক উপকারী।

গবেষণা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন সকালে লেবু-পানি পান করলে হজমপ্রক্রিয়া উন্নত হয় এবং শরীরে মেদ জমার প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়।

এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা টি লেবুর রস মিশিয়ে নিন। চাইলে এক চিমটি লবণ বা এক চা চামচ মধু যোগ করতে পারেন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে এই পানীয়টি পান করুন।

উপকারিতা

হজমশক্তি বৃদ্ধি: লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড পাচনতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং হজমপ্রক্রিয়া উন্নত করে। এটি পেটের গ্যাস, বদহজম এবং অ্যাসিডিটির সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

মেটাবলিজম বাড়ায়: লেবু-পানি শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া বাড়িয়ে ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি ওজন কমাতে এবং শরীরে মেদ জমা রোধে কার্যকর।

লিভার ডিটক্সিফিকেশন: লেবু লিভার থেকে টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে, যা শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখে।

ইমিউনিটি বুস্টার: লেবুতে থাকা ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

ত্বকের উজ্জ্বলতা: লেবু-পানি ত্বকের টক্সিন দূর করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল ও সুস্থ রাখে।

সতর্কতা: লেবু-পানি স্বাস্থ্যকর হলেও অতিরিক্ত সাইট্রিক অ্যাসিড দাঁতের এনামেল ক্ষয় করতে পারে। তাই লেবু-পানি পান করার পর সাধারণ পানি দিয়ে কুলি করে নিন। যাদের গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে, তারা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই অভ্যাস শুরু করুন।

সকালের শুরুটা যদি হয় এক গ্লাস লেবু-পানি দিয়ে, তবে সারাদিনের জন্য শরীর ও মন দুটোই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই ছোট্ট অভ্যাসটি আপনার হজমশক্তি উন্নত করবে, মেটাবলিজম বাড়াবে এবং শরীরে মেদ জমা রোধ করবে। সুস্থ থাকতে আজই শুরু করুন এই সহজ ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস।

রান্নাবান্না

যেভাবে মসুর ডাল রান্না করলে স্বাদ বাড়বে

পরিচয় ডেস্ক : অনেকেরই নিত্যদিনের একটি খাবার হচ্ছে মসুর ডাল। গরম গরম ভাতে মুসুর ডাল ও আলু ভাজি বা যেকোনো ধরনের ভাজি খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে। তবে পুরনো পদ্ধতি বাদ দিয়ে এবার নতুন পদ্ধতিতে রান্না করতে পারেন এই ডাল। এতে ডালের স্বাদ বাড়বে কয়েক গুণ।

উপকরণ: মুসুর ডাল- ১ কাপ (১ ঘণ্টা ভেজানো), আদা মিহি কুচি ১ টেবিল চামচ, রসুন কোয়া ৮টি (৬টি আস্ত, ২টি কুচি), হলুদগুঁড়া ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৪টি, তেঁতুলগোলা- ১ টেবিল চামচ, টমেটো কুচি ১ কাপ, লবণ পরিমাণ মতো, পানি ৩ কাপ, তেল ১ টেবিল চামচ, জিরা ১ চা চামচ, শুকনা মরিচ আস্ত ৪টি, তেজপাতা ১টি ও চিনি ১ চা চামচ।

প্রণালী: প্রেশার কুকারে ডাল, ১২ কাপ পানি, তেজপাতা, আস্ত রসুন, আদা, হলুদ, ৩টি কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে ২টি সিটি দিন। কিছুক্ষণ পর ডাল ঘেঁটে বাকি পানি, লবণ, চিনি, তেঁতুলগোলা, টমেটো দিন।

এবার তেল গরম করে শুকনা মরিচ, রসুনকুচি, জিরা ফোড়ন দিয়ে বাদামি রং করে ঢেলে দিন। কাঁচা মরিচ দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিন।

তরকা ডাল

পরিচয় ডেস্ক : ডালের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য আমরা এতে নানা ধরনের ফোড়ন দিয়ে থাকি। এখানে জানানো রইল, কী ভাবে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন তরকা ডাল।

উপকরণ: বুটের / ছোলার ডাল আধা কাপ। মুগডাল আধা কাপ। মসুরডাল ১/৪ কাপ। মাষকলাইয়ের ডাল ১/৪ কাপ। আদাবাটা ১ টেবিল-চামচ। রসুনবাটা ১ চা-চামচ। কাঁচামরিচ ৩,৪টি। টমেটো বড় ১টি। হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ। ফোঁড়নের জন্য: থেঁতো করা রসুন আস্ত ১টি। আস্ত জিরা ১ চা-চামচ অথবা পাঁচফোঁড়ন ১ চা-চামচ। আস্ত মুগডাল ১ চা-চামচ। তেজপাতা ২,৩টি। শুকনা-মরিচ ৪,৫টি। পেঁয়াজকুচি ২টি। তেল অথবা ঘি পরিমাণ মতো।

এছাড়াও লাগবে: গরমমসলা-গুঁড়া ১ চা-চামচ। ফালি করা কাঁচামরিচ ৫,৬টি। লেবুর রস ১ টেবিল-চামচ। লবণ স্বাদ মতো। ধনেপাতা-কুচি ইচ্ছা।

পদ্ধতি: সব ডাল একসঙ্গে ধুয়ে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। প্রেশার কুকারে ১ চামচ তেল ও ১ চামচ ঘি গরম করে আদা ও রসুনের পেস্ট দিয়ে নেড়েচেড়ে টমেটো-কুচি দিন।

কিছুক্ষণ টমেটো কষিয়ে সবরকমের ডাল আর দুতিন কাপ গরম পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ৩ থেকে ৪টি সিটি বাজলে নামিয়ে নিন।

ঢাকনা খুলে গরম মসলা ছাড়া বাকি সব গুঁড়ামসলা, লবণ দিয়ে মৃদু আঁচে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রান্না করুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দেবেন যেন তলায় লেগে না যায়। যদি মনে করেন ডাল বেশি ঘন হয়ে গিয়েছে তাহলে আন্দাজ মতো গরম পানি মিশিয়ে দিবেন। ডাল সিদ্ধ হলে লেবুর রস মিশিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে নামিয়ে রাখুন।

অন্য একটি প্যানে তেল অথবা ঘি গরম করে আস্ত মুগডাল, জিরা অথবা পাঁচফোঁড়ন, শুকনামরিচ ও তেজপাতা ফোঁড়ন দিয়ে, পেঁয়াজ-রসুন লাল করে ভেজে প্রেশার কুকারের ঢাকনা খুলে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ধনেপাতা, ফালি করা কাঁচামরিচ ও গরমসলা গুঁড়া মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখুন।

পরিবেশনের আগে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে উপরে এক চামচ ঘি ও ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

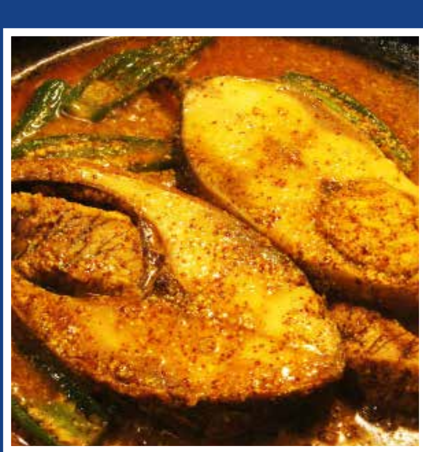

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মুগ ডাল দিয়ে খাসির মাংস

পরিচয় ডেস্ক : মুগ ডাল দিয়ে খাসির মাংস রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে খেতে সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে। খেতে পারেন গরম ভাত কিংবা পোলাওয়ের সঙ্গেও। খাসির মাংস দিয়ে যত পদ তৈরি করা হয়, তার ভেতরে এটি অত্যন্ত লোভনীয় একটি পদ। বলছি মুগ ডাল দিয়ে খাসির মাংস রান্নার কথা। সকালের নাস্তায় রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে রাখতে পারেন। রাখতে পারেন অতিথি আপ্যায়নেও।

তৈরি করতে যা লাগবে : খাসির মাংস- ৭৫০ গ্রাম, মুগ ডাল- ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, টমেটো কুচি- ১/২ কাপ, দারুচিনি- ২/৩ টি, এলাচ- ৪/৫ টি, লবঙ্গ- ৫/৬ টি, গোল মরিচ- ৫ টি, কাঁচা মরিচ- ১ টি (ছেঁচে নেওয়া), আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা বাটা- (দারুচিনি ১ টুকরা, এলাচ ২ টি, লবঙ্গ ২ টি, তেজপাতা ১ টির অর্ধেক একসঙ্গে বেটে নেওয়া) হলুদ- ১ চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া- ১ চা চামচ, টালা জিরা গুঁড়া- ১ ১/২ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ২ চা চামচ, তেল- ৪ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে ডাল শুকনা খোলায় টেলে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর ডাল বাদে সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে মাংস রান্না করে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে মুগ ডাল দিয়ে দিন। একসঙ্গে কিছুক্ষণ কষিয়ে রান্না করুন। এবার প্রয়োজনমতো গরম পানি যোগ করুন। ডাল সেদ্ধ হয়ে মাংসের ঝোল ঘন হয়ে এলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন। এবার পরিবেশনের পালা।

মুগ পোলাও

পরিচয় ডেস্ক : মুগ ডাল দিয়ে তৈরি একটি সুস্বাদু পোলাও হলো মুগ পোলাও। এটি সাদা ভাতের চেয়ে একটু ভিন্ন স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। এটি সাধারণত মুগ ডাল, পোলাও চাল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, গরম মশলা এবং ঘি বা তেল দিয়ে রান্না করা হয়। মুগ ডাল এবং অন্যান্য মশলার সংমিশ্রণে এই পোলাও একটি অনন্য স্বাদ পায়। এটি একটি জনপ্রিয় খাবার, যা প্রায়শই বিশেষ অনুষ্ঠানে বা উৎসবে রান্না করা হয়।

উপকরণ: পোলাও চাল - ২ কাপ, মুগ ডাল - ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি - ১টি (বড়), আদা বাটা - ১ চামচ, রসুন বাটা - ১ চামচ, গরম মশলা (এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ) - পরিমাণ মতো, তেল বা ঘি - পরিমাণ মতো, নুনু স্বাদমতো, কাঁচা লঙ্কা - স্বাদমতো, ধনে পাতা কুচি (ইচ্ছা)

প্রণালী: প্রথমে মুগ ডাল হালকা ভেজে নিন, তারপর ধুয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। চাল ধুয়ে ১৫-২০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে তেল বা ঘি গরম করে পেঁয়াজ কুচি সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।আদা, রসুন বাটা এবং গরম মশলা যোগ করে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন।

এরপর ভেজানো মুগ ডাল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ৫-৭ মিনিট কষিয়ে নিন।

এবার চাল এবং পরিমাণ মতো জল (প্রায় দ্বিগুণ) যোগ করুন। নুন, কাঁচালঙ্কা এবং ধনে পাতা যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। জল ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে পাত্রটি ঢেকে দিন এবং চাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। যখন চাল এবং ডাল ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গরম গরম পরিবেশন করুন সুস্বাদু মুগ পোলাও।

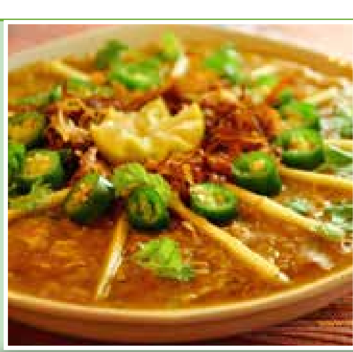
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

আরাকানে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বন্দ্বে

১৬ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রনীতি কী হবে তা ভাবার বিষয়।

ভারতের কালাদান মাল্টিমোডাল প্রকল্প

ভারত যে কালাদান মাল্টিমোডাল প্রকল্পের মাধ্যমে কলকাতা থেকে মিজোরাম পর্যন্ত একটি বিকল্প রুট তৈরি করছে, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পড়ে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রিত পালেটওয়া অঞ্চলের ওপর। ফলে এই সংঘাতে ভারতের কৌশলগত প্রকল্পটি প্রকৃতপক্ষে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। এ প্রকল্প রক্ষায় ভারত বরাবরই মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছে। কিন্তু এখন যদি যুক্তরাষ্ট্র আরাকান আর্মি ও রোহিঙ্গাদের উৎসাহ দেয় এবং ভারত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর পক্ষ নেয়, তাহলে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে মিয়ানমার ইস্যুতে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

ভারত চাইবে তাঁদের বিনিয়োগ যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং কালাদান মাল্টিমোডাল প্রকল্প যাতে কোনোভাবেই ঝুঁকিতে না পড়ে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে কোনো রকমের ট্রানজিট কার্যকর হবে না। সে কারণে কালাদান মাল্টিমোডাল প্রজেক্টের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এ বিষয়ে ভারতের কৌশলগত নীতি এখনো স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশ: আগুনের চারপাশে অথচ নিরপেক্ষ

রাখাইন ও চট্টগ্রাম সীমান্তে আরাকান আর্মির পুনরুত্থান বাংলাদেশের জন্য একাধিক সমস্যা তৈরি করছেড়

১. সীমান্তের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে;

২. রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট আরও বাড়তে পারে;

৩. বর্ডার এলাকায় জঙ্গি সংগঠন বা অস্ত্র পাচারের হুমকি তৈরি হচ্ছে।

বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিযোগিতা এবং ভারত-মিয়ানমার সামরিক সমীকরণে ঢাকা বিশাল চাপের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ চাইছে চট্টগ্রাম বন্দরকে আঞ্চলিক ট্রানজিট কেন্দ্রে রূপান্তর করতে; কিন্তু আরাকানের অস্থিরতা এবং মার্কিন-চীন সংঘর্ষ যদি বন্দরের পাশেই রণাঙ্গনের রূপ নেয়, তবে বাংলাদেশের স্বপ্ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য তিনটি প্রধান করণীয়ড়

১. সীমান্ত গোয়েন্দা ও সামরিক প্রস্তুতি বাড়ানো বিশেষ করে বান্দরবান ও টেকনাফ এলাকায়;

২. আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ফোরামে সক্রিয় হওয়া জাতিসংঘ ও আসিয়ান প্ল্যাটফর্মে রাখাইন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে জোর দেওয়া

৩। যুক্তরাষ্ট্র-চীন-ভারত তিন পক্ষের সঙ্গেই ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। যেন বাংলাদেশ কোনো পক্ষের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে পরে

শেষ কথা

রাখাইন এখন আর শুধুই মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংকট নয় ড় এটি হয়ে উঠছে বিশ্বশক্তির ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কেন্দ্র। যুক্তরাষ্ট্র যদি আরাকান আর্মিকে চীনা পাইপলাইন বাধাগ্রস্ত করতে উৎসাহ দেয়, তাহলে এই ছায়াযুদ্ধ শুধু রাখাইনে সীমাবদ্ধ থাকবে না ড় তার ধাক্কা লাগবে বাংলাদেশের সীমান্ত, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিতে। এ সময়ে বাংলাদেশ যেন শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক কৌশল ও নিরপেক্ষ অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করে। কারণ, সামনের দিনগুলোতে আরাকান আমাদের কেবল প্রতিবেশী নয়,একটি স্ট্র্যাটেজিক ঝুঁকিও বটে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অব.) তুষার কান্তি চাকমা : অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

গোপালগঞ্জে কে হারল কে জিতল?

১৬ পৃষ্ঠার পর

দলটির রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রতিরোধ এখন মুখোমুখি সংঘর্ষে বিস্তার লাভে সমর্থ। গণঅভ্যুত্থানে পরাজয় তারা এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি, যা শুধু আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনই বিলম্বিত করবে না, বরং জাতীয় রাজনীতিকেও অসহিষ্ণু করে রাখবে। গত এক বছরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশল যদি পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে তা মূলত আত্মরক্ষা ও প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ হিসেবেই প্রতীয়মান। লক্ষণীয়, কিছু ব্যতিক্রম বাদে তারা এখনও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বাস্তবতা এবং এর সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাত মেনে নিতে পারেনি। যদি একই রাজনৈতিক ধারা ও কৌশল অব্যাহত থাকে, তাহলে দলটির মূলধারায় ফিরে আসা আরও বিলম্বিত হবে। সব শেষে গোপালগঞ্জের সংঘর্ষ ও রক্তপাত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতীক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কখনও কখনও বাস্তবের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই বাস্তবতায় প্রশ্ন উঠছে 'কে জিতল আর কে হারল?' এই প্রশ্নের উত্তর সংখ্যায় নয়, বরং রাজনৈতিক মূল্যায়ন এবং এর অন্তর্নিহিত বার্তায় নিহিত। যারা আজ জিতেছে বলে উল্লাস করছে, তারা হয়তো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাবে এই 'জয়' পরাজয়ের শুরু মাত্র। একদিক থেকে দেখলে গোপালগঞ্জে সবাই হেরেছে। কারণ ৪টি মূল্যবান প্রাণ গেছে। তারা দেশের সাধারণ মানুষ। জীবন যখন যায় তখন কেউই জয়ী হয় না। ড. সাজ্জাদ সিদ্দিকী: চেয়ারম্যান, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ট্রাম্প-ইরানের সম্ভাব্য চুক্তিতে নতুন

১৪ পৃষ্ঠার পর

অবশ্য তেহরান দাবি করেছে, এই উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসেছে। ইরানি গণমাধ্যম দাবি করেছে, 'এ প্রসঙ্গে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন দাবির প্রয়োজনীয়তা, বৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা নির্ধারণ এবং আরোপিত ১২ দিনের যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পেতে কীভাবে নতুন দফা আলোচনা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।'

কঠিন আলোচনার আগে কূটনীতিতে কিছুটা ঝগড়াঝাঁটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ট্রাম্পের মতো ইরানের বাগাড়ম্বরও এখন বন্ধ। তাই মার্কিন-ইরান আলোচনা ফের শুরু করতে উভয় পক্ষের সম্মতিকে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং একটি নতুন মধ্যপ্রাচ্য গঠনের পথে বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা উচিত।

এম কে ভদ্রকুমার ভারতের সাবেক কূটনীতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক; ইন্ডিয়ান পাঞ্চলাইন থেকে সংক্ষেপিত ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

মারডক ও ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের

৭ পৃষ্ঠার পর

ইচ্ছাকৃতভাবে একটি মিথ্যা, হিংসাত্মক ও মানহানিকর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শিগগিরই ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, নিউজ কর্প এবং জনাব মারডকের বিরুদ্ধে মামলা করবেন।' ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমটিকে সতর্ক করে বলেছিলেন, তাদের এখন সত্য বলা শিখতে হবে এবং এমন উৎসের ওপর ভরসা করা উচিত নয়, যেগুলোর আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বর্ণিত চিঠিটিতে একজন নগ্ন নারীর অবয়ব মার্কার দিয়ে আঁকা এবং টাইপরাইটারে কিছু বাক্য লেখা ছিল। চিঠির শেষে লেখা ছিল, 'শুভ জন্মদিনড়প্রতিটি দিনই যেন আরেকটি সুন্দর গোপন রহস্য হয়ে ওঠে'। ট্রাম্প দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন, তিনি এই চিঠি লেখেননি বা ছবিটি আঁকেননি। জেফরি এপস্টেইন ২০১৯ সালে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বিচার চলাকালে নিউইয়র্কের একটি জেলে আত্মহত্যা করেন। তার বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের পাচার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে সরবরাহ করার অভিযোগ ছিল। ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়েই এই ঘটনা ঘটে। ট্রাম্প অবশ্য এপস্টেইনের সঙ্গে তার পুরনো সম্পর্কের জন্য আগেও সমালোচিত হয়েছেন। অনেকের অভিযোগ ছিল, ট্রাম্প প্রশাসন এপস্টেইনের অপরাধের তথ্য গোপন রাখছে। তবে চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ও কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (এফবিআই) একটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এপস্টেইন কোনো গ্রাহক তালিকা রাখতেন বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেল করতেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তারা আরও নিশ্চিত করেছে যে, এপস্টেইন আত্মহত্যাই করেছেন এবং এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য প্রকাশ করা হবে না। এর মধ্যেই বৃহস্পতিবার কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এপস্টেইনের মামলা দেখভালকারী একজন কেন্দ্রীয় কৌঁসুলিকে হঠাৎ বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমির মেয়ে, যিনি ট্রাম্পের একজন কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত। এই ঘটনা নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

অপরদিকে, এই ঘটনা ট্রাম্প ও মারডকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন একটি অধ্যায়ও হয়ে উঠেছে। মারডকের মালিকানাধীন ফক্স নিউজ ট্রাম্পকে সমর্থন করে এবং তাঁর দলের অনেক সদস্যও ওই চ্যানেল থেকে এসেছেন।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

NOBIGONJ UPOZELA WELFARE SOCIETY USA INC.
নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক

বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা ২০২৫

২৭ শে জুলাই ২০২৫ ইং,
রোজ: রবিবার
Ferry Point Park
10 Hutchinson Riv Pkwy,
Bronx, NY 10465

•র‍্যাফেল ড্র •সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান
•খেলাধুলা •মধ্যাহ্ন ভোজন

সুধী,
আগামী ২৭ শে জুলাই ২০২৫ ইং, রোজ: রবিবার নবীগঞ্জ উপজেলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে:

আহবায়ক	প্রধান সমন্বয়কারী	সদস্য সচিব
আবু তাহের চৌধুরী 929-713-9393	শাহ রাহিম শ্যামল 646-286-7386	মোঃ মিটু আলী 347-479-7499

সার্বিক সহযোগীতায়

উপদেষ্টা: মুবাশ্বির হোসেন চৌধুরী, এডভোকেট আব্দুল কাইয়ুম,চৌধুরী,দেউয়ান বজলু চৌধুরী,দেউয়ান শাহেদ চৌধুরী, বজলু রহমান চৌধুরী, আবু সাঈদ চৌধুরী কুঠি, হাসান আলী, জাকির চৌধুরী সুমন, সাব্বির হোসেন, জয়নাল চৌধুরী, মজলু হোসাইন।

কার্যকারী কমিটি: এম এম আলী লকুস, মোঃ আজমান আলী, মামুন আলী, মোহাম্মদ মিটু আলী, আহমেদ হোসেন, জিল্লুর রহমান, গোলাম হোসেন, মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, শাহানারা পারবিন, আকরাম আলী, দেলুয়ার হোসেন, আক্তার হোসেন নানু, রুকন হাকিম, জাহাঙ্গীর চৌধুরী, মৃণ্ময় চকদার, মোঃ জিয়াউল হক, সাইফুল ইসলাম, লায়েক মিয়া, আবুল হাছনা সাজু, আলী হোসেন।

সহযোগীতায়: কাউসার চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা ময়না মিয়া, মোহিত খান মোঃ মিজানুর রহমান, হাফিজুর রহমান বাচ্চু, মনসুর আলী.রেজাউল ইসলাম।

সভাপতি	কোষাধক্ষ্য	সাধারণ সম্পাদক
শেখ জামাল হোসেন 347-575-3539	গোলাম মোহিত 347-493-7111	ইমারান আলী টিপু 917 769 8047

ট্রাম্পের বাণিজ্যযুদ্ধে চীন জিতে

১৪ পৃষ্ঠার পর

হুয়াওয়ের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর দুর্দান্তভাবে কোম্পানিটির ঘুরে দাঁড়ানো এর একটি বড় উদাহরণ। এখন টিকটকের মালিক প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সও একই ধরনের চাপের মুখে রয়েছে। ট্রাম্প চান এটি মার্কিনদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হোক।

নিশ্চিতভাবেই ট্রাম্পের শুল্ক নীতির কারণে চীনের গায়েও আঘাত লেগেছে। বিশেষ করে কম দামের হালকা শিল্পপণ্য (যেমন পোশাক, জুতা) এসব খাতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে।

তবে এতে কিছু ইতিবাচক দিকও তৈরি হতে পারে। যেমন ছোট ছোট অদক্ষ প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে গিয়ে শিল্পে একধরনের সংহতি ও দক্ষতা বাড়বে। এতে বেকারত্ব বাড়তে পারে। কিন্তু চীনে যেহেতু অনেক কারখানাই অটোমেশনের মাধ্যমে চলে, সেহেতু এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ততটা গুরুতর হবে না।

এর চেয়ে বড় কথা, চীন অতীতে এর চেয়ে বড় ধাক্কা সামলেছে। ১৯৯২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাজারভিত্তিক সংস্কারের কারণে ৭ কোটি ৬০ লাখ শ্রমিক চাকরি হারিয়েছিলেন। সেটিও তারা সামাল দিয়েছে। সুতরাং আজকের কিছু ছাঁটাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা নড়বড়ে দেওয়ার মতো কিছু হবে না।

এদিকে ট্রাম্পের শুল্ক নীতি যেসব দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলেছে, সেগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হুয়াওয়ে ও জেডটিইয়ের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা চীনের প্রযুক্তি খাতে অগ্রগতির ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন নতুন করে ভূরাজনৈতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাগুলো চীনের শাসকদের জন্য জনগণকে ‘বিদেশিদের অপমান’-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। শুল্কে সাময়িক বিরতি চীনা রপ্তানিকারকদের পণ্য পাঠানোর একটু সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু সেটি কোনো স্থায়ী শান্তিচুক্তি নয়। এ শুল্ক ধাক্কা যখন এল, তখন চীন তাদের ১৪তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে ছিল। সে কারণে চীনা নীতিনির্ধারকেরা অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং ছোট ব্যবসাগুলোকে বাঁচাতে সরকারি ব্যয় ও মুদ্রানীতির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু এগুলো চীনের অর্থনীতির গঠনগত সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না। এ ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে আরও বহু বছর লাগবে।

এখন বাইরের দুনিয়া চীনের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এ সময়ে চীনের শীর্ষ নেতা ও বড় ব্যবসায়ীরা (যাঁদের অনেকেই প্রকৌশলে পড়েছেন) দেশের উন্নত প্রযুক্তি খাতে বেশি করে পয়সাকড়ি ঢালছেন।

তাঁরা বিশেষভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নতুন ধরনের আধুনিক কারখানা গড়তে মনোযোগী হয়েছেন।

২০১৮ সালে ট্রাম্প যখন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেন, তখন থেকেই চীন সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নিজেদের প্রযুক্তি নিজে তৈরি করবে। এখনো সেই চেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্র যখন চীনকে চেপে ধরছে, তখন চীনের সামনে এ প্রযুক্তি উন্নয়নের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো সহজ পথ খোলা নেই। - জংইউয়ান জো লিউ কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের চীনবিষয়ক গবেষক, নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এডজাঙ্কট সহকারী অদ্যাপক। স্বত্ব প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, জাপান টাইমস থেকে দৈনিক প্রথম আলোর জন্য অনুবাদ সারফুদ্দিন আহমেদ।

মার্কিন শুল্ক কমানো সম্ভব না হলে

১০ পৃষ্ঠার পর

পরিমাণ ছিল ৯ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। ইন্দোনেশিয়া গত বছর ৮ দশমিক ৭৩ ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি করেছে। এক্ষেত্রে দেশটির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ। তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে চীনের হিস্যার পরিমাণ ২০২৪ সাল শেষে ২৯ দশমিক ৬৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর আগের বছরে যা ছিল ৩১ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ২০২৩ সালে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ হিস্যা থাকলেও গত বছর এটি কমে ৬ দশমিক ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আগের বছরের তুলনায় ২০২৪ সালে ভিয়েতনামের বাজার হিস্যা কিছুটা বেড়ে ৬ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক ও ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মহিউদ্দিন রুবেল বণিক বার্তাকে বলেন, ‘১২৪ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ভিয়েতনাম এরই মধ্যে ২০ শতাংশ শুল্ক হার নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ মাত্র ৬ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে ভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমাদের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে শুল্কের হার কেমন হয় সেটি দেখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শীর্ষ রফতানি গন্তব্য হওয়ায় এ শুল্কের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেবল রফতানি আদেশ হ্রাসের ঝুঁকি নয়, এর প্রভাব কর্মসংস্থান হ্রাস ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। শুল্ক বৃদ্ধির ফলে কেবল বাণিজ্যেই নয়, বরং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে।’

বাংলাদেশের রফতানিতে কম প্রবৃদ্ধির বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ডব্লিউটিওর সঙ্গে আমাদের তথ্যের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আমাদের হিসাবে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে রফতানিতে ৭ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে গত দুই-তিন বছর বৈশ্বিক ও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। ফলে এ সময়ে কিছুটা প্রভাব তো পড়েছেই।’

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক বৈশ্বিকভাবে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষি ও বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্ক ছাড় কিংবা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি। চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। এরই মধ্যে ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্কহার ২০ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ভারতের সঙ্গে আলোচনা চললেও এখনো পর্যন্ত কোনো চুক্তি হয়নি। চীনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব এখন পর্যন্ত কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ফলে দেশটি শুল্কের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। পাকিস্তানের ওপর শুল্কের হার বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেছেন, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশের জন্য এক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া কম্বোডিয়ার পণ্যের ওপর ৩৬ শতাংশ ও ইন্দোনেশিয়ার ওপর ৩২ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, মার্কিন শুল্কের কারণে ভিয়েতনাম বাংলাদেশের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে সেক্ষেত্রে দেশটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তারা বাংলাদেশের বাকি ৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্র তৈরি হবে। ভিয়েতনামের সঙ্গে বাংলাদেশের রফতানির ব্যবধান খুব বেশি না হওয়ায় দেশটি তৈরি পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষির মাধ্যমে শুল্কের পরিমাণ কমানো সম্ভব না হলে সেটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্ক ১০০ শতাংশ আরোপ করা হলেও কিছু যায় আসবে না; যদি চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপ করা শুল্কহার বেশি বা কাছাকাছি থাকে। আমি বাংলাদেশের ওপর কত শুল্ক আরোপ হতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে চিন্তিত না। চিন্তিত প্রতিযোগী দেশগুলোর ক্ষেত্রে শুল্কহার কী বসতে যাচ্ছে সেটা নিয়ে। বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটিড়চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। এর মধ্যে যেকোনো একটি দেশের ওপর বাংলাদেশের চেয়ে কম হারে শুল্ক আরোপ হলে সেটা বড় কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। কিন্তু তিনটি দেশের যদি বাংলাদেশের চেয়ে শুল্কহার কম হয় সেটা বাংলাদেশের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয় হতে পারে।’

ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে কি

১০ পৃষ্ঠার পর

তাদের আবার দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

ট্রাম্পের প্রতিটি বক্তব্যে প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া না দেখানোর কৌশল নিয়েছে কানাডা। সর্বশেষ হুমকির পর প্রধানমন্ত্রী কার্নি শুধু বলেন, কানাডীয় সরকার আমাদের শ্রমজীবী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করছে।

তবে কানাডার জনমনে এই শুল্ককেন্দ্রিক উত্তেজনা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। কেউ কেউ আরও কঠোর জবাবের পক্ষে, আবার কেউ কূটনৈতিক আলোচনার ধারাকে চালিয়ে যেতে চায়।

এইচইসি মন্ট্রিয়াল-এর ব্যবসা প্রশাসনের অধ্যাপক ফিলিপ বোরবো বলেন, ট্রাম্পের এই কৌশলটা মূলত আলোচনার হাতিয়ার। যদিও প্রকাশ্যভাবে আক্রমণাত্মক, তবে এর পেছনে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।

তিনি আরও বলেন, ‘এই আলোচনা কখনোই দুই সমান শক্তিশালী পক্ষের মধ্যে হচ্ছে না। চুক্তিতে পৌঁছাতে হলে কানাডাকেই বেশি ছাড় দিতে হবে।’

গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
GREATER KHULNA SOCIETY OF USA INC.
WE ARE MADE IN KHULNA
বার্ষিক
বনভোজন
ও আনন্দ মেলা
২০২৫
তারিখ
২রা
আগস্ট ২০২৫ শনিবার
সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
Place
GEORGE'S ISLAND PARK
Dutch Street, Montrose, Westchester County, NY-10562
Pavilion : 2
দিনভর এই আয়োজনে থাকবে বাহারী খাবার, খেলাধুলা, গান বাজনা আরও অনেক বিনোদন।
GEORGE'S ISLAND PARK
বাস
জ্যাকসন হাইটস
72 st & Broadway
র‍্যাফেল ড্রতে থাকবে
নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান রিটার্ন টিকিট সহ ২০টির ও বেশী আকর্ষণীয় পুরস্কার
চাঁদার হার
সংগীত পরিবেশনায় থাকবেন
প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী বাপ্পি, মিতা সহ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।
সম্মানিত সুধী,
গ্রেটার খুলনা সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন ও খুলনাবাসীর আনন্দ মেলায় আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।
শেখ হাসান আলী
আহবায়ক
৯১৭-৫৪৪-১৮১৬
শেখ ফারুকুল ইসলাম
প্রধান সমন্বয়কারী
929-462-6324
মোঃ আনারুল হক
সদস্য সচিব
৩৪৭-৬৬৬-৬৬২১
শেখ আল আমিন
শেখ সবুর
ঈদ-ই-আমিন
সামছুদ্দিন নান্টু
সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডাঃ খন্দকার মাসুদুর রহমান
প্রধান উপদেষ্টা ৫১৬-৩০৪-০০০৮
মোঃ শাহ নেওয়াজ
পারভিন সুলতানা রত্না
সৈয়দ এনায়েত আলী
হোসনে বানু
মুরারী মোহন দাস
শেখ নওশাদ আক্তার
সার্বিক সহযোগিতায় : ইসমত জাহান পলি, শেখ কামাল হোসেন, শেখ আনোয়ার হোসেন, মাহবুবুর রহমান, ইসমত জাহান পপি, মো: শাহীনুর হোসেন, বিলকিস ফাতিমা লাভলী, জাবেদ ইকবাল, আরিফ শাহরিয়ার, মোঃ উজ্জ্বল হোসেন, এম এ মুর্শিদ হোসেন।
শুভেচ্ছান্তে-
ওয়াহিদ কাজী এলিন
সভাপতি- ৭১৮-৮৬৪-৭৬৪৭
হাওলাদার শাহিনুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক- ৬৪৬-৯৪৪-৬২০২

বাড়তি শুল্কের খরচ ভাগ করে নিতে বাংলাদেশি

১০ পৃষ্ঠার পর

এখনও পাঠানো হয়নি, সেগুলোর খরচ ভাগাভাগি নিয়ে ক্রেতারা নতুন করে আলোচনা শুরু করায় এই উদ্বেগ আরও বেড়েছে। অনন্ত গার্মেন্টস লিমিটেডের মোট রপ্তানির ২০ শতাংশের বেশি যায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইনামুল হক খান বাবলু বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বুধবার আমাদের মিটিং হয়েছে। তারা পাইপলাইনে থাকা অর্ডারে ট্যারিফের কারণে বাড়তি টাকার একটি অংশ বহন করার জন্য আমাদের বলছে।” তিনি বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের জন্য পাইপলাইনে থাকা মোট ক্রয়াদেশের পরিমাণ ২ বিলিয়ন ডলারের মতো হতে পারে। আরেক শীর্ষস্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান স্নোটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম খালেদ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সক্ষমতার তফাত তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, “মার্কিন ক্রেতারা বলছে: ‘বাংলাদেশে ভিয়েতনামের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি ট্যারিফ, কীভাবে অর্ডার প্লেস করব?’”

উল্লেখ্য, ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেকজন রপ্তানিকারক টিবিএসকে বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক ক্রেতা অর্ডার নেগোশিয়েট না করে দেশটির সরকারের সিদ্ধান্ত জানার জন্য অপেক্ষা করছিল এতদিন। এখন ওই অর্ডার নিয়ে আর নেগোসিয়েশনের সম্ভাবনা দেখছি না।” বাংলাদেশ গার্মেন্টস বায়িং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কাজী ইফতেখার হোসেন বলেন, “বাংলাদেশের পণ্যে ভিয়েতনামের চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি ট্যারিফ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে এর ১০ শতাংশের মতো ভার সরবরাহকারীর ওপর সেখানকার ক্রেতারা দিতে চাইবে, এটা স্বাভাবিক।”

তিনি আরও বলেন, এভাবে যদি বাড়তি ব্যয় ভাগাভাগি করতে হয়, তাহলে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরাই লোকসানে পড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে পারবে না।

কাজী ইফতেখার বলেন, চলতি মাসের ১০ তারিখের পর চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য শিপমেন্ট করা হলে ওই পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে পৌঁছাতে আগস্ট পার হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন আরোপ করা ৩৫ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। ২০২৪ সালে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৮.৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এ কারণেই রপ্তানিকারকদের উদ্বেগ বেশি।

রপ্তানিকারকরা আশঙ্কা করছেন, দ্রুত আলোচনা করে নতুন শুল্কহার কমিয়ে আনা না গেলে দেশটিতে রপ্তানি কমতে থাকবে। ফলে এসব রপ্তানিকারক ইউরোপসহ অন্যান্য দেশের রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করতে গেলে সেখানেও দর কমে যেতে পারে, যা সার্বিকভাবে পোশাক খাতে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় রপ্তানিকারকরা

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক ঘোষণার পর সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মঙ্গলবার পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পক্ষ থেকে সময় চাওয়া হয়।

তবে বুধবার সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করার শিডিউল মেলেনি।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু টিবিএসকে বলেন, “আমরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও শিডিউল পাইনি।” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেগোসিয়েশনের জন্য যাতে লবিস্ট নিয়োগ দেওয়া হয়, সে প্রস্তাব আমরা সরকারকে দেব। এছাড়া আমাদের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরে সমাধানের উপায় নিয়েও আলোচনা করতে চাই।” বিষয় সামলাতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে বেশ কয়েকজন রপ্তানিকারক স্বচ্ছতার অভাব এবং তাদের উপেক্ষা করার অভিযোগ তুলে হতাশা প্রকাশ করেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিজিএমইএর একজন নেতা টিবিএসকে বলেন, “গত প্রায় তিন মাস ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কী আলোচনা হচ্ছে, তা ব্যবসায়ীরা জানেন না। এসব আলোচনায় ব্যবসায়ীদের মতামত নেওয়া হয়নি এবং তাদের এনগেজমেন্টও নেই।” আরেকজন নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, “বিষয়টি খুবই সিরিয়াস আমাদের জন্য। কিন্তু সরকারের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে, বিষয়টিকে সরকার হালকাভাবে নিচ্ছে।” সংবাদসূত্র টি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি

১০ পৃষ্ঠার পর

বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো বলে স্বীকার করেছেন জোহানেস জুট। তিনি আরও বলেন, ১০ থেকে ১২ বছর আগে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা জুট ইতিবাচকভাবে উল্লেখ করেছেন। বৈঠকে আইএফসি'র কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়ও আলোচনা হয়। এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশ্বব্যাংকের কাছে চাওয়া সব সহায়তা পেয়েছে। তিনি বলেন, আগামী অক্টোবর মাসে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ গ্রুপের বার্ষিক সভায় প্রত্যাশিত সহায়তার পরবর্তী ধাপ উত্থাপন করা হবে । অপর এক প্রশ্নের জবাবে ড. সালেহউদ্দিন বলেন, আর্থিক খাতে, বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) নেওয়া সংস্কার উদ্যোগে বিশ্বব্যাংক সন্তুষ্ট। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন শুরু হয়েছে এবং এনবিআরকে দুটি পৃথক সংস্থায় বিভাজনের সিদ্ধান্তের পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চায় বিশ্বব্যাংক, যদিও এতে কিছুটা সময় লাগবে।

সালেহউদ্দিন বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর, লালদিয়ায় কনটেইনার টার্মিনাল সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাংক অবকাঠামো খাতে সহায়তা দিতে সম্মত হয়েছে। মার্কিন শুল্ক ইস্যু নিয়ে জানতে চাইলে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, বাণিজ্য উপদেষ্টা ও আলোচনা প্রতিনিধি দলের প্রধান দেশে ফেরার পর এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বিশ্বব্যাংক এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৬ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়েছে, যার বেশিরভাগই অনুদান বা স্বল্প সুদে ঋণ। সূত্র: বাসস

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচকে পেছাল

১০ পৃষ্ঠার পর

৫৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত ফিনডেক্স রিপোর্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির চিত্র তুলে ধরে। রিপোর্টে প্রাপ্তবয়স্করা কীভাবে অর্থ সঞ্চয় করে, ঋণ নেয়, অর্থ প্রদান করে এবং আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলা করে তার ওপর পর্যালোচনা করা হয়। বিশ্বব্যাংক বৃহস্পতিবার ফিনডেক্স রিপোর্ট-২০২৫ প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে ১৪১টি দেশের তথ্য রয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বৈশ্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। বিশ্বে আর্থিক সেবায় হিসাব থাকার হার ৭৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৯ শতাংশ হয়েছে। তবে বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শুধু পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশে অ্যাকাউন্ট থাকার হার বেশি। ভারতের হার ৮৯ শতাংশ, যা এ অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশে শুধু ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্ট থাকার হার ২৪ শতাংশ থেকে কমে ২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক ও এমএফএস হিসাব একই সঙ্গে রয়েছে ১০ শতাংশের। মোবাইলে আর্থিক লেনদেনের অ্যাকাউন্ট থাকার হার ২৯ শতাংশ থেকে কমে ২০ শতাংশ হয়েছে। তবে বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অ্যাকাউন্ট থাকার পার্থক্য কিছুটা বেড়েছে। ২০২৪ সালে 'জেন্ডার গ্যাপ' দাঁড়িয়েছে ২১ শতাংশ। ২০২১ সালে যা ছিল ১৯ শতাংশীয় পয়েন্ট। ২০২৪ সালে নারীদের মধ্যে অ্যাকাউন্ট খোলার হার ৩৩ শতাংশ এবং পুরুষের ৫৪ শতাংশ। ২০২১ সালে যা ছিল যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ এবং ৬৩ শতাংশ। ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীদের হার ২৭ শতাংশ। অন্যদিকে পুরুষের হার ৪৫ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে আর্থিক সেবায় হিসাবের হার কমে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে, ধারণা করা হচ্ছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে অ্যাকাউন্ট কমে যাওয়া এর কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ডিসেম্বরে এমএফএসে নিবন্ধিত অ্যাকাউন্ট দেখানো হয় ১৬ কোটি ৯৭ লাখ। তবে বর্তমানে এই হিসাব সংখ্যা নেমেছে ১৪ কোটি ৫০ লাখে।

শিক্ষা বিভাগ বন্ধে ট্রাম্প প্রশাসনকে

৬ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশও দিয়েছিলেন। তবে ৯ সদস্যবিশিষ্ট আদালতের তিনজন উদারপন্থি বিচারপতি এই আদেশের বিরোধিতা করেছেন। এর আগে হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় মেয়াদে ফেরার পর ট্রাম্প আবার ঘোষণা দেন, "আমরা শিক্ষা ফিরিয়ে দিচ্ছি অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে, যেখানে সেটি থাকা উচিত।" তিনি মার্চ মাসে প্রায় অর্ধেক কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নেন এবং একই সময় তিনি একটি নির্বাহী আদেশে শিক্ষা বিভাগকে আইনি সীমার মধ্যে যতটা সম্ভব বন্ধ করার নির্দেশ দেন। শিক্ষা বিভাগটি ১৯৭৯ সালে মার্কিন কংগ্রেসের আইন অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল।

ট্রাম্পের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে ২০টি অঙ্গরাজ্য ও শিক্ষক ইউনিয়নগুলো একযোগে আদালতে যান। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া একটি সংবিধানিক সংস্থা বন্ধ করা সংবিধানের ক্ষমতার ভারসাম্য নীতির লঙ্ঘন। পরে জজ মিয়ং গত জুন মে মাসে নির্দেশ দেন যে, ছাঁটাই করা শত শত কর্মীকে পুনরায় কাজে ফেরাতে হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সে আদেশ বাতিল করে দেয় এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে পুনরায় সেই ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু করার ছাড়পত্র দেয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় মাত্র ১৩ শতাংশ তহবিল আসে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, বাকি অর্থ আসে অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে। তবে এই কেন্দ্রীয় তহবিল অনেক দরিদ্র অঞ্চল, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও ছাত্র অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে এসে প্রশাসনকে সরকারি খরচ কমানোর নির্দেশ দেন। তার নেতৃত্বাধীন "ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি" বা ডিওজিই ব্যাপকভাবে কর্মী ছাঁটাই ও সরকারি সংস্থা ছোট করার পরিকল্পনা হাতে নেয়।

দ্রুতই ভেঙে যাবে ব্রিকস বললেন

৭ পৃষ্ঠার পর

বলেছেন, এই দেশগুলো যদি কোনো অর্থবহ জোট হিসেবে গঠিত হয়ে থাকে, তাহলে তা খুব দ্রুতই ভেঙে যাবে। অর্থাৎ, দেশগুলোর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তৈরি হয়ে জোটটি ভেঙে যাবে।

ট্রাম্প বলেছেনড়'আমি যখন এই ব্রিকস নামের ছয় দেশের জোটের কথা শুনেছি, তখনই আমি তাদের খুব, খুব শক্তভাবে আঘাত করেছি। আর যদি তারা সত্যিকার অর্থেই অর্থপূর্ণ কোনো জোট গঠন করে, তাহলে সেটা খুব দ্রুত ভেঙে যাবে।'

এ সময় তিনি কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করে বলেন, 'আমরা কখনো কাউকে আমাদের সঙ্গে খেলা করতে দেব না।'

ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি মার্কিন ডলারের বৈশ্বিক রিজার্ভ মুদ্রার মর্যাদা ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং কখনোই যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা চালুর অনুমতি দেবেন না।

গত ৬ জুলাই ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ব্রিকস জোটের কথিত 'আমেরিকা বিরোধী নীতির' সঙ্গে যারা একমত, এমন দেশগুলোর আমদানির ওপর নতুন এই ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে।

জি-৭ ও জি-২০ এর মতো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোটগুলো যখন অভ্যন্তরীণ বিভাজন আর ট্রাম্পের 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির কারণে কার্যকারিতা হারাচ্ছে, তখন ব্রিকস নিজেকে বহুপক্ষীয় কূটনীতির একটি বিকল্প মঞ্চ হিসেবে তুলে ধরছে।

শুল্কের হুমকির পর ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন ব্রিকস গঠিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ডলারের বৈশ্বিক ভূমিকার ক্ষতি করার জন্য। তবে যদিও তার পক্ষে কোনো প্রমাণ দেখাননি তিনি। তবে ব্রিকস নেতারা এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন, এই জোট কোনোভাবেই আমেরিকাবিরোধী নয়।

চলতি বছরের শুরুতে ব্রাজিল জানিয়েছে, তারা এ বছর ব্রিকসের একটি অভিন্ন মুদ্রার প্রস্তাব আর সামনে আনবে না। তবে জোটটি বর্তমানে 'ব্রিকস পে' নামে একটি আন্তসীমান্ত লেনদেনব্যবস্থা চালুর কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, যার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলো নিজেদের স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন করতে পারবে।

গত বছর ব্রিকস জোট ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার মতো নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ব্রিকস সম্মেলনে নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বাণিজ্য নীতির প্রতি পরোক্ষ সমালোচনা করেছেন। ট্রাম্প শুধু ব্রিকস নয়, ব্রাজিলকে লক্ষ্য করেও সরাসরি পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী আগস্ট থেকে ব্রাজিলের আমদানিপণ্যে ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক বসানো হবে। একই সঙ্গে তিনি ব্রাজিলের 'অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন' তদন্তেও নির্দেশ দিয়েছেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Northeastern University
Northwestern University
MIT
M
R
RIT
LUX ET VERITAS
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
Penn University of Pennsylvania
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
UNIVERSITAS BOSTONIENSIS CONDITA MDCCCLXIX

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

যুক্তরাষ্ট্রে এক আগ্নেয়গিরিতে ৩০

৭ পৃষ্ঠার পর

লাহারের উপর গড়ে উঠেছে, যা রেইনিয়ারের পুরোনো অগ্ন্যুৎপাত থেকেই তৈরি।'

লাভার ভয়: আগ্নেয়গিরির নীরব ঘাতক

রেইনিয়ারের অগ্ন্যুৎপাত হলে ভয় থাকবে মূলত লাভা প্রবাহের। লাভা মূলত বিস্ফোরণের ফলে গলে যাওয়া বরফ ও পানির সঙ্গে আগ্নেয় পাথর ও মাটি, যা মুহূর্তেই গ্রাম-শহর ধ্বংস করে দিতে পারে।

লাভা শুধু অগ্ন্যুৎপাতেই নয়, ভারি বৃষ্টিপাত বা আগের অগ্ন্যুৎপাতের কারণে পাহাড় দুর্বল হয়ে গেলেও সৃষ্টি হতে পারে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী লাভা বিস্ফোরণ ছিল ১৯৮৫ সালের আর্মেরো ট্র্যাজেডি। সে বছর কলম্বিয়ার আর্মেরো শহরে নেভাডো ডেল রুইজ আগ্নেয়গিরিতে লাভার বিস্ফোরণ ঘটে, যেখানে প্রাণ হারিয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। ওয়াশিংটনের কাছেই ১৯৮০ সালে মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স-এর অগ্ন্যুৎপাতও একটি ভয়াবহ লাভার বিস্ফোরণ হয়েছিল। এতে ২০০টির বেশি ঘরবাড়ি ধ্বংস, ১৮৫ মাইল সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৫৭ জন মারা যান।

'পুতিনের ওপর আমি হতাশ, কিন্তু

৭ পৃষ্ঠার পর

সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। সময়ের মধ্যে সমাধান না হলে রাশিয়ার ওপর কঠোর শুল্ক আরোপ করা হবে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।

প্রায় ২০ মিনিটের এই ফোনালাপটি হয় ট্রাম্পের ওপর পেনসিলভানিয়ার বাটলারে এক প্রচারসভায় প্রাণঘাতী হামলার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে বিবিসির সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতায়।

হামলার পর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে কিনাড়জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেনওআমি এটা নিয়ে যতটা সম্ভব কম ভাবতে চেষ্টা করি। ভাবতে বসলে এটা জীবন বদলে দিতে পারে্ব

নেটো প্রধান মার্ক রুটের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে সাক্ষাতের পর ট্রাম্প দীর্ঘ সময় জুড়ে পুতিনের প্রতি নিজের হতাশার কথা বলেন। ট্রাম্প জানান, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার সঙ্গে চারবার সমঝোতার খুব কাছাকাছি গিয়েছিলেন তিনি। পুতিনকে নিয়ে তিনি বলেনওআমি হতাশ, তবে সম্পর্ক শেষ করে দিইনি। কিন্তু হতাশ্ব

পুতিনকে কীভাবে যুদ্ধ থামাতে রাজি করাবেনড়জানতে চাইলে ট্রাম্প বিবিসিকে বলেনওআমরা চেষ্টা করছি, গ্যারি্ব

তিনি বলেনওওর সঙ্গে আমার দারুণ কথাবার্তা হয়। আমি ভাবি, আমরা সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এরপর সে কিয়েভে একটা ভবন ধ্বংস করে দেয়্ব

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে সম্প্রতি রাশিয়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বাড়িয়েছে, যাতে বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছেছে।

রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন দাবি করেছেন, তিনিও শান্তি চান। তবে এর আগে ওযুদ্ধের মূল কারণগুলো্ব সমাধান হওয়া দরকার বলে মনে করেন তিনি। তার ভাষায়, ইউক্রেন, নেটো এবং পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে রাশিয়ার নিরাপত্তায় হুমকিই এই যুদ্ধের উৎস।

নেটো নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। একসময় জোটটিকে ওঅপ্রয়োজনীয়্ব বললেও এখন তিনি বলছেন,ওনেটো এখন ঠিক উল্টো অবস্থানে গেছে, কারণ সবাই নিজের নিজের বিল দিচ্ছে্ব

তিনি আরও বলেনওনেটোর নেতারা প্রতিরক্ষা খরচ বাড়িয়ে অর্থনীতির ৫ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করতে রাজি হয়েছেন, এটা অভাবনীয়্ব

ট্রাম্প জানান, এখনও তিনি নেটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা নীতির পক্ষে, কারণ এটি ছোট দেশগুলোকেও বড়দের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।

বিশ্বনেতারা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান করেন বলে দাবি করে ট্রাম্প বলেন, ওজার্মানি, ফ্রান্স, স্পেনসহ অনেক দেশের নেতারা আমাকে সম্মান করেন। তারা মনে করেন, দুইবার প্রেসিডেন্ট হওয়াটা একটা বড় প্রতিভারই প্রমাণ্ব আর নেতারা কি তাকে মাঝে মাঝে অতিরিক্ত প্রশংসা করেন? উত্তরে ট্রাম্প বলেনওতারা সম্ভবত শুধু ভদ্রতা দেখাতে চায়্ব

ট্রাম্পের কঠোর শুল্ক আরোপের

৭ পৃষ্ঠার পর

হানতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এর প্রতিক্রিয়ায় মস্কোতে শেয়ারের দর গড়ে ২ দশমিক ৭ শতাংশ বেড়েছে। পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, এর প্রধান কারণ হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছ থেকে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা করছিল রাশিয়া। সে তুলনায় এটি তাদের কাছে তুলনামূলক স্বস্তিদায়কই মনে হয়েছে।

ট্রাম্পের ঘোষণার আগে সোমবারের রাশিয়ান ট্যাবলয়েড 'মস্কোভস্কি কমসোমোলস' সতর্ক করে বলেছিল, রাশিয়া ও আমেরিকা ইউক্রেন নিয়ে নতুন করে সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে। পত্রিকাটি আরও লিখেছিল, 'ট্রাম্পের সোমবারের চমক আমাদের দেশের জন্য সুখকর হবে না।'

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকি নিঃসন্দেহে রাশিয়ার জন্য 'সুখকর' নয়, তবে রাশিয়া স্বস্তিতে আছে। এর একটি বড় কারণ হলো, রাশিয়ার বাণিজ্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের শুল্কগুলো এখন থেকে ৫০ দিন পর কার্যকর হবে। এটি মস্কোকে পাল্টা প্রস্তাব তৈরি করতে এবং নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়া আরও বিলম্বিত করার জন্য যথেষ্ট সময় দেবে।

তবুও ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণা রাশিয়ার প্রতি আরও কঠোর দৃষ্টিভঙ্গিই নির্দেশ করে। এ ছাড়া এটি ভ্লাদিমির পুতিনের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরে অনীহার প্রতি তার হতাশাকেও প্রতিফলিত করে।

এর আগে জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করাকে তার পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন।কয়েক মাস ধরে, মস্কো 'হ্যাঁ, কিন্তু...' এমন প্রতিক্রিয়া দিয়েই কাটিয়েছে।

এ ক্ষেত্রে গেল মার্চে রাশিয়ারও ইতিবাচক সাড়া ছিল, যখন তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটি ব্যাপক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল।তবে তখন তারা কিয়েভের সঙ্গে পশ্চিমা সামরিক সহায়তা ও গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি বন্ধ করা এবং সেই সঙ্গে ইউক্রেনে সামরিক সমাবেশও বন্ধ করার কথা বলেছিল।

মস্কো জোর দিয়ে বলেছে, তারা শান্তি চায়। কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণগুলো প্রথমে সমাধান করতে হবে। ক্রেমলিন এগুলোকে ইউক্রেন এবং পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একেবারে ভিন্নভাবে দেখে। এই যুদ্ধ কিয়েভ, ন্যাটো, 'সমষ্টিগত পশ্চিমা' থেকে রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য বহিরাগত হুমকির ফলাফল।

যদিও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন, ন্যাটো বা পশ্চিমারা রাশিয়া আক্রমণ করেনি। মস্কোই ইউক্রেনে পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ শুরু করেছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে সবচেয়ে বড় স্থলযুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল। বেশ কিছুদিন ধরে, 'হ্যাঁ, কিন্তু...' পদ্ধতির ফলে মস্কো যুদ্ধের বিচার অব্যাহত রেখে অতিরিক্ত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

বিবিসি বলছে, রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করতে এবং ইউক্রেনের বিষয়ে শান্তি চুক্তির জন্য আলোচনা করতে আগ্রহী ট্রাম্প প্রশাসন। তারা রাশিয়ান কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনে এটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। ক্রেমলিনের সমালোচকরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে 'হ্যাঁ, কিন্তু'... কৌশলের মাধ্যমে রাশিয়া সময় নষ্ট করছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আশা করেছিলেন, তিনি ভ্লাদিমির পুতিনকে একটি চুক্তিতে রাজি করানোর উপায় খুঁজে পাবেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কোনো তাড়াহুড়ো করেননি।

ক্রেমলিন বিশ্বাস করে যে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। তারা জোর দিয়ে বলছে, তারা শান্তি চায়, তবে তা নিজেদের শর্তে।যে শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে- ইউক্রেনে পশ্চিমা অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণা থেকে স্পষ্ট যে, এটি ঘটবে না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর 'খুশি নন'। আপাতদৃষ্টিতে রাশিয়াও আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রতি মোহ হারাচ্ছে। গতকাল সোমবার মস্কোভস্কি কমসোমোলস লিখেছে, '(ট্রাম্পের) স্পষ্টতই নিজেকে বড় ভাবার বিভ্রম আছে এবং তিনি দাম্ভিক।' সোমবার দেওয়া বক্তব্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ন্যাটো দেশগুলোর মাধ্যমে ইউক্রেনে 'সর্বোচ্চ মূল্যের অস্ত্র' পাঠাবে আমেরিকা। একই সঙ্গে ৫০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি না হলে রাশিয়ার ওপর কঠোর শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়েছেন তিনি।

ওয়াশিংটনে ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটের সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে ইউক্রেন যা করতে চায় তা করতে পারে।' - বিবিসি

ট্রাম্পের হাতে কালশিটে, এক

৬ পৃষ্ঠার পর

চেষ্টা হিসেবেই হোয়াইট হাউস থেকে এ তথ্য জানানো হলো।

লেভিটের ব্রিফিংয়ের পর হোয়াইট হাউস ট্রাম্পের চিকিৎসক, ইউএস নেভি অফিসার শন বারবারবেলার একটি চিঠি প্রকাশ করে। চিঠিতে বলা হয়, ট্রাম্প এই সমস্যাগুলো নিয়ে একাধিক পরীক্ষা করিয়েছেন।

বারবারবেলা জানান, প্রেসিডেন্টের পায়ে আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষায় 'ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিশিয়েন্সি' ধরা পড়েছে, এটি একটি সাধারণ এবং নিরীহ অবস্থা। বিশেষ করে ৭০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে, ট্রাম্পের ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস বা ধমনি রোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় হার্ট ফেইলিউর, কিডনি সমস্যা বা কোনো সিস্টেমিক অসুস্থতার লক্ষণও পাওয়া যায়নি বলে বারবারবেলা উল্লেখ করেন। লেভিট সাংবাদিকদের জানান, এই অবস্থার কারণে ট্রাম্প কোনো অস্বস্তি বোধ করছেন না।

বারবারবেলা আরও বলেন, ট্রাম্পের ডান হাতের পেছনে কালশিটে পড়েছে। ঘন ঘন হ্যান্ডশেক এবং অ্যাসপিরিন ব্যবহারের কারণে নরম টিস্যুতে সামান্য সমস্যা হয়েছে বলে জানান বারবারবেলা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাস্থ্য চমৎকার!'

কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাসকুলার সার্জারির প্রধান চিকিৎসক কুয়ামে আমানকুয়াহ জানান, ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিশিয়েন্সি সাধারণত পায়ের নিচের অংশে হয়। এই সমস্যা হলে শিরাগুলো পা থেকে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফেরত পাঠাতে সমস্যা করে। এর চিকিৎসায় সাধারণত কম্প্রেশন স্টকিংস এবং পা উঁচু করে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এনওয়াইইউ ল্যাংগোন হেলথের আউটপেশেন্ট ভাসকুলার ইন্টারভেনশনসের পরিচালক টড বারল্যান্ড বলেন, ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিশিয়েন্সি মানুষের আয়ুর ওপর সামগ্রিক কোনো প্রভাব ফেলে না। এটি জীবনমানের সমস্যা, আয়ুর পরিমাণের সমস্যা নয়।

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল ওয়াশিংটনের শহরতলিতে ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে ট্রাম্পের ব্যাপক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সেই পরীক্ষায় বলা হয়েছিল, ট্রাম্পের হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক, তাঁর বড় কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা নেই। ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্পের এই সমস্যার নির্দিষ্ট চিকিৎসা কী হবে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি। - রয়টার্স

কোকে আখের চিনি ব্যবহারের

৬ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'দেখবেন, এটা আসলেই ভালো!'

তবে কোকা-কোলা ট্রাম্পের ঘোষণার সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার করেনি। প্রতিষ্ঠানটি শুধু জানিয়েছে, তারা প্রেসিডেন্টের কোকা-কোলা ব্র্যান্ড নিয়ে আগ্রহকে সম্মান জানায়। জর্জিয়ার আটলান্টাভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠান এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেছে, 'আমাদের কোকা-কোলা পণ্যের পরিসরে নতুন ও উদ্ভাবনী কিছু নিয়ে শিগগিরই বিস্তারিত জানানো হবে।'

ডায়েট কোক ট্রাম্পের ব্যাপক পছন্দ হলেও, তিনি কেন মূল পানীয়টির উপাদান পরিবর্তনের ওপর জোর দিচ্ছেন তা স্পষ্ট করেননি। তবে তাঁর স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ব্যবস্থায় উচ্চ ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপের আধিপত্যের কঠোর সমালোচক।

কেনেডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, রান্নাঘরে সচরাচর দেখা না যাওয়া উপাদান দিয়ে তৈরি আল্ট্রাপ্রসেসড বা অতিপ্রক্রিয়াজাত খাবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবেন। তিনি এই সিরাপকে 'মুটিয়ে যাওয়ার আর ডায়াবেটিসের এক সহজ সূত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

উচ্চ ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ সাধারণত ভুট্টার স্টার্চ থেকে তৈরি করা হয়। অনেক মার্কিন কোম্পানি এটি ব্যবহার করে থাকে, কারণ এটি আখের চিনির তুলনায় সস্তা। এর একটি কারণ হলো সরকারিভাবে ভুট্টার ওপর ভর্তুকি এবং চিনি আমদানিতে শুল্ক।

১৯৮০ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত কোকা-কোলায় উচ্চ ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ ব্যবহার শুরু হয়। তবে বিদেশে তৈরি অনেক কোকা-কোলাতেই এখনো আখের চিনি ব্যবহৃত হয়। যেমন মেক্সিকোর কোকা-কোলা। স্বাদের কারণে মেক্সিকান সংস্করণটির প্রতি ভক্তদের আগ্রহ অনেক বেশি। যদিও মার্কিনিদের অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জনগণের অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতার অন্যতম কারণ, তবে উচ্চ ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ আখের চিনির চেয়ে কম স্বাস্থ্যকরড়এমন কোনো বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য এখনো নেই। ২০১৮ সালের এক তথ্যে মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) জানায়, উচ্চ ফ্রুকটোজ কর্ন সিরাপ এবং অন্যান্য মিষ্টিকারকড়যেমন চিনি ও মধু যুক্ত খাবারের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের কাছে পার্থক্যের কোনো প্রমাণ নেই।

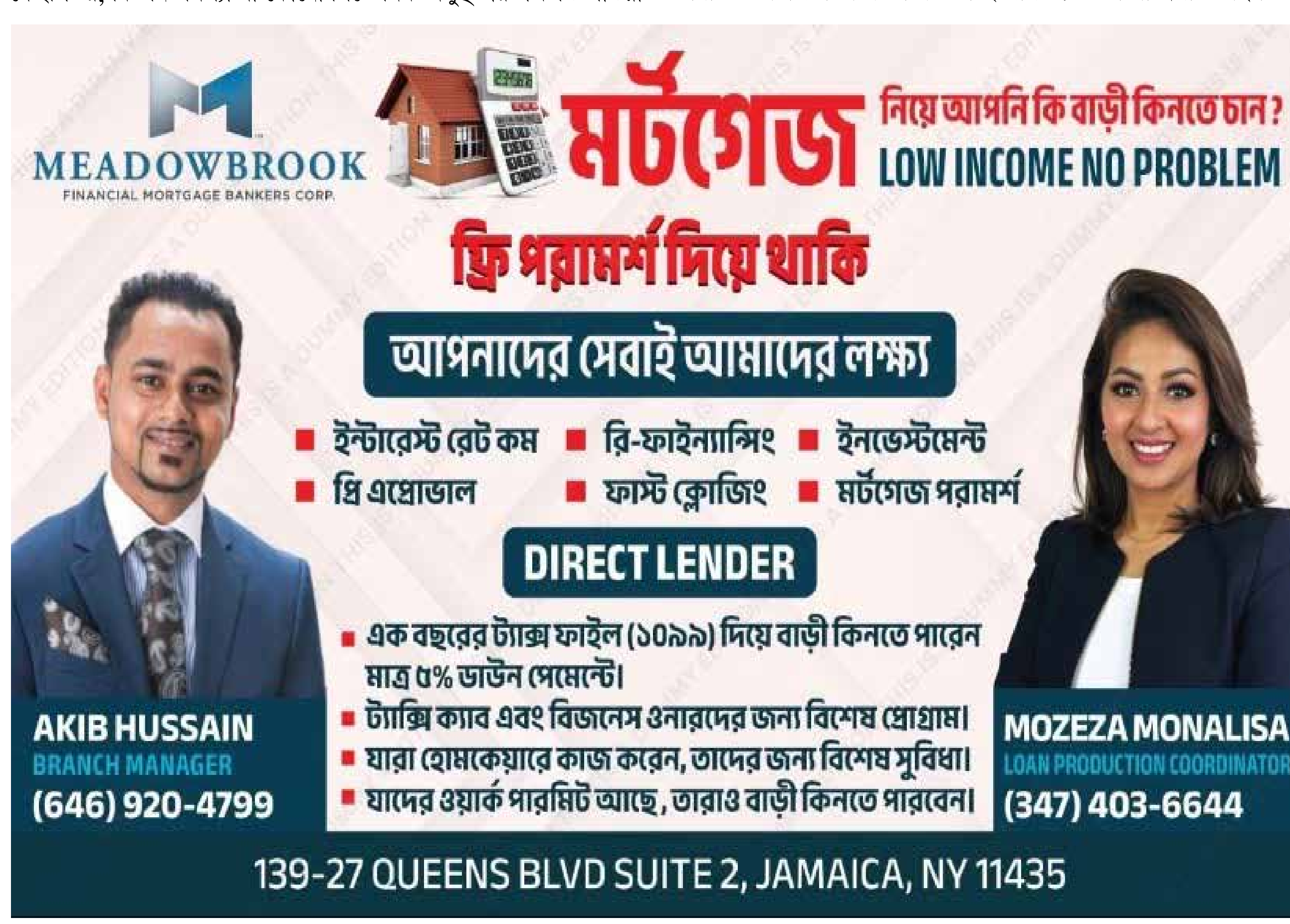

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

মার্কিন কূটনীতিকদের বিদেশি নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য না

৬ পৃষ্ঠার পর

মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোকে তার পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে দাবি করে এসেছে। তবে মিত্রদের ক্ষেত্রে তারা এসবের বিচ্যুতি দেখেও না দেখার ভান করে বলে সমালোচনাও আছে। তবে ট্রাম্পের শাসনামলে এসে যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি থেকে ক্রমশ সরে আসছে। এ নীতিকে ট্রাম্প প্রশাসন অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখছে। এ কারণে তারা স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানবাধিকার ব্যুরোকেও নতুন চেহারা দিয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বারবার ইউরোপের রাজনীতিতে ডানপন্থি নেতাদের দমনের নিন্দা জানিয়েছেন। রোমানিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের মতো দেশে অভিবাসন নিয়ে সমালোচনার মতো মতামতকেগুজব প্রতিরোধ-এর নামে দমন করার অভিযোগ এনেছে তারা ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়াকে ৫০ দিনের সময় বেঁধে

৭ পৃষ্ঠার পর

'আমরা অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করতে যাচ্ছি এবং সেগুলো ন্যাটোকে পাঠানো হবে। অস্ত্রগুলোতে প্যাট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা ইউক্রেন জরুরিভাবে চেয়েছে।'

রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া যেকোনো দেশকেই ১০০ শতাংশ ট্যারিফ গুণতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'ভারত, চীন বা যেসব দেশ এখনো রুশ জ্বালানি কিনছে, তারাও এই শাস্তির আওতায় পড়বে। লক্ষ্য একটাই, রাশিয়ার যুদ্ধ তহবিলে আঘাত হানা।'

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করবেন। শুরুতে তিনি প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করেন। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে রুশ বাহিনীর হামলা আরও বাড়ায় ট্রাম্পের ক্ষোভও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

সোমবার পুতিন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি বলতে চাই না তিনি একজন খুনি, কিন্তু তিনি একজন কঠোর লোক।'গত সপ্তাহে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১৪ জুলাই সোমবার তিনি রাশিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেবেন। সে অনুযায়ী নতুন ঘোষণায় যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়াকে ৫০ দিনের সময় বেঁধে দিলেন ট্রাম্প।

২০১৬ নির্বাচন 'ষড়যন্ত্রে' ওবামার বিচার চান তুলসি

৫ পৃষ্ঠার পর

স্পষ্ট করে দেখায় যে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা।" তুলসির মতে, এই ষড়যন্ত্রে যাঁরা জড়িত, তাদের প্রত্যেককে তদন্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। "এভাবে বিচার না হলে ভবিষ্যতে এমন ষড়যন্ত্র আবার ঘটবে"- বলেছেন তিনি। গ্যাবার্ড জানান, তিনি ইতিমধ্যে তার দাবির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে বিভিন্ন নথি জমা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ওবামা প্রশাসনের সাইবার হুমকি সংক্রান্ত একটি আংশিক গোপন গোয়েন্দা মূল্যায়ন এবং তৎকালীন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক জেমস ক্ল্যাপারের কার্যালয়ের কিছু গোপন মেমো। এই অভিযোগে নাম রয়েছে বেশ কয়েকজন সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তার- তৎকালীন সিআইএ পরিচালক জন ব্রেনান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুসান রাইস, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি, এফবিআই উপপরিচালক অ্যান্ড্রু ম্যাকাবে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এই অভিযোগের মাধ্যমে রাশিয়া হস্তক্ষেপ ইস্যুতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও রবার্ট মুলারের নেতৃত্বাধীন তদন্তে বলা হয়েছিল, রাশিয়া ২০১৬ সালের নির্বাচনে 'বিস্তৃত ও পদ্ধতিগতভাবে' হস্তক্ষেপ করেছিল, তবে ট্রাম্পের প্রচারণা শিবিরের সঙ্গে তাদের যোগসাজশের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ট্রাম্প প্রশাসনের সময় তুলসি গ্যাবার্ডের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। তার গোয়েন্দা অভিজ্ঞতা না থাকা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবের কারণে এই নিয়োগ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

ডলারের দাম কেন কমতে দিতে চায় না বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

শতাংশে নামলেও সাধারণ মানুষের ওপর চাপ কমেনি। অর্থনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকেরা যখন ডলারের উচ্চমূল্যকে দেশের দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী করছেন, ঠিক তখনই টাকার মান কিছুটা বাড়তেই বাজারে হস্তক্ষেপ করল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত পাঁচ দিনে ডলারের বিপরীতে টাকার মান বেড়ে প্রতি ডলার ১২০ টাকায় নেমে আসে। কিন্তু এরপরই বাজার থেকে মাত্র দুই দিনে ৪৮৪ মিলিয়ন ডলার কিনে নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে বুধবার ডলারের আন্তব্যাংক বিক্রয়মূল্য আবার বেড়ে ১২১ টাকা ২০ পয়সায় উঠেছে। মূল প্রশ্ন হলোড়যখন ডলারের দাম কমে মূল্যস্ফীতি কমার সুযোগ তৈরি হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন তা হতে দিচ্ছে না? এর একটি কারণ হলো, দেশের মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা এখনো পুরোপুরি বাজারভিত্তিক নয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণের শর্ত হিসেবে গত মে মাসে ডলারের দাম অনেকটাই বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ডলারের দর ধরে রাখার চেষ্টা করে। এই সীমার বাইরে গেলেই তারা বাজারে হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হুসাইন খান এই পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'আমরা বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখতে চাই, কারণ ডলারের দরের বড় উত্থান বা পতন কোনোটিই ভালো নয়। ডলারের দর খুব বেশি কমে গেলে রপ্তানিকারকরা ক্ষতির মুখে পড়েন এবং প্রবাসীরা আয় পাঠানোতে নিরুৎসাহিত হন।' তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই হস্তক্ষেপের সমালোচনা করেছেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। তিনি মনে করেন, ডলারের দর আরও কমতে দিলে মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে তা সহায়ক হতো।

তিনি বলেন, 'গত তিন বছরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কেন বেড়েছে, তা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণে একটি বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেনড়ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। তাই এখন যখন ডলারের দর কমছে, তখন সেই সুযোগটি কাজে লাগানো উচিত।' জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ডলারের বিনিময় হার ১২০ টাকা থেকে কমিয়ে ১১০ টাকার কাছাকাছি নিয়ে আসা গেলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ত। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'তাহলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এই সুযোগটি কেন হাতছাড়া করা হচ্ছে?'

চীনা প্রভাব ঠেকাতে বাংলাদেশকে যে কঠোর শর্ত দিল যুক্তরাষ্ট্র!

৫ পৃষ্ঠার পর

জানান তিনি।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রধান বাণিজ্য আলোচনাকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনার পর ঢাকায় ফিরেছেন।

মাহবুবুর বলেন, 'ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউএসটিআরের সঙ্গে আলোচনার সময় কয়েকটি বিষয় ছাড়া প্রায় সব বিষয়ে উভয় দেশ একমত হয়েছে।'

কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তালিকা বিশাল'। সুনির্দিষ্ট সংখ্যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেননি।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বহু বছর ধরে অনেক মার্কিন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়ে আসছে। যেমন: তুলা, গম, সয়াবিন বীজ ও তেল এবং অন্যান্য কৃষিপণ্য আমদানিতে শুল্ক নেই।'

আরও পণ্য এই শুল্কমুক্ত তালিকায় যুক্ত করার এখতিয়ার এককভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নেই এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মতামত নিতে আগামী শনিবার একটি বৈঠক হবে বলে জানান মাহবুবুর।

এরপর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবে, যাতে আগামী ১ আগস্ট থেকে ৩৫ শতাংশ ট্রাম্প-শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগেই নতুন করে শুল্কহার চূড়ান্ত করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ হারে শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশ। পরবর্তী বৈঠকও ওয়াশিংটন ডিসিতে হওয়ার কথা রয়েছে।

গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প-শুল্কের ঘোষণা আসার পর বাংলাদেশ অনেক মার্কিন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করে এবং উড়োজাহাজ, এলএনজি, তুলা, গম, সয়াবিনসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য আমদানির পরিমাণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেয়।

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে থাকে। গত বছর বাংলাদেশ আট বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে এবং দেশটি থেকে আমদানি করেছে দুই বিলিয়ন ডলারের পণ্য।

'ফ্রেমওয়ার্ক ডিল'

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ফ্রেমওয়ার্ক ডিল করতে চায়ড়যেখানে নিরাপত্তা উদ্বেগসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলোচনা শুধু বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি বলেন, 'তারা (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের জাতীয় নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে।'

তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র মূল্যায়ন করছে যে বাংলাদেশ কীভাবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে একটি কাঠামো প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং বিষয়টি আলোচনাধীন।'

ওয়াশিংটন ও ঢাকার মধ্যকার আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং ট্রাম্প-শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগেই আলোচনা শেষ হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি। - সংবাদসুত্র দ্য ডেইলি স্টার

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বোয়িং ও গম আমদানির দিকে ঝুঁকছে ঢাকা

পরিচয় ডেস্ক : বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ছয় বিলিয়ন ডলারের বেশি বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশ ১৪টি বোয়িং উড়োজাহাজ এবং প্রায় ৩ লাখ টন গম আমদানির পরিকল্পনা করেছে। তিনি বলেন, 'এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতার সূচনা হতে যাচ্ছে।'

বোয়িংয়ের সঙ্গে উড়োজাহাজ কেনার ব্যাপারে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে, ডেলিভারির সময়সূচি তাদের উৎপাদন সক্ষমতার ওপর নির্ভর করছে। তবে উড়োজাহাজ ও গম আমদানির মোট মূল্যের পরিমাণ এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর এই উদ্যোগ এমন সময়ে নেওয়া হয়েছে, যখন বাংলাদেশ শুল্ক কমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতোমধ্যে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন, যা ভিয়েতনাম (২০ শতাংশ) ও ইন্দোনেশিয়ার (১৯ শতাংশ) চেয়ে বেশি।

এদিকে বাংলাদেশি কর্মকর্তারা আগামী সপ্তাহে ওয়াশিংটনে তৃতীয় দফার আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যেন আগামী ১ আগস্ট নতুন শুল্ক কার্যকর হওয়ার আগেই একটি পারস্পরিক চুক্তি করা যায়।

বাণিজ্য সচিব বলেন, 'আমরা সেখান থেকে আমদানি বাড়িয়ে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর চেষ্টা করছি।'

তিনি জানান, আলোচনার আগে গার্মেন্টস ও ওষুধ খাতের ব্যবসায়ী নেতারা এবং বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তার মন্ত্রণালয় আলোচনা করেছে।

তবে, চুক্তি নিয়ে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য জানাতে রাজি হননি বাণিজ্য সচিব।

সরকার আগামী দফার আলোচনায় বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, সম্প্রতি ব্যবসায়ীরা এই দাবি জানিয়েছিলেন। সরকারি পর্যায়ে আমদানির পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিনসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানিতে বেসরকারি খাতের আমদানিকারকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাণিজ্য ভারসাম্য আনার এই প্রচেষ্টা আগেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল। এপ্রিলে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চিঠি লিখে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, গম, এলএনজি ও সয়াবিন আমদানি বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিনও একই ধরনের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের কাছে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। দেশটি বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানির পরিমাণ ২ বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। এই বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এতে রপ্তানিকারকদের মধ্যে, বিশেষ করে পোশাকে খাতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তারা প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন। - সংবাদসুত্র দ্য ডেইলি স্টার

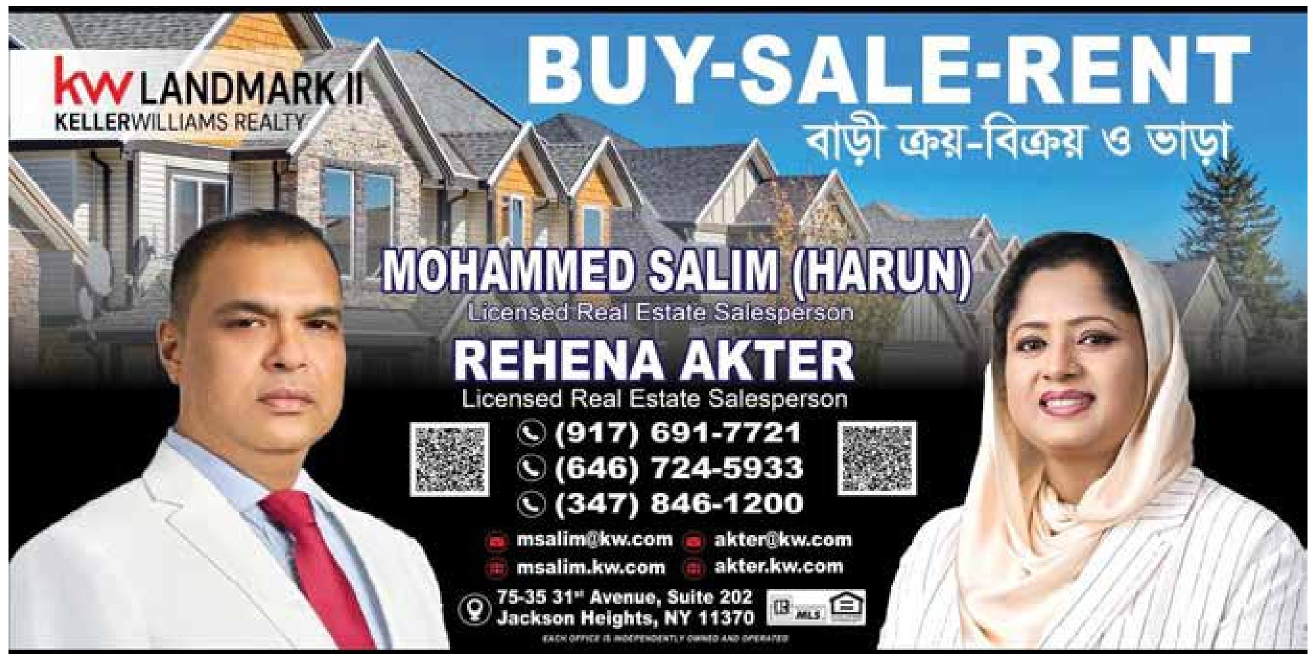

হামাসের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ফিরিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

ভিডিও বার্তায় উবাইদা বলেন, ইসরায়েলি সরকার বন্দিদের বিষয়ে আন্তরিক নয়, কারণ তারা সবাই সেনাসদস্য। তিনি জানান, হামাস একটি পূর্ণ চুক্তির পক্ষেই আছে- যেখানে যুদ্ধ বন্ধ হবে, গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সরে যাবে এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, কাতারে চলমান আলোচনায় ইসরায়েল আবার পিছিয়ে গেলে ভবিষ্যতে আংশিক কোনো চুক্তির সুযোগ থাকবে না। আলোচনায় একটি ৬০ দিনের প্রস্তাব রয়েছে, যার অধীনে ১০ জন জিম্মি মুক্তির কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে হামাসের কাছে প্রায় ৫০ জন জিম্মি রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় ২০ জন জীবিত বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজা থেকে আরও ১০ জন জিম্মি শিগগির মুক্তি পাবে। তিনি দাবি করেন, আমরা বেশিরভাগ বন্দিকে ফিরিয়ে এনেছি। আশা করছি পুরো বিষয়টি দ্রুত শেষ হবে। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

মার্চের পর এই প্রথমবার ভিডিও বার্তা দিয়েছেন আবু উবাইদা। তিনি বলেন, হামাস যোদ্ধারা প্রস্তুত আছে এবং তারা গাজা জুড়ে ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাবে।

ভিডিওতে তিনি আরব ও মুসলিম দেশের নেতাদেরও কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ইসরায়েলের ‘গণহত্যা’ নিয়ে তাদের নীরবতা এক ধরনের ‘বিশ্বাসঘাতকতা’।

ইউনূস কেন সংবিধান সংস্কার করতে

৯ পৃষ্ঠার পর

না। তাদের চিন্তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তারা মূলত দিল্লির আধিপত্য এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির আধিপত্যকে পুনবার্সিত করতে চায়।

“ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তির মানে হল, নতুন করে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ গঠন করা। যে বাংলাদেশে এমন একটি গঠনতন্ত্র হবে, যেটা কোনোদিন ফ্যাসিস্ট শক্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বরদাসত করবে না।”

সংবিধান সংস্কারের কথা যারা বলে, তারা ‘দিল্লির আধিপত্যবাদী রাজনীতিকে’ ধারণ করে মন্তব্য করে তিনি বলেন, “তারা ওটাই বাস্তবায়ন করতে চায়। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারলে মেনে নেব। আগে সংস্কার কেন চাইছেন? আমি প্রফেসর ইউনূসকে বলতে চাই, আপনি সংস্কার কেন করতে চাইছেন? আমরা কি সংস্কার করতে বলেছি? আপনি সংস্কার করতে বসে জনগণকে বিয়োগ করে দিলেন। জনগণকে মুছে ফেললেন।

“সেই পুরাতন মাফিয়া, লুটেরাদের যারা স্বার্থ রক্ষা করে, তাদের নিয়ে বসে বসে জাতীয় সনদ করবেন? ড. ইউনূস আমাদের জুলাই ঘোষণা দিতে দেন নাই। আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আপনি একটা জুলাই সনদ দেবেন। কই, সে ঘোষণা কোথায়? করলেন কী? জাতীয় ঐক্যমত্য!

“এখন রীয়াজ (আলী রীয়াজ) বলছে, ঐক্যমত্য হচ্ছে না। করলেন কেন এই কমিশন? আমরা তো বলিনি। আমরা নতুন গঠনতন্ত্র চেয়েছি। পুরনো যেসব মানুষ যারা আমাদের পরিচিত যারা জনগণের কথা ভাবেনি তাদের নিয়ে কমিশন করেছেন।”

ফরহাদ মজহার বলেন, “নতুন সংবিধান সম্পর্কে যখন বলি, তখন অনেকে বলে ফরহাদ মজহার সাহেব ঠিক বলছেন না। আমরা তো সংস্কার করতে পারি। ৭২ সালের সংবিধান আপনি কি বানিয়েছেন? ৭২ এর সংবিধান যারা বানিয়েছে, তারা আইনগতভাবে পাকিস্তানি। তারা পাকিস্তানের সংবিধানের জন্য নির্বাচিত ছিল। তারা স্বাধীন বাংলাদেশে এসে বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়ন করেছিল।

“এখন যারা বলে যে আমাদের একটা সংবিধান আছে। কিন্তু আমরা তো সংবিধান প্রণয়ন করিনি কখনো। আপনারা বলেন, বাহাত্তরের সংবিধান পবিত্র। কেন পবিত্র? কারণ সেটা দিল্লি লিখে দিয়েছে, এজন্য। যারা পাকিস্তান ভেঙে আপনাকে দিল্লির অধীনে নিতে চেয়েছে, তারাই কিন্তু আপনাকে বাহাত্তরের সংবিধান চাপিয়ে দিয়েছে। এখনো হুশ নাই। এখনো বলছেন সংস্কার করবেন। এটা সংস্কার করার সুযোগ নেই।”

রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার অধিকার জনগণের রয়েছে মন্তব্য করে ফরহাদ মজহার বলেন, “এ অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণার ভিত্তিতে। ৭২ সালের সংবিধান কায়েম করতে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি।

“বিএনপি নানারকম প্রোপাগান্ডা করে। বিএনপিকে বলি, জিয়াউর রহমান কি ৭২ সংবিধান কায়েম করার জন্য যুদ্ধ করেছেন? তিনি যুদ্ধ করেছেন স্বাধীনতার ঘোষণার জন্য। সেই ঘোষণায় সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার ছিল। ওখানে সমাজতন্ত্র ছিল? ওখানে ধর্মনিরেপক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল না।”

বিএনপি ৭২ এর সংবিধান চায় কিনা প্রশ্ন রেখে ফরহাদ মজহার বলেন, “আপনারা কি ভারতের দালালি করছেন? কেন এটিকে টিকিয়ে রাখছেন? এত বড় গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন করে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার সুযোগ পেয়েছে, এই সুযোগকে নসাৎ করার জন্য প্রথম থেকে তারা বলছে ‘তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন’। আরে ভাই আমরা কি বসছি নির্বাচনের জন্য? শুধু নির্বাচনের জন্য মারা গেলাম, শহীদ হলাম?”

তিনি বলেন, “৫ তারিখ (অগাস্ট) যখন গণঅভ্যুত্থান ঘটে গেল। ৫ তারিখ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীন ছিল। নতুন একটা রাষ্ট্র গঠনের সমস্ত কিছু হাজির। মানুষ অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা একটা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে, যে কী তারা চায়।

“কী অভিপ্রায় ছিল? ব্যক্তি মর্যাদা এবং অধিকার- এটা কোনো রাষ্ট্র এরপর থেকে আর ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত এমন কোনো আইন রাষ্ট্র করতে পারবে না, যাতে প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি হয়। তৃতীয়ত রাষ্ট্র এমন কোনো নীতি বা আইন বানাতে পারবে না, যাতে আমার জীবন ও জীবিকা ধ্বংস হয়।”

এই তিনটি ঘোষণার ভিত্তিতে নতুন একটা রাষ্ট্র গঠন করবার অভিপ্রায়ে জনগণ শহীদ হয়েছে দাবি করে ফরহাদ মজহার বলেন, “তাহলে কী উচিত ছিল? উচিত ছিল এই যে তথাকথিত সংবিধান আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে আছে ৫০ বছর, এই সংবিধানকে ফেলে দিয়ে আমাদের উচিত ছিল একটা নতুন গঠণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করা।

“যেন একটা নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারি এবং তার ভিত্তিতে একটা নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে পারিএটাই ছিল কিন্তু গণঅভুত্থ্যানের ঘোষণা। জুলাই ঘোষণা যেটা বলি আমরা। এটা হল ঘোষণা। তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অবশ্যই যে, যারা খুনি তাদের বিচার। দুর্নীতিবাজদের ধরে নিয়ে আসা। যেসব টাকা পাচার হয়ে গেছে সেগুলো ফেরত নিয়ে আসা। এবং বিচারটা হতে হবে দ্রুত।”

ছয় মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিচার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল মন্তব্য করে ফরহাদ মজহার বলেন, “বিভিন্ন দেশে গণঅভুত্থ্যানের পরে ছয় মাসের মধ্যে বিচার হয়ে গেছে। কারা বিচার করেছে? জনগণ বিচার করেছে। কারা সাক্ষী দিয়েছে? জনগণই সাক্ষী দিয়েছে।

“যারা ক্ষমতায় গেছেন তাদের উচিত ছিল এই ধরনের বিচারের ব্যবস্থা করা। এখন তারা কী করেছেন? শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সংবিধানের অধীনে ৮ তারিখে গণঅভুত্থ্যানকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সব পুরনো পুলিশ, ব্যবসায়ী, আমলা, সমাজে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ওই যারা আগে অর্থাৎ যারা নির্যাতন করেছিল তারা আবার এসছে। সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর জায়গায় আছে, আমলারা আমলার জায়গায় আছে, আইন আইনের জায়গায় আছে, আদালত আদালতের জায়গায় আছে। আপনাদের কিছুই বদল হয় নাই।”

তিনি বলেন, “ছাত্ররা বলেছে, একটা জুলাই ঘোষণা দিতে হবে। এই ঘোষণা একইসঙ্গে নতুন গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ভিত্তি। এর ভিত্তিতে আগামীদিনের রাষ্ট্র গঠন করা হবে।

“সরকারের ডিসি, ইউএনওরা কি জেলায় জেলায় মানুষের কাছে গিয়ে কখনো আলোচনা করেছেন, একটা গণঅভুত্থ্যান হয়ে গেল আপনারা কেমন রাষ্ট্র চান? করেননি। ফলে জনগণকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হল। গণঅভুত্থ্যান করল জনগণ। অদ্ভুত ব্যাপার। জনগণ কিন্তু বাদ হয়ে গেছে। কারণ ফ্যাস্টিটদের আইন এখনও আছে।”

রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য মানুষ বুঝতে পারে না মন্তব্য করে ফরহাদ মজহার বলেন, “এক বছরও হয় নাই এখনই কিন্তু হাহুতাশ শুরু হয়েছে। এক বছরও হয় নাই গোপালগঞ্জ এসে গেছে। কেন এসে গেছে? এখন আপনি বলবেন, হ্যাঁ সব সরকারের দোষ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উনি ঠিকমত কথা বলতে পারেন না, ঠিকমত পুলিশ চালাতে পারেন না। ওখানে গোয়েন্দারা ঠিকমত তথ্য দেয় নাই। সব অন্তর্বর্তী সরকারের

“আর যারা গণঅভুত্থ্যানবিরোধী তারা বলবে, সমস্ত দোষ হল ছাত্রদের। কেন ছাত্ররা গোপালগঞ্জে গেল? আরে ভাই গোপালগঞ্জ কি বাংলাদেশের বাইরে নাকি? যেতে পারবে না কেন? আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারব। কেন ছাত্ররা যেতে পারবে না?”

বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “ভুলে যাবেন না, গোপালগঞ্জে জিয়াউর রহমানও যেতে পারেননি। গোপালগঞ্জে এরশাদও যেতে পারেনি প্রথমদিকে। তার মানে আপনারা যদি বোঝেনই গোপালগঞ্জ দেশের বাইরের একটা রাষ্ট্র, এটাই তো আমরা বলছিলাম গণঅভুত্থ্যানের সময়, গোপালগঞ্জ রাষ্ট্রের বাইরের একটা জায়গা।

“গোপালগঞ্জ থেকে সমস্ত পুলিশ নিয়েছে। সেই পুলিশগুলো যারা শেখ হাসিনার আমলে নিয়েছে গুলি-হত্যা করেছে। এরা সবই তো গোপালগঞ্জের। মনে আছে না, একবার খালেদা জিয়া প্রশ্ন করেছিলেন, একবার যখন তাকে বালুর ট্রাক দিয়ে বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ করেছিল। ওদের কে বলেছিলেন, ‘কি, তোমরা কি গোপালী?’ এটা কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার শব্দ। কারণ তিনি তো বুঝতে পেরেছিলেন গোপালগঞ্জ একটা বড় ধরনের সমস্যা।”

ফরহাদ মজহার বলেন, “গোপালগঞ্জ বাংলাদেশের অন্তর্গত একটা ব্যপার। কিন্তু যদি সেটা ভারতীয় কলোনি হয়ে থাকে, বা বাংলাদেশকে আগামীতে অস্থিতিশীল করবার এবং আবারো শেখ হাসিনা বা ফ্যাসিস্ট শক্তির পুনর্বাসিত করবার একটা ঘাঁটি হয়ে থাকে, এটা আগেই আপনাদের ক্লিয়ার করা উচিত ছিল। নাগরিকদের বলা উচিত ছিল।

“যারা নিজেদের বামপন্থি বলে দাবি করে, তারাও দেখি এগুলো লিখতেছে। মানে গণঅভুত্থ্যান হওয়ার পরে ক্রমাগত ছাত্রদেরকে প্রত্যেকটা জায়গায় কীভাবে ছোট করা যায়, কীভাবে দ্রুত গণঅভ্যুত্থানের শক্তিটা নিঃশেষ করে ফেলা যায়। এটা যেমন চলছে, তেমনি ছাত্ররাও একের পর এক তারা ভুল করছে।”

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব জাহিদুল করিম কচি এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সালেহ নোমান। সংবাদসুত্র ওয়েবপোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কম

গোপালগঞ্জে থমথমে পরিস্থিতি,

৯ পৃষ্ঠার পর

সমন্বিত দল লঞ্চ ঘাট এলাকায় আসে এবং সড়কে অবস্থান নেওয়া সাধারণ মানুষদের সরিয়ে দেয়। এ সময় দুজনকে আটক করতেও দেখা গেছে। শহরে মাইকিং করে মানুষকে অকারণে সড়কে না থাকার আহ্বান জানানো হয়।

এর আগে পৌরসভার পরিচ্ছন্নকর্মীরা সংঘর্ষের সময় ছোড়া ইটের টুকরো সড়ক থেকে সরিয়ে ফেলেন। সড়ক বিভাজকের কংক্রিটের ব্লকগুলো যত্রতত্র পড়ে থাকায় যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল, যা পরে পুলিশ সরিয়ে সঠিক স্থানে বসিয়ে দেয়।

ঘটনার পর শহরের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ রয়েছে। এক স্থানীয় খাদ্যপণ্য বিক্রয়কর্মী মো. হাসান বলেন, “এমন ঘটনা কেউ চায় না। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, হরতাল বা কারফিউ হলে ক্ষতির মুখে পড়ি।”

নিহত সোহেল রানার প্রতিবেশী সোনিয়া আক্তার বলেন, “এনসিপির কর্মসূচিকে ঘিরে কয়েকদিন ধরেই উত্তেজনা ছিল। তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কেন আগেই ব্যবস্থা নেয়নি? কেন এমন ঘটনা ঘটল? এখন পুরো এলাকা আতঙ্কে রয়েছে।”

সংঘর্ষের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ প্রস্তুতির কথা জানানো হয়েছে।

নেতাকর্মীরা প্লট-চাঁদা নেবে না

৯ পৃষ্ঠার পর

দুদিন আগেও অঝর ধারায় বৃষ্টি ঝরেছে। অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন কি হবে? শান্তিতে বসে দুকথা শোনার সুযোগ কি হবে, বৃষ্টি নেই, তীব্র রোদও নেই। আজকের দিনটা অনেকটা এয়ারকন্ডিশন করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার গোলামদের প্রতি এই যে মেহেরবানী এজন্য আরেকবার খোদার দরবারে শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।”

বিগত সাড়ে পনের বছরে হারিয়ে ফেলা দলের নেতাকর্মীদের প্রতি কৃ তজ্ঞতা জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, “সাড়ে পনের বছরে অন্ধকার কঠিন সময়ে যাতাকলে পিষ্ঠ হয়ে নির্যাতিত হয়ে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে বিদায় নিয়েছেন, যারা লড়াই করে আহত হয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন আমরা তাদের সবার কাছে গভীরভাবে ঋণী। আল্লাহর দরবারে তওফিক চাই, বাংলাদেশে জামায়াত ইসলামীর অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন যেন তাদের প্রতি ঋণ পরিশোধ করার তওফিক দেন।”

ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি : বাংলাদেশের

৮ পৃষ্ঠার পর

সম্ভব নয়। বাংলাদেশ-চীন-পাকিস্তান ত্রিপক্ষীয় জোট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উদ্বেগ কি এখানে এড্রেস করা হবে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,ওনা, বিষয়টি এর চেয়েও গভীর। তবে আমি এই মুহূর্তে অনুমান নির্ভর কিছু বলতে চাই নাঽ বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর নিরাপত্তা উদ্বেগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,ওযুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন তাদের প্রাথমিক ইস্যু হলো চীন। তাদের বৃহত্তর কৌশলগত উদ্বেগগুলো সবই চীন-সম্পর্কিত। বাংলাদেশের বিষয়ে নির্দিষ্ট উদ্বেগের কথা বলতে গেলে, আমি মনে করি এটি হবে সমুদ্র নিরাপত্তা। সেখানেই তারা কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আসতে চাইতে পারেঽ

বাংলাদেশের মার্কিন নিরাপত্তা দাবি প্রত্যাখ্যানের পরিণতি সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে বলেন,ওযদি বাংলাদেশ নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো শুল্ক ছাড় দিতে রাজি হবে নাঽ

মুনিরুজ্জামান আলোচনার পদ্ধতি নিয়েও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন,ওযে ধরনের আলোচনা দল পাঠানো উচিত ছিল, তা পাঠানো হয়নি। বেসরকারি খাতকে সম্পূর্ণরূপে এর সঙ্গে যুক্ত করা উচিত ছিল, কারণ তারা এই বিষয়গুলো বোঝে। ভিয়েতনামের দিকে তাকান, তারা শক্তিশালী ট্রেড লবিস্ট নিয়োগ করেছিল যারা আলোচনার সম্পূর্ণ পথ সম্পর্কে খুব ভালো ধারনা রাখে। আমরা সেরকম কিছুই করিনিঽ

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কথা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন,ওআলোচনার প্রথম দফা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঠিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা আলোচনা করছিলেন এবং তিনি বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার জন্য সঠিক ব্যক্তি নন। আমরা ধারাবাহিক ভুল পদক্ষেপ নিয়েছি এবং এখন শেষ মুহূর্তে আমাদের হাত বাঁধা পড়ে গেছেঽ

যুক্তরাষ্ট্র যদি স্পষ্টভাবে দাবি করে, তাহলে বাংলাদেশ চীনকে এড়িয়ে চলতে পারবে কিনা, জানতে চাইলে এই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বলেন,ওএটা খুব কঠিন হবে, প্রায় অসম্ভব। চীন আমাদের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং আমাদের প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের সবচেয়ে বড় উৎস। এই ক্ষেত্রগুলোতে অনেক আগে থেকেই ব্যাপক গবেষণা করা উচিত ছিলঽ

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের নতুন

৯ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন ৪০ জন, আর পুরো সংগঠনে সদস্য সংখ্যা ১০০। এর মধ্যে রয়েছে মিয়ানমারের ভেতরের প্রতিনিধিরাও, যারা সরাসরি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়া নিয়ে কাজ করছেন। রয়েছেন বাংলাদেশে অবস্থানরত ক্যাম্প নেতারা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা রোহিঙ্গা অভিবাসী নেতৃবৃন্দও।

রোহিঙ্গারা বিশ্বাস করছেন, এ রাজনৈতিক দলই হতে পারে তাদের গৃহে ফেরার প্রথম বাস্তবিক পদক্ষেপ।

“আমরা নিজ দেশে ফিরে যেতে চাই। মরলেও নিজের মাটিতে মরব,”ড় বলছিলেন বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের নুর নাহার, যিনি ২০১৭ সালের ভয়াবহ সেনা নির্যাতনের পর বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন।

আট বছর কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাও স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরতে পারেননি। উল্টো, সাম্প্রতিক সহিংসতা ও সেনা-অস্থিরতার কারণে গত এক মাসেই নতুন করে দেড় লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে।

লম্বাশিয়া ক্যাম্পের বাসিন্দা মোহাম্মদ আলম বলেন, “নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কথা শুনেছি, কিন্তু বিস্তারিত জানি না। তবে সবাই চাই আমরা যেন নিরাপদে নিজেদের দেশে ফিরতে পারি।”

নুর মোহাম্মদ নামের আরেকজন রোহিঙ্গা নেতা বলেন, “আমরা ফিরে যেতে প্রস্তুত। শুধু আমাদের অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। আমাদের আর এভাবে দিন চলে না।” রোহিঙ্গা সংকটে সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে রয়েছে উখিয়া-টেকনাফের স্থানীয় জনগণ। দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি তাদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। “আমরা নানা সমস্যার মুখে। শুনেছি তারা নিজ দেশে ফেরার জন্য একটা রাজনৈতিক দল বানিয়েছে, সেটাকে আমরা ইতিবাচকভাবে দেখি,”ড়বলেন উখিয়ার এক স্থানীয় বাসিন্দা। রোহিঙ্গারা এবার নিজেদের কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে। ‘আরকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল কাউন্সিল’ গঠনের মাধ্যমে তারা বার্তা দিচ্ছেড়তারা আর কেবল আশ্রয়প্রার্থী নয়, বরং সম্মান ও অধিকার নিয়ে নিজের ভূমিতে ফিরতে চায়।

আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্ত

৫২ পৃষ্ঠার পর

দেবে বায়োস্কোপ ফিল্মস । বায়োস্কোপ ফিল্মস সিইও রাজ হামিদ জানান একটি পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে বড় করে তুলে ভালোবাসা ও মায়ার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তৈরি হওয়ার কাহিনী ডিয়ার মা। শিশুটির একটি 'মা' ডাক তার নতুন মাকে বিপুলভাবে আলোড়িত করে। রাজ হামিদ জানান, ভয়ংকর বিদ্বেষ, হিংসা আর স্বার্থপরতার এই পৃথিবীতে এ রকম রক্ত সম্পর্কহীন ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছেন নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। রাজ হামিদ এই ছবিটি দেখার জন্য আগে থেকেই অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশীদের।

যশোদা-দেবকীর টানাপড়েনের উপাখ্যান, চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয় 'ডিয়ার মা'

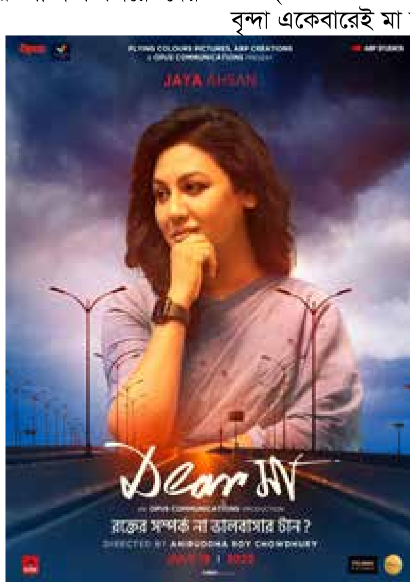

এই ছবির গল্প সবথেকে মন ছুঁয়ে যাবে সেই বাবা-মায়েদের যারা সন্তান দত্তক নিয়ে বড় করছেন। এক অনিশ্চয়তা, এক ভয়, এক চাপা আতঙ্ক যেন জড়িয়েই থাকে দত্তক নেবার অন্তরালে। সেই অন্তরাল যদি সরে যায়?

ছবি: ডিয়ার মা। অভিনয়ে: জয়া আহসান, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, চন্দন রায় সান্যাল, সোনালী বসু, পদ্মপ্রিয়া, অহনা, নন্দিকা । পরিচালনা: অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী

ঈশ্বর এ তোমার কেমন বিচার, যার সন্তানকে তুমি কেড়ে নাও, কেন তাঁর শরীরে রেখে যাও গর্ভধারণের যন্ত্রণা। এরচেয়ে তুমি সেই মাকে একা করে দাও, সে যন্ত্রণা সেই মা সহ্য করে নেবে। এসে নিয়ে যাও, দয়া কর সেই মাকে।

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ডিয়ার মা' দেখালো সন্তান দূরে সরে গেলে গর্ভধারিণী মায়ের চেয়েও পালিকা মায়ের যন্ত্রণা কিছু কম নয়। রক্তের সম্পর্কে সে গর্ভধারিণী মা হতে পারেনি, কিন্তু রোজকার যাপনে পালনে স্পর্শে সে হয়ে উঠেছে হৃদয়ে কাছাকাছি গর্ভধারিণী মা। মাম্মা আর মা , দুটি ডাকের মধ্যে বিস্তর দুরত্ব। ছবির প্রোটাগনিস্ট বৃন্দার মা হয়ে ওঠার সফর নিয়েই এই ছবি এক মন কেমন করা রেশ বইয়ে দিল। অনেকদিন পর নিটোল গল্পের সুন্দর ছবি দেখে মন ভাল হয়ে যায়। 'ডিয়ার মা' যেন পর্দায় কবিতা। যা চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয় প্রতিটি দর্শকের।

এই ছবির গল্প সবথেকে মন ছুঁয়ে যাবে সেই বাবা-মায়েদের যারা সন্তান দত্তক নিয়ে বড় করছেন। এক অনিশ্চয়তা, এক ভয়, এক চাপা আতঙ্ক যেন জড়িয়েই থাকে দত্তক নেবার অন্তরালে। সেই অন্তরাল যদি সরে যায়? দত্তক সন্তান যদি পৌঁছে যায় তাঁর আসল বাবা-মায়ের কাছে তাহলে পালিকা মায়ের মনে কোন যন্ত্রণা চলে! সে তো এত বছরে গর্ভধারিণীর থেকে কম কিছু নয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেবকীর থেকেও তো যশোদা মায়ের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর এক কঠিন সত্যকে অনুভূতির স্পর্শে দুরন্ত ভাবে তুলে ধরলেন পর্দায়। বর্তমানে দশ মাস দশ দিন সময় দিয়ে মা হওয়ার সময় ব্যস্ততমা নারীদের নেই। সারোগেসি বা দত্তক তাঁদের মা হবার পথ অনেকের কাছেই।

ছবির শুরু হয় স্কুলে গিয়ে ঝিমলির হারিয়ে যাওয়া থেকে। মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতেই এক মায়ের লড়াইয়ের গল্প উঠে আসে। অতীতের গল্প পরতে পরতে আসতে থাকে ছবির ফ্ল্যাশব্যাকে।

গল্পে বৃন্দা মিত্র(জয়া আহসান) স্টার্টআপ-এর কোফাউন্ডার, তাঁর স্বামী অর্ক (চন্দন রায়সান্যাল) চায় তাদের সন্তান আসুক এবার পৃথিবীতে। কিন্তু বৃন্দা একেবারেই মা হতে চায় না। স্বামীর সঙ্গে মিলনের আশ্লেষ নিতে সে চায়, কিন্তু বৃন্দা আর অর্কর মাঝে এসে পড়ে শিশ্ন আবরণীর আড়াল।

শেষ অবধি অর্ক আর বৃন্দা দত্তক নেয় এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। সন্তান চাওয়া অর্কই বাবা-মা একাধারে হয়ে ওঠে ঝিমলির। ঝিমলির তিনটি বয়স ধরা হয়েছে ছবিতে। একটি দত্তক সন্তানের নিজের পরিচয় নিয়ে টানাপোড়েন কতখানি হতে পারে তা ঝিমলির তিনটি বয়সে বাস্তব হয়ে উঠেছে পর্দায়। কিন্তু অর্ক খেলার ছলে মজা করে ঘুমিয়ে পড়লে ঝিমলি ভয় পেয়ে যায়। সেই আতঙ্ক সত্যি হয়ে যায় অর্কর মৃত্যুতে। তখন ঝিমলির দরকার ছিল মায়ের। কিন্তু ব্যস্ত বৃন্দা মেয়েকে সময় দিতে পারে না। অনলাইনে সবকিছু অর্ডার করলেই ভাবে মেয়েকে আদর করা হবে। ঠিক তখন ছোটবেলার পোলিও কার্ড থেকে ঝিমলি জানতে পারে তার আসল মায়ের নাম অহনা নায়ার (পদ্মপ্রিয়া)। মেয়ে বৃন্দাকে বলে তাকে ভালবাসে না। বৃন্দা তার মাম্মা, মা নয়। বৃন্দা মেয়েকে বলে 'যে মা তোমাকে ফেলে দিয়েছিল, তুমি তাদের অনাগত সন্তান বলে, তাকেই তুমি ভালবাসো বলছ!' আদৌ কী মেয়েকে ফিরে পায় বৃন্দা। পরিচালক রূপে এক দশক পর বাংলা ছবিতে সফলতার সঙ্গেই ফিরলেন অনিরুদ্ধ টনি রায়চৌধুরী। ছবি নয় কবিতা লিখেছেন তিনি পর্দায়। ছবির বিরতির হলেও কিন্তু সিট ছেড়ে ওঠা যায় না। শেষ অবধি দেখে যেতে হয়।

জয়া আহসান একটি একটি করে নিজের অভিনয়ের তুরুপের তাস বার করেছেন। কখনও তিনি প্রেমিকা, কখনও স্ত্রী, কখনও মা, কখনও চাকুরিরতা। 'ডিয়ার মা' র জয়া আটপৌরে মা নয়, স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্য চাদরের তলায় মোহময়ী, ততটাই তিনি স্মার্ট, আবেদনময়ী। সন্তানকে হারাবার মায়ের আতঙ্ক ফুটে ওঠে মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তিতে। অন্যদিকে ঝিমলির আসল মা অহনার চরিত্রে পদ্মপ্রিয়া এক দশকের বেশি পর বাংলা ছবিতে। অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর 'অপরাজিত তুমি' ছবিতেই পদ্মপ্রিয়া ডেবিউ করেছিলেন বাংলা ছবিতে। আবার সেই পরিচালকের ছবিতেই ফিরলেন। অনবদ্য পদ্মপ্রিয়া। তবে বহু বছর পর অনাগত সন্তানের দেখা পেয়ে আসল মায়ের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। এখানে পিছিয়ে পদ্মপ্রিয়ার অভিনয়। তবে তিনি এতদিন পর যে ফিরলেন তা ভাল লাগল।

অন্ধকার সময়ে আরও এক হ্যান্ডসাম হাঙ্ক বাংলা ছবিতে ফিরলেন সায়ণ মুন্সি। বেশ সপ্রতিভ। আরও বাংলা ছবিতে তাঁর যেন দেখা মেলে। আর ছবিতে কমেডি সিরিও অ্যাক্টিং অনবদ্য করলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। সংসার, বাড়ির রাতের মেনু,ছেলের গিফট কেনার মাঝে কেস সলভ করার দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন শাশ্বত। তিনি এ ছবির আর একটি বলিষ্ঠ স্তম্ভ। আর জয়ার স্বামী অর্কর চরিত্রে কী ভীষণ সাবলীল অভিনয় করলেন চন্দন রায়সান্যাল। স্নেহ, মায়া আর রোম্যান্সে গড়া একটি অনবদ্য চরিত্র। চন্দনের একটি শ্রেষ্ঠ অভিনয় হয়ে থাকল। সাতের দশকের নায়িকা সোনালি গুপ্ত বসু জয়ার মায়ের চরিত্রে খুব মন ছুঁয়ে গেলেন। সেই আভিজাত্য আজও সোনালির। জয়ার বাবার চরিত্রে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী একদম বাস্তব। বাবা-মায়ের সঙ্গে পুলিশের কথায় প্রথম জানা যায় জয়া যে দত্তক সন্তানের মা। জয়া চন্দনের কলেজের শিক্ষকের চরিত্রে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতি যেন ভরসার। তবে 'ডিয়ার মা' ছবির শো স্টপার ঝিমলি চরিত্রে তিন শিশুশিল্পী। একদম শিশু ঝিমলি বেশ কিউট। তারপর ছোট্ট ঝিমলির রোলে অহনা এককথায় অপূর্ব। ছোট মেয়েটি এত দাপুটে অভিনেতাদের মাঝেও নজর কেড়ে নিয়েছেন। মিষ্টি হাসির মাঝেই লুকিয়ে তার অস্তিত্ব সংকট। মাম্মা আর মায়ের তফাত সে বোঝে। আর টিনএজার ঝিমলির চরিত্রে নন্দিকা ভীষণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তার ক্ষত বিক্ষত মনটাকে। মাম্মা আর মায়ের মধ্যে আসল মাকে সে খুঁজে বেড়ায়। আর ভীষণ ভাবে জয়ার বাড়ির সাহায্যকারিণী নির্মলার চরিত্রে দাগ কাটলেন অনুভা ফতেপুরিয়া। যে বলে ঝিমলিকে মাম্মাকে এভাবে অপমান করছ! এক চড় খাবে ঝিমলি। পরিচারিকারাও তো অভিভাবক হয়ে যায়।

অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী ও শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য টানটান কাহিনি চিত্রনাট্যে ছবিটি সবার দেখা উচিত। অনবদ্য সংগীতে অনেকদিন পর বিক্রম ঘোষ। বিশেষত জয়ার টানাপোড়েন ঝড়ের রাতে শুভা মুদগলের গানটি অনবদ্য প্রয়োগ। মন কেমন করা গান পাপনের কণ্ঠে 'মা'। 'ক্যায়সে কাহুন' প্রস্মিতার গলায় প্রাণ জুড়োয়। অর্ঘ্যকমল মিত্রর সম্পাদনা আর একটু ছবিটির দৈর্ঘ্য কমাতে পারত। তাহলে আরও টানটান হত ছবিটি। কিছু দৃশ্য বাড়তি মনে হয়। অভীক মুখোপাধ্যায়ের সিনেমাটোগ্রাফি এ ছবির সম্পদ। যা মুগ্ধ করে।

হ্যাম স্যান্ডউইচ থেকে ভেজ স্যান্ডউইচে জয়ার বিবর্তন যেন তাঁর মাম্মা থেকে মা হয়ে ওঠার মতোই প্রতীকী রেশ রেখে যায় দর্শকের মনে।- দ্য ওয়াল এর সৌজন্যে

ট্রাম্পের ‘পাকিস্তান সফরের খবর’

৬ পৃষ্ঠার পর

প্রচার করেছিল। তবে পরে তারা জানায়, তথ্য যাচাই না করেই সংবাদটি প্রকাশ করায় ভুল হয়েছে।

রয়টার্সের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হোয়াইট হাউস স্পষ্ট জানিয়েছেড় পাকিস্তান সফরের কোনো সময়সূচি নির্ধারিত হয়নি। এই অবস্থায়, জিও নিউজ দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, এবং এআরওয়াই নিউজও জানায়, তাদের রিপোর্টটি পররাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্যের পর সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, শেষবার কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান সফর করেছিলেন ২০০৬ সালেড়জর্জ ডব্লিউ বুশ। সম্প্রতি ট্রাম্প ও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান অসীম মুনিরের হোয়াইট হাউসে একটি বৈঠক হয়, যা নিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছিল। তবে সফরের খবরটি ভিত্তিহীন ছিল বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা কি ভয়েই

৫ পৃষ্ঠার পর

চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশ্নটা শেষ করতে পারিনি।”

ফজলে রাব্বী এবং অন্যদের প্রশ্নের ভিডিওটি পরে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মি. রাব্বী দেখতে পান, তাকে নিয়ে নানা হুমকি দেওয়া হচ্ছে। একপর্যায়ে হুমকি দেওয়া হয় তার প্রতিষ্ঠানকেও।

“থ্রেটটা পরে সেই তিনজন সাংবাদিকের প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে দেওয়া শুরু হলো। বলা হলো, এদের চাকরি থেকে না সরালে অফিস ঘেরাও করা হবে। পরদিন আমি বাধ্য হলাম চাকরি ছাড়তে। কারণ মালিকের তো শতকোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট। সে তো ভয় পেয়েছে,” বলেন তিনি।

ফজলে রাব্বী বলছেন, তিনি এখন নতুন করে চাকরিও পাচ্ছেন না।

“একটা ট্যাগ তো দিয়ে দিয়েছে আমাকে। এখন বড় ভাইদের কাছে যখন চাকরির জন্য যাই, তারা অপেক্ষা করতে বলে। আসলে আমাকে নিয়ে তারা নিজেরা নতুন বিপদে পড়বে কি-না সে ভয় তো থাকেই। তিন মাস হয়ে গেলো প্রায়। এখনো তাদের ভয় আছে,” বলেন ফজলে রাব্বী।

বাংলাদেশে ফজলে রাব্বীর যে অভিজ্ঞতা গত কয়েকমাসে, এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেকের।

বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না এমন আশা করা হলেও বাস্তবে গত একবছরে পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি বলেই জানাচ্ছেন অনেকে।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার কিংবা ফোন ট্র্যাকিংয়ের মতো বিষয়গুলো নিয়ে এখনো কথা বলা যাচ্ছে না।

“ফোন ট্রাকিংয়ের জন্য বা নজরদারির জন্য যেসব যন্ত্রপাতি এর আগে আনা হয়েছে, সেগুলো তার জায়গাতেই রয়েছে। এগুলোর অপব্যবহার যে আবার হবে না তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না, যদি না আমরা এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব সংস্কারের দিকে যাই।”

“কিন্তু এর কোনো সম্ভাবনাই আমরা দেখছি না এখনো। এগুলো নিয়ে কথা বলাই যাচ্ছে না,” তিনি বলেন।

‘বাঁচার জন্য কাকে ফোন দেবো?’

ঢাকার একটি অনলাইন গণমাধ্যমের সাংবাদিক নুরুজ্জামান লাবু। কয়েকমাস আগে তিনি হুমকিতে পড়েন একটি রিপোর্ট লেখার সূত্র ধরে।

এরপর তার ব্যক্তিগত ইউটিউব এবং ফেসবুক কন্টেন্ট নিয়েও হুমকি আসতে থাকে। যেখানে তিনি সমসাময়িক রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করতেন।

“একটা অপপ্রচার করা হয় যে, কন্টেন্টে আমি আগের সরকারের পক্ষে কথা বলছি। এখন একটা বিষয় হচ্ছে, আপনি যখন সত্য বলবেন, সেটা কারো না কারো পক্ষে যায়। এক শ্রেণির লোক আসলে সেটাকেই পুঁজি করে কথা বন্ধ করানোর জন্য সেগুলো ব্যবহার করেছে,” বলেন নুরুজ্জামান লাবু।

তিনি জানাচ্ছেন, হুমকির মুখে এখন ফেসবুক-ইউটিউবে কন্টেন্ট বানানোও বন্ধ করে দিয়েছেন।

“কন্টেন্ট থেকে কিছু টাকা পেতাম। সেটা বন্ধ হলো। সবচেয়ে বড় বিষয় আমার কথা বন্ধ হলো। এই কথা বন্ধ করার জন্য আগের সরকারগুলো সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে। তাদের গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা আইন-আদালত দিয়ে গ্রেপ্তার করেছে।”

“সেরকমটা আমার ক্ষেত্রে হয় নাই। সরকারের কেউ আমাকে নিষেধ করেনি। কিন্তু নানা ধরনের ‘নন স্টেট অ্যাক্টরের’ যে হুমকি, মবের যে ভয়, সেটার কারণে অনেকে নিজে নিজে কথা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। আমিও বাধ্য হয়েছি,” বলেন মি. জামান।

তার প্রশ্ন মব হলে কার কাছে যাবেন? “কোনো একটা মব আসলে আমি কাকে ফোন করে বলবো? কে আসবে বাঁচাতে? আমি তো অসহায়।’

‘আগে ছিল কৃত্রিম স্বাধীনতা, এখন সব একতরফা’

বাংলাদেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে যে ঝুঁকি, সেটা নতুন নয়। দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতির মতোই গণমাধ্যম এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও বছরের পর বছর উদ্বেগ জানিয়ে আসছিলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা।

তবে পাঁচই অগাস্টের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে এমন আশা করা হলেও বাস্তবে সেটা হয়নি বলেই মত পাওয়া যাচ্ছে।

বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে পরিচিতি আছে এমন সব সাংবাদিকদের ঢালাওভাবে হত্যা মামলায় গ্রেফতার এবং সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের মতো ঘটনায় দেশে-বিদেশে সমালোচনা হয়েছে।

এছাড়া মব সৃষ্টি করে গণমাধ্যমের ওপর চাপ প্রয়োগ, নিউজ সরাতে চাপ দেওয়া কিংবা চাকরিচ্যুত করতে বাধ্য করার মতো ঘটনাও আছে।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, গণমাধ্যমকর্মীদের ঢালাও মামলা দেওয়া সমাধান নয়।

তিনি বলেন, “আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে, আমার যদি কোনো দুর্নীতি থাকে তাহলে আপনি সেটার মামলা করেন। কিন্তু আপনি মিথ্যা মামলায় জড়াবেন কেন? এটা কিন্তু গণমাধ্যমের জন্য একটা থ্রেট হয়ে গেলো।”

তার মতে, ভবিষ্যতে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের একইভাবে হয়রানির শিকার হওয়ার সুয়োগ থাকবে।

“সবাই জানে আমি শেখ হাসিনার সমালোচক। এখন কোনো কারণে যদি পাঁচ বছর বা দশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে, তখন তো সেই ভিক্টিম বা এখনকার এদের পরিণতি আমারও হতে পারে। ফলে এটা তো আমার জন্যও স্বস্তিকর হলো না। অন্য অনেকের জন্যও স্বস্তিকর হলো না,” বলেন মোস্তফা ফিরোজ।

এছাড়া গণমাধ্যমের অবস্থা আগের মতোই আছে বলে মনে করেন তিনি।

“গণমাধ্যমে আগে একধরনের কৃত্রিম স্বাধীনতা ছিল। নানা ধরনের মত আসতে পারতো, প্রকাশ হতো। কিন্তু ক্রুশিয়াল সময়ে আবার সবাই সরকারের পক্ষে একটা অবস্থান নিতো। কিন্তু সাজানো থাকতো যে সব দল আছে, সব মত আছে।”

“কিন্তু এখন যে চেহারা সেটা হচ্ছে আগে ছিল কৃত্রিম স্বাধীনতা, এখন সব একতরফা- একচেটিয়া,” বলেন মোস্তফা ফিরোজ।

অবস্থার পরিবর্তন কেন হলো না?

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসনামলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমেই খারাপ হতে শুরু করে। যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় গুম-খুন কিংবা ভিন্নমতের পত্রিকা-টিভি বন্ধের মতো ঘটনায়।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কেন হলো না? এখানে সরকারের ভূমিকাই বা কতটা দৃশ্যমান?

এমন প্রশ্নে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, সরকারের দিক থেকেও পদক্ষেপের অভাব আছে।

“কোনো কোনো মিডিয়া যারা বস্তুনিষ্ট খবর প্রকাশের জন্য সুখ্যাতিসম্পন্ন, তাদেরকেও টার্গেট করা হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সরকার যে খুব ভালো বা ইতিবাচক কোনো অবস্থান নিয়েছে, সেটা বলার সুযোগ নাই।”

“এছাড়া জাতিসংঘের রিপোর্টে যেসব প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে যে, এসব প্রতিষ্ঠান মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ায় কাজ করেছে, অর্থাৎ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, তাদের সংস্কারের কথা কিন্তু বলা হয়েছিলো। কিন্তু সে বিষয়ে কোনো আলোচনা নেই। তাদের বিষয়ে কোনো কথা বললে সেটাও প্রকাশিত হয় না।”

এছাড়া ফোনে আড়িপাতার সমাপ্তি কীভাবে টানা হবে সেটাও স্পষ্ট নয় বলে জানান ইফতেখারুজ্জামান।

“ফোন ট্রাকিং এর জন্য বা নজরদারির জন্য যেসব যন্ত্রপাতি এর আগে আনা হয়েছে, সেগুলো তার জায়গাতেই রয়েছে। এগুলোর অপব্যবহার যে আবার হবে না তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। যদি না আমরা এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোর বাস্তব সংস্কারের দিকে না যাই। কিন্তু এর কোনো সম্ভাবনাই আমরা দেখছি না এখনো। এগুলো নিয়ে কথা বলাই যাচ্ছে না।”

দেখা যাচ্ছে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতে সরকার কী করছে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের পদক্ষেপ জানতে তথ্য উপদেষ্টার মন্তব্য চাওয়া হলেও পাওয়া যায়নি।

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোস্তফা ফিরোজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, গণমাধ্যম যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে সেটারই তো কোনো আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার।

তিনি বলেন, “গণমাধ্যম যদি স্বাধীন হয়, তাহলে টেলিভিশনগুলো সংকুচিত কেন? সে কেন মবের ভয় করছে? সে কেন মনে করছে যে আমি বিপক্ষ কাউকে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানালে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো। বরং এখনো গণমাধ্যমকে হুমকিই দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা বলেই যাচ্ছি যে গণমাধ্যম খারাপ। কিন্তু আমি তো মিডিয়াকে স্বাধীন করছি না।”

“যে কাঠামোর কারণে আমরা বলতাম যে মিডিয়া স্বাধীন না সেই কাঠামোই তো রয়ে গেছে। আপনি যে কোনো সময় যে কোনো প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে পারেন। সে ধারা তো এখনো আছে। বাতিল করেননি। আপনি তো ন্যূনতম একটা অধ্যাদেশও জারি করতে পারতেন। তারপর সংস্কারের জন্য সময় নিতেন। কিছুই তো হয়নি!” বলেন মোস্তফা ফিরোজ।

নিপীড়িত মুসলিমদের বাংলাদেশে

১২ পৃষ্ঠার পর

“সব অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে তাড়ানো হবে।” এরপরেই চাঁদোলা লেক এলাকায় প্রায় ১২,৫০০ ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর পেছনে যুক্তি দেওয়া হয়- “জাতীয় নিরাপত্তা“।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কে ঠিক করেছে- কারা অনুপ্রবেশকারী? যারা ভারতেই জন্মেছে, ভোট দিয়েছে, স্কুলে পড়েছে- তাদের পরিচয় কে মুছে দিল?

আবদুর রহমান নামের ২০ বছর বয়সী আরেক যুবক জানান, তাকে শুধু গৃহ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করাই হয়নি- তাকে মারধর করে জোর করে স্বীকার করানো হয় সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে। এরপর চোখ বেঁধে বিমানে, তারপর নৌকায়। তিন দিন নির্যাতনের পর তাকে সমুদ্রপথে জোর করে পানিতে ঠেলে দেওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে, সে বাংলাদেশে এসে প্রাণে বেঁচেছে। কিন্তু তার পরিবার, ভবিষ্যৎ, পরিচয়- সবই আজ অনিশ্চিত।

তার পিতার দেওয়া নথিপত্রে প্রমাণ মেলে- রহমান আহমেদাবাদেই জন্মেছেন, সেখানে স্কুলে পড়েছেন। অথচ এসব কিছুই ধোপে টেকে না এক ‘অপারেশন পরিচয় মুছো’র সামনে।

এই অভিযানে সবচেয়ে মর্মান্তিক যে দিকটি উঠে এসেছে তা হলো- নারী ও শিশুদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি। ২৮ মে, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী লালমনিরহাটে ৭২ বছর বয়সী মিসমা খাতুনকে ভারতীয় বাহিনী রাতের অন্ধকারে ঠেলে দেয়। তাকে দেখা গেছে অনুনয় করতে, “আমার তো একটা জীবন আছে” কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। পরে ভারত তাকে ফের নিয়ে গেলেও- এরপর তিনি নিখোঁজ। তার ছেলে বলছেন, তিনি প্রতিদিন খোঁজ নিচ্ছেন কিন্তু কোনো উত্তর নেই।

এই ধরনের নীরব ‘নির্বাসন‘, বিচারবহির্ভূত বহিষ্কার এবং ঘরবাড়ি ধ্বংস করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। তা সত্ত্বেও, ভারত সরকার কোনো দায় স্বীকার করছে না।

সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বিএসএফ এই ইস্যুতে কোনও মন্তব্যই করেনি।

লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ মোহসিন আলম ভাট বলেন, “এটা শুধু নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন নয়- এটা আন্তর্জাতিক আইনও ভাঙছে। সংবিধান, মানবিকতা, বিবেক-সবকিছু এ অভিযানে ক্ষতবিক্ষত।”

গুজরাট, যেখানে নরেন্দ্র মোদির রাজনৈতিক উত্থান শুরু, সেই রাজ্যে আজ মুসলমানরা ‘জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি’ হয়ে উঠেছেন। আর এই ধারণা জনসচেতনায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ-এর মুজাহিদ নাফিস বলেন, “মানুষ ভয় পাচ্ছে কথা বলতে। কারণ কেউ কথা বললেই তার গায়ে ‘দেশবিরোধী’ তকমা জুটে যাচ্ছে।”

শুধু যাদের নির্বাসন করা হয়েছে তারাই নয়, পরিবার, সন্তান, প্রতিবেশী- সবার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ জানে না আর কতদিন এই অভিযান চলবে, আর কতজন ‘অদৃশ্য’ হয়ে যাবে এই মারণ নীতির কবলে।

এই অভিযান ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে নতুন চাপ তৈরি করছে। বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে একাধিক বার্তা দিলেও- পরিস্থিতির উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। সবচেয়ে ভয়াবহ সত্য হলো- এই নির্মম বাস্তবতায় যাদের ভাগ্য সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচার, তারা নিজের দেশেই যেন পরবাসী হয়ে পড়েছেন।

এই ভয়ংকর মানবিক বিপর্যয়ের সামনে প্রশ্ন একটাই- আপনি কোথায় দাঁড়াবেন? মৌন থেকে এই অন্যায় মেনে নেবেন, নাকি বলবেন- না, এটা চলতে পারে না?

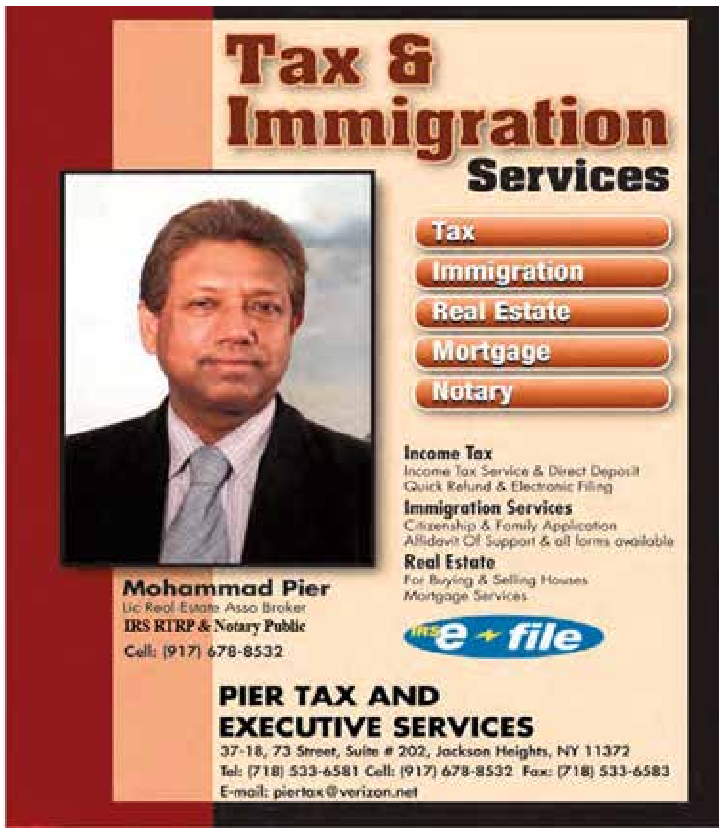

দক্ষিণ কোরিয়া: আত্মহত্যার শীর্ষে,

১২ পৃষ্ঠার পর

হারে কোরিয়া এখন বিশ্বের শীর্ষে। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন আত্মহত্যা করছেন। প্রতি লাখে মৃত্যুর হার ২৮.৩ জনড়একটি উন্নত দেশের জন্য ভয়ংকর এক পরিসংখ্যান। এত চাপ, এত দুঃখের মাঝেও মানুষ সন্তান আনবে কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার ভয়াবহ জন্মহার। বর্তমানে দেশটির গড় জন্মহার মাত্র ০.৭ শতাংশ, যা বিশ্বে সবচেয়ে কম। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই হার অব্যাহত থাকলে ২১ শতকের শেষে কোরিয়ার জনসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশে নেমে যাবে। এমনকি ২০৬০ সালের দিকে দেশটি একপ্রকার 'বৃদ্ধদের দেশ' হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। চামড়ার রঙ, মুখের গঠন, চোখের আকারড় এসবের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়িত হন কোরিয়ার মানুষ। কোরিয়ায় সুন্দর হওয়াটা শুধু সৌন্দর্যের ব্যাপার নয়, বরং চাকরি পাওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম শর্ত। অনেক অভিভাবক সন্তানদের কলেজ পাশের উপহার হিসেবে প্লাস্টিক সার্জারির খরচ দিয়ে থাকেন। একজন তরুণীর জীবনে সৌন্দর্য এমন গুরুত্ব পায় যে, প্রতি তিনজনের একজন কোরিয়ান নারী অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজেকে 'নতুন করে' গড়ে তোলেন। চাকরির ক্ষেত্রেও মুখের সৌন্দর্য বড় ভূমিকা রাখে। এজন্য কিছু প্রতিষ্ঠান একসময় ইন্টারভিউয়ের সময় মুখ দেখা নিষিদ্ধও করে দেয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়, কোরিয়ার সমাজে বাহ্যিক সৌন্দর্যের কতটা মূল্য।

সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করা যেন কোরিয়ানদের জীবনের নিয়ম হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, অবসরড়এসব শব্দ কেবল অভিধানেই টিকে আছে। ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী, কোরিয়ানরা বছরে গড়ে ১,৯১৫ ঘণ্টা কাজ করেছেন, যা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গড় সময়ের চেয়ে প্রায় ২০০ ঘণ্টা বেশি। এর ফলে কাজের চাপে ক্লান্ত শরীরে বাসা বাঁধছে নানা রোগ।

ন্যাশনাল হেলথ ইনস্যুরেন্সের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সিদের মধ্যেই এখন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, গাউট আর আর্থ্রাইটিসের মতো 'বুড়োদের রোগ' বেড়ে চলেছে। বাইরে থেকে যতটা ঝলমলে, ভেতরে ততটাই ছাইচাপা আগুন দক্ষিণ কোরিয়া। তরুণরা এক অদৃশ্য চাপের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি, বিনোদন আর উন্নয়নের দাপটের আড়ালে এ দেশটি যেন হারিয়ে ফেলেছে তার মানবিক আত্মাকে।

জলবায়ু সংকটের সামনে

১২ পৃষ্ঠার পর

নয়- এটি এখন, এই মুহূর্তে আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। এই মুহূর্তে রাষ্ট্র, শিল্প, প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকড়সবারই সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এখনই যদি আমরা সকলে মিলে পদক্ষেপ নেই, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারব। নইলে এই পৃথিবী থ াকবে ঠিকই কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ থাকবে গভীর অনিশ্চয়তার ছায়ায়।

জলবায়ু সংকটের ছায়ায় বিশ্ব অর্থনীতি-

জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক ইস্যু নয়, এটি এখন বৈশ্বিক রাজনীতি ও অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি। ধনী রাষ্ট্রগুলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে উন্নত হয়েছে, অথচ এখন তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে 'সবুজ অর্থনীতি' চায়। কিন্তু সেই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, অর্থ ও জ্ঞান এখনও তাদের হাতে সীমাবদ্ধ। প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জলবায়ু ন্যায্যতা ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা অসম্ভব।

বিশ্বব্যাপী বেসরকারি খাতও এই সংকটে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠছে। মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশনগুলো যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে, তা অনেক দেশের মোট নিঃসরণের চেয়েও বেশি। কিন্তু তারা দায় এড়াতে নানা কৌশলে 'কার্বন ক্রেডিট' কিনে নেয়, অথচ বাস্তব পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে, এই জলবায়ু সংকটের মধ্যে অস্তিত্বের লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলো এখন নিজেদের জলবায়ু কূটনীতিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তারা কণ্ঠ তুলছে 'খড়ংং ধহফ উধসধমব ঋঁহফ' বাস্তবায়নের পক্ষে। ঈঙচ২৮ সম্মেলনে এই দাবিটি কিছুটা স্বীকৃ তি পেলেও বাস্তবায়নের গতির অভাব সংকটকে দীর্ঘায়িত করছে।

দায় এখন সম্মিলিত-

জলবায়ু পরিবর্তন একটি গ্লোবাল এমারজেন্সি। এটি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কূটনীতি পর্যন্ত সব কিছুকে প্রভাবিত করছে। জলবায়ুর সংকট কেবল আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে না, এটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করছে, খাদ্য সংকট ডেকে আনছে, অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করছে এবং আমাদের প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তুলছে।

এই সংকট মোকাবেলায় দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। আমরা যদি এখনই সাহসী সিদ্ধান্ত না নিই- জ্বালানি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করি, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা না কমাই, প্রকৃতিকে পুনরুদ্ধার না করি- তাহলে এই পৃথিবী আমাদের আর জায়গা করে দেবে না।

পরিবর্তনের সময় এখন। মানুষ যদি পারে যুদ্ধ থামাতে, মানুষই পারবে এই পৃথিবী রক্ষা করতে।

ইলন মাস্ক কী যুক্তরাষ্ট্রের

৫ পৃষ্ঠার পর

বাইরে কার্যকর বিকল্প হিসেবে 'আমেরিকা পার্টি' গড়ে উঠবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। তিনি কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী নির্বাচনে সিনেটের দুই থেকে তিনটি আসন ও প্রতিনিধি পরিষদের ১০ গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রার্থী দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

মাস্কের মতে, কংগ্রেসে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ভোট ব্যবধান সামান্য। অল্প কয়েকটি আসনে জিতলেই 'বিতর্কিত আইনগুলোতে' নির্ধারকের ভূমিকায় থাকার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে আমেরিকা পার্টি।

ইলন মাস্কের রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ সফল হবে কী না, এ প্রশ্নের জবাবে ভ্যালডোস্টা স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও মার্কিন রাজনীতি বিশ্লেষক বার্নার্ড টামাস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় নতুন একটি দল কংগ্রেসে আসন জিতে সরকারে প্রভাব ফেলতে পারবে, এমন কোনো আভাস নেই। তিনি আরও বলেন, ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের বিপুল অর্থের পাশাপাশি রয়েছে শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো, পেশাদার রাজনীতিবিদ, পরামর্শদাতা ও বিজ্ঞাপন সংস্থার শক্তি। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 'আমেরিকা পার্টি'র ধারণা গড়ে উঠে। এটা মূলত মাস্ক-ট্রাম্পের বহুল আলোচিত বিরোধের পর প্রকাশ্যে আসে।

অধ্যাপক বার্নার্ডের মতে, রাগ ও প্রতিহিংসা থেকে যেসব ধারণার জন্ম হয়, সেগুলোর পেছনে স্পষ্ট কোনো পরিকল্পনা থাকে না। মাস্কের রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও কিছু দিক ভালোভাবে চিন্তা করে করা হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমেরিকা পার্টি ডোমেইনটি আগে থেকেই অন্য একজনের নামে নিবন্ধিত ছিল। সেই ব্যক্তি এখন এটি ৬৯ লাখ ডলারে বিক্রি করতে চান। আবার মাস্কের মালিকানাধীন এক্সেও (সাবেক টুইটার) আমেরিকা পার্টি নামে আগে থেকেই আইডি তৈরি করা ছিল। যার ফলে, নতুন করে 'আমেরিকা পার্টি এক্স' নামে হ্যান্ডেল চালু করতে হয়।

বার্নার্ডের বলেন, 'এখন পর্যন্ত মাস্কের দলের মূলনীতি বা আদর্শ, কোনোটিই স্পষ্ট নয়। শুধু বলা হয়েছে রিপাবলিকানদের সরকারি দেনা ও ঋণ বাড়ানোর উদ্যোগের বিরোধিতা করা হবে।'

পাশাপাশি মাস্ক বলেছেন, তার দল কিছু বিতর্কিত আইনেরও বিরোধিতা করবে। তবে এ ধরণের আইন কোনগুলো, তা স্পষ্ট করেননি এই ধনকুবের।

মাস্ক যেভাবে চিন্তা করছেন, সেভাবে তৃতীয় কোনো দল যুক্তরাষ্ট্রে বড় সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তবে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোকে সামনে এনে প্রধান দুই দলকে চাপে রাখার ক্ষেত্রে এই দলগুলো প্রভাব রাখে।

বার্নার্ডের মতে, তৃতীয় দলের কাজ হলো 'বিঘ্ন' সৃষ্টি করা। উদাহরণ হিসেবে তিনি উইসকনসিনের প্রগ্রেসিভ পার্টি ও মিনেসোটার ফার্মার-লেবার পার্টির কথা উল্লেখ করেন। এই দল দুইটি বেকারদের সহায়তা করা ও ব্যাংকিং খাত সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সাফল্য অর্জন করেছিল। রিপাবলিকান পার্টি ক্রমশ ডানপন্থা ও ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন (মাগা)' নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এটা তৃতীয় পক্ষের জন্য একদম আদর্শ সুযোগ। তৃতীয় দল হিসেবে আপনার কাজ হলো তাদের (রিপাবলিকানদের) এই অবস্থানের জন্য সমালোচনা করা এবং তাদের মাঝামাঝি পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

এভাবেই তৃতীয় পক্ষের দলগুলো সবসময় সফল হয়েছে। তবে তৃতীয় দল হিসেবে রাজনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করার চেয়ে যেসব দল ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে, তাদের সাফল্য তুলনামূলকভাবে কম। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি জরিপে দেখা গেছে, মানুষ তৃতীয় একটি রাজনৈতিক দল চায়। তবে সেটা কেমন হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মাস্ক নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে মানুষের কাছে জানতে চেয়েছিলেন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা উচিত হবে কি না। ঐ জরিপে ৬৫ শতাংশ মানুষ 'হ্যাঁ' বললেও জুলাইয়ের শুরুতে অপর এক জরিপে দেখা গেছে ১৪ শতাংশ ভোটার পূর্ণ সমর্থন করবেন, আর ২৬ শতাংশ ভোটার 'আংশিকভাবে' সমর্থন করবেন।

বার্নার্ড টামাসের ব্যক্তিগত মত, 'আমেরিকা পার্টি'র সাফল্যের পেছনে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি। সাধারণ মানুষ তাকে খুব বেশি পছন্দ করে না।

গত সপ্তাহের এক জরিপে দেখা গেছে, ৬০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মাস্ককে পছন্দ করেন না। বাকি ৪০ শতাংশের মধ্যে ৩২ শতাংশ তাকে পছন্দ করেন আর বাকিরা খানিকটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছেন। ইলন মাস্ককে মানুষ প্রযুক্তি খাতের দিকপাল ও উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই ভূমিকা থেকে বের হয়ে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সরকারি দপ্তর ডিওজিই'র প্রধান হিসেবে কাজ করতে যেয়ে নিন্দা কুড়িয়েছেন। এবার নিয়েছেন সরাসরি রাজনীতিতে জড়ানোর উদ্যোগ।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

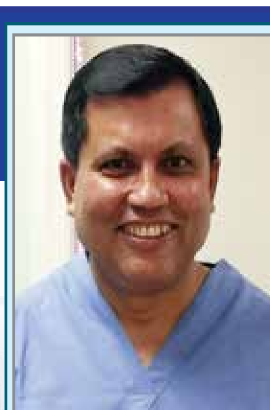

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

১লা ও ২রা আগষ্ট হার্ভার্ড ক্যাম্পাসে চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশান ইউএসএ-র দুইদিনব্যাপী কনভেনশন

পরিচয় রিপোর্ট : আগামী ১লা ও ২রা আগষ্ট যথাক্রমে শুক্র ও শনিবার বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও রয়্যাল সনেষ্টা হোটেল, কেমব্রিজে চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশান ইউএসএ-র ২০২৪-২৫ এর দুইদিনব্যাপী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। গত রবিবার ১৩ জুলাই রয়্যাল সনেষ্টা হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন কনভেনশনের আয়োজক চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশান ইউএসএ-র কর্মকর্তাবৃন্দ যাঁদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও এবারের কনভেনশনের চেয়ারম্যান রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী, কনভেনশনের আহবায়ক ও সংগঠনের ম্যাসাচুসেটস চ্যাপ্টারের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ জানে আলম, কনভেনশনের সদস্য সচিব ও সংগঠনের ম্যাসাচুসেটস চ্যাপ্টারের সভাপতি সাইফুর চৌধুরী টিপু, ইলিয়াস জামিল, আমিনা রশীদ, রাহাতিন আশেকিন রাহী, মোহাম্মদ মর্তুজা, শিমুল বড়ুয়া, প্রতাপ চন্দ্র শীল ও ফারজানা আহমেদ (শিমুল) প্রমুখ।

সংবাদ সম্মলেনের শুরুতে কনভেনশনের আহবায়ক মোহাম্মদ জানে আলম জানান, দুই বছর পর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এবারের কনভেনশনের যোগদানের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

কনভেনশনের সদস্য সচিব সাইফুর চৌধুরী টিপু জানান কনভেনশনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁরা আশা করছেন এবারের কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ষ্টেটে বসবাসরত চট্গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাধিক সাবেক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকবেন বলে তাঁরা আশা করছেন। কনভেনশনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সেমিনার, স্মৃতিচারণ, আড্ডা, পারস্পারিক পরিচিতি, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও নৈশভোজ। অতিথি শিল্পী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কিংবদন্তী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও এবারের কনভেনশনের চেয়ারম্যান রায়হানুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, কনভেনশনে আগত চট্গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা যাতে একটি বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারনা পেতে পারেন সেজন্যই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যায়ের ক্যাম্পাসকে কনভেনশনের ভেনু হিসাবে বেছে নওয়া হয়েছে । চিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশান ইউএসএ প্রসঙ্গে জনাব রায়হানুল ইসলাম বলেন, এটি যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বসবাসরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীদের সংগঠন, যেখানে গ্রাজুয়েশনপ্রাপ্ত কিংবা অতীতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্লাসে অংশ নিয়েছেন, তাঁরাও এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন। বর্তমানে সংগঠনের সাতটি ষ্টেট চ্যাপ্টার রয়েছে। তিনি আরো বলেনচিটাগাং ইউনিভার্সিটি এলামনি এসোসিয়েশান ইউএসএ-র সাথে যুক্তরাষ্ট্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের এলামনাইদের অন্যান্য সংগঠনসমুহের কোন বিরোধ নেই। তিনি ১লা ও ২রা আগষ্ট যথাক্রমে শুক্র ও শনিবার অনুষ্ঠিতব্য কনভেনশনে যোগ দেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানান। কনভেনশনে যোগ দিতে আগ্রহীরা ৯৭২-৮১৪০৭০০, ৭৮১-৫৮৮-৯৭৮৩ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
— সম্পাদক
ইতিহাস গড়ে হোয়াইট হাউজে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় কেমন হতে পারে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করাই হবে আমার প্রথম কাজ - ট্রাম্প
অভিবাসন ও অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাতের আশঙ্কা
অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন, ঘোষণা ট্রাম্পের
তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
বাংলাদেশ থেকে পাচারের ১৭ লাখ কোটি টাকা ফেরাবে কে
ট্রাম্প কি জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন?
মার্চে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
বিশ্বে যত উত্থান-পতন
নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাস: যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে নতুন আশঙ্কা
ভোটারের বয়স কমাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের আপত্তি, ইউনূসের প্রস্তাবের পক্ষে শুধু জামায়াত
ট্রাম্পের জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ২০ জানুয়ারী সোমবার
টিউলিপ সিদ্দিকের পতন ঘটাতে বাংলাদেশি ও ব্রিটিশ রাজনীতির আঁতাত
নির্বাহী আদেশ নিয়ে আদালতের বাধায় চাপে আছেন ট্রাম্প
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুর: সমালোচনার মুখে ইউনুস সরকারের উদ্যোগহীনতা
'সমাপনী' বক্তব্যে পাল্টাপাল্টি তোপ কমলা ও ট্রাম্পের
সস্তা শ্রমের অভিবাসী ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে অচল
আয়নাঘরের ভয়ংকর দুঃস্মৃতি
নির্বাচিত হলে বাইডেনের নীতি অনুসরণ করবো না
যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো দেশের রাষ্ট্রগঠনে নাক গলাবে না, সৌদি আরবে ট্রাম্প
আদর্শ মোকাবিলায় 'দল নিষিদ্ধ' কি কার্যকর পন্থা?
বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয়দের প্রতি অনলাইন বিদ্বেষ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে
STOP ASIAN HATE
DEPORT ILLEGALS NOW
END MIGRANT CRIME
মার্কিনদের হত্যায় জড়িত অভিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড চান ডোনাল্ড ট্রাম্প

প্রবাসে প্রাণের মিলনমেলা ইয়োলো সোসাইটির বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : উত্তর আমেরিকার অন্যতম পেশাজীবী সংগঠন ইয়োলো সোসাইটি। এটি কোনো রাজনৈতিক সংগঠন নয়, বরং একটি অরাজনৈতিক, পেশাজীবী সংগঠন। যারা কাজ করে প্রবাসীদের কল্যাণে, উন্নয়নে। বাঙালির শেকড়কে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ থাকে।

১৯৯৪ সালে নিউইয়র্কে যাত্রা শুরু করে ইয়োলো সোসাইটি। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই সংগঠন প্রবাসে বসবাসরত বাঙালিদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সেই সংগঠন ৩১ বছর পূর্ণ করেছেড়একটি গৌরবময় অর্জন, একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক।

তবে এই দীর্ঘ যাত্রা কখনো সহজ ছিল না। নানা বাধা-বিপত্তি, চড়াই উতরায় পেরিয়ে আজ ইয়োলো সোসাইটি। শুধু একটাই লক্ষ্য ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থরক্ষা। পেছনে ফিরে না তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে ড় একসাথে, একটি পরিবার হয়ে।

এই প্রবাসীদের অনেক দূরে বাংলাদেশে রেখে আসা প্রিয়জনদের দেখা হয় না বহু বছর ধরে। সেই শূন্যতা থেকেই কিছু পরিশ্রমী, মেধাবী সংগঠক গড়ে তোলেন ইয়োলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইনক। যা প্রবাসের মাটিতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের একটি শক্তিশালী উদাহরণ।

যার লক্ষ্য, সবার সঙ্গে সবার যোগাযোগ, সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি, সুখে দুঃখে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, প্রিয় মাতৃভূমির শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আয়োজন করা হয় বনভোজন। ১৩ জুলাই নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে ৩২তম বনভোজন হয়। শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসী বাংলাদেশিরা এতে অংশ নেন। কেউ এসেছেন পরিবারের সঙ্গে, কেউ বন্ধুদের নিয়ে। কেউ এসেছেন দীর্ঘদিন পর দেখা করতে পুরোনো মুখগুলোর সাথে। এই বনভোজন যেন এক ধরনের পুনর্মিলনীড় পরিচিত-অপরিচিতের ভিড়ে গড়ে ওঠে নতুন বন্ধন, তৈরি হয় গভীর সম্পর্ক। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলা উৎসবটি হয়ে ওঠে প্রবাসী জীবনের এক স্বর্ণালি দিন। আয়োজনে ছিল প্রাণবন্ত খেলাধুলা। নানা প্রতিযোগিতা, রেফেল ড্র, সংস্কৃতি অনুষ্ঠান, কনসার্ট। যেখানে প্রবাসী শিল্পীরা গানে গানে ছড়িয়ে দেন মুগ্ধতা। গান পরিবেশন করেন রোজিও আজাদ, অমিত কুমার দে ও তানভীর শাহিন। ইয়োলো সোসাইটির এই বনভোজনে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'সম্প্রতি ১২' এর।

সভাপতি মো. মাসুদ রানা বলেন, এ বনভোজন কেবল বিনোদনের আয়োজন নয়, এটি আমাদের ঐক্য, পারস্পরিক ভালোবাসা ও সংস্কৃতি উদ্‌যাপনের এক সেতুবন্ধন। এই আয়োজনের পেছনে যারা কাজ করেছেন, যারা স্পন্সর, যাদের সহযোগিতা ছাড়া এত সুন্দর আয়োজন করা সম্ভব হতো না তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সাধারণ সম্পাদক শাহিদুল হক রোশন বলেন, আমাদের এই সংগঠনটি প্রবাসের মাটিতে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের একটি

শক্তিশালী উদাহরণ। এতবড় আয়োজন করতে গেলে কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সব ভুলের দায় আমি নিচ্ছি। আর সফলতা সবগুলো সাধারণ সদস্য, কার্যকরী পরিষদ, এবং বনভোজন ও উপকমিটির সবার। আহ্বায়ক শামীম গফুর বলেন, প্রথমবারের মতো বনভোজন কমিটির আহবায়কের দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত। এটি সোসাইটির ব্যানারে ৩২তম বনভোজন। ইয়োলো সোসাইটি চিরজীবী হোক। সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করি। তিন দশক পার করে আজও সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে ইয়োলো সোসাইটি। ভবিষ্যতেও তারা হবে প্রবাসীদের শক্তিশালী ভরসার জায়গাড়এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

ইয়োলো সোসাইটির এই আয়োজন প্রমাণ করেড় প্রবাসে থেকেও, আমরা হারাইনি আমাদের শেকড়। আমরা বাঙালি, আমরা একতাবদ্ধ। এই মিলনমেলা চলুক প্রতি বছর, নতুন নতুন স্মৃতি নিয়ে। - জলি আহমেদ প্রেরিত

বসবাসের জন্য বিশ্বের সেরা ১০ শহরের তালিকায় নেই

৫২ পৃষ্ঠার পর

দেখে নেওয়া যাক।

১. কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক)

এবার লাইভেবিলিটি ইনডেক্সে বা বসবাসের জন্য সেরা শহরের সূচকে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে সবচেয়ে সুখী মানুষের শহরের তালিকায় প্রথম স্থান দখল করা কোপেনহেগেন। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাকে সরিয়ে কোপেনহেগেন লাইভেবিলিটি সূচকে ১ নম্বরে উঠে এসেছে।

শহরটিতে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। এখানে কেউ চাপে বা তাড়াহুড়াতে নেই। খোলাবাজার আর পার্কে শিশুদের ছুটাছুটি আর কোলাহল দেখে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

২. ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)

টানা তিন বছর লাইভেবিলিটি সূচকে সবার ওপরে থাকা ভিয়েনা এবার এক ধাপ পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসেছে। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা স্বাস্থ্যসেবায় নিখুঁত স্কোর ধরে রেখেছে, যা এখনো অন্য সব শহরের চেয়ে এগিয়ে। পাশাপাশি শিক্ষা ও অবকাঠামোতে এটি পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। ফলাফলড়এমন একটি শহর, যাকে নিয়ে বাসিন্দারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

৩. জুরিখ (সুইজারল্যান্ড)

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর জন্য প্রসদ্ধি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ। গ্লোবাল লাইভেবিলিটি র্যাঙ্কিংয়ে জুরিখ শিক্ষায় ১০০তে ১০০ নম্বর পেয়েছে শহরটি। এ থেকে বুঝাই যায় শহরটির শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থা কতটা উন্নত ও বিশ্বমানের।

৪. মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)

তালিকায় চার নম্বরে স্থান পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলবোর্ন। শহরটি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় সবচেয়ে ভালো স্কোর তুলেছে। পাশাপাশি সংস্কৃতি ও পরিবেশেও শহরটি অনেক ভালো স্কোর তুলেছে।

৫. জেনেভা (সুইজারল্যান্ড)

জনকল্যাণমূলক নীতি ও সুশৃঙ্খল অবকাঠামোর কারণে সুইজারল্যান্ড ধারাবাহিকভাবে জীবনযাত্রার মানের দিক থেকে প্রথম সারির দেশ। দেশটির দুটি শহর বসবাসের জন্য সবচেয়ে ভালো শহরের তালিকায় প্রথম পাঁচে স্থান পেয়েছে।

৩ নম্বরে জুরিখের পর ৫ নম্বরে জেনেভা।

স্বাস্থ্যসেবা ও অবকাঠামোয় জেনেভা নিখুঁত স্কোর করেছে। পাশাপাশি শহরটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সহজে চলাচলের উপযোগী।

৬. সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)

এই তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার আরও এক শহর সিডনি স্থান পেয়েছে। শহরটি লাইভেবিলিটি স্কোরে ৯৬ দশমিক ৬ নম্বর পেয়ে তালিকায় ৬ নম্বরে উঠে এসেছে সিডনি। গত বছর শহরটি ছিল ৭ নম্বরে। সিডনি স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় পূর্ণ ১০০ স্কোর পেয়েছে। পাশাপাশি স্থিতিশীলতায় ৯৫, অবকাঠামোয় ৯৬ দশমিক ৪ এবং সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিভাগে ৯৪ দশমিক ৪ নম্বর পেয়েছে।

৭. ওসাকা (জাপান)

তবেস এই সূচকে শীর্ষ দশ শহরের মধ্যে একমাত্র শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে জাপানের ওসাকা। ৭ নম্বরে থাকা ওসাকা স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় নিখুঁত স্কোর অর্জন করেছে। যদিও শহরটি প্রায়ই আলোঝলমলে রাজধানী টোকিওর ছায়ায় ঢাকা পড়ে। তবে ওসাকায় রয়েছে নিজস্ব ছন্দে চলা এক জীবনধারা এবং সেটাই এখানকার বাসিন্দাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

৮. অকল্যান্ড (নিউজিল্যান্ড)

সূচকে ৯৬ নম্বর পেয়ে তালিকায় ৮ নম্বরে উঠে এসেছে অকল্যান্ড। অকল্যান্ড শিক্ষায় পূর্ণ ১০০ স্কোর পেয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবায় ৯৫ দশমিক ৮, স্থিতিশীলতায় ৯৫, অবকাঠামোয় ৯২ দশমিক ৯ এবং সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিভাগে ৯৭ দশমিক ৯ নম্বর পেয়েছে।

৯. অ্যাডিলেড (অস্ট্রেলিয়া)

শীর্ষ ১০এ স্থান পাওয়া অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় শহর অ্যাডিলেড। এ বছর শহরটি ৯৫ দশমিক ৯ নম্বর পেয়ে তালিকায় ৯ নম্বরে উঠে এসেছে, গত বছর ছিল ১১ নম্বরে। অ্যাডিলেড স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় পূর্ণ ১০০ স্কোর পেয়েছে। এ ছাড়া স্থিতিশীলতায় ৯৫, অবকাঠামোয় ৯৬ দশমিক ৪ এবং সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিভাগে ৯১ দশমিক ৪ নম্বর পেয়েছে।

১০. ভ্যাঙ্কুভার (কানাডা)

উত্তর আমেরিকার একমাত্র শহর হিসেবে শীর্ষ দশে জায়গা পেয়েছে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার। কানাডার আরেক শহর ক্যালগেরির এ বছর বড় পতন হয়েছে। ২০২৪ সালে ক্যালগেরি পঞ্চম স্থানে ছিল। এ বছর নেমে গেছে ১৮তম স্থানে। মূলত স্বাস্থ্যসেবা সূচকে নম্বর কম পাওয়ায় ক্যালগেরির এ পতন।

তবে ৯৫ দশমিক ৮ নম্বর পেয়ে শীর্ষ ১০এ স্থান করে নিয়েছে ভ্যাঙ্কুভার। কানাডার শহরটি শিক্ষায় পূর্ণ ১০০ স্কোর পেয়েছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসেবায় ৯৫ দশমিক ৮, স্থিতিশীলতায় ৯৫, অবকাঠামোয় ৯২ দশমিক ৯ এবং সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিভাগে ৯৭ দশমিক ২ নম্বর পেয়েছে।

সন্দ্বীপ সোসাইটির উদ্যোগে নর্থ আমেরিকার বৃহত্তম পিকনিক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১২ই জুলাই প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মত সন্দ্বীপ বাসীর উপস্থিতিতে নর্থ আমেরিকার সব চাইতে বৃহৎ পিকনিক অনুষ্ঠিত হয় আপ স্টেট নিউ ইয়র্ক এর রকল্যান্ড লেক স্টেট পার্কে। প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তর সংগঠন সন্দ্বীপ সোসাইটির উদ্যোগে সুশৃঙ্খল পিকনিকে ২২ টি বাস ও প্রায় ৬০০ মতো প্রাইভেট গাড়ি করে নিউ ইয়র্ক সহ বিভিন্ন স্টেট থেকে বিশেষ করে বাফালো, আলবানি, নিউ জার্সি, মেরিল্যান্ড , কানেক্টিকাট সহ আরো অন্যান্য স্টেট থেকে সন্দ্বীপবাসী ও মেহমানগন এই পিকনিক এ অংশ নেন। এ যেন প্রবাসে এক খন্ড সন্দ্বীপ।

উপস্থিত অতিথি দেড় মধ্যে কয়েক শতাধিক তরমুজ কেটে প্রতি টেবিলে টেবিল এ পরিবেশন করা হয়। বাচাদের জন্য সারাক্ষন রকমারি চিপস ও খেলনা বিতরণ করা হয়, সারাদিন ধরে ফ্রেশলী মেড চা পরিবেশন করা হয়। দুপুর একটা থেকে প্রত্যেক মেহমানকে টেবিলে অত্যন্ত সুস্বাদু লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ছিল সেই পরিবেশনা, কোন রকম বিন্দু মাত্র সমস্যা ছাড়াই এই বিশাল কার্যটি সম্পন্ন হয়। লাঞ্চ এর পর সবাইকে পায়েশ পরিবেশন করা হয়, পাশাপাশি দেশীয় স্টাইল এ পান সুপারিও পরিবেশিত হয়।

সন্দ্বীপ সোসাইটির কর্মকর্তা গণ ছাড়াও প্রায় শতাধিক সেচ্ছাসেবক এই পরিবেশনায় অংশ নেন।

পিকনিক এ প্রায় নয়টির মতো আকর্ষণীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল। এবং ছিল আকর্ষণীয় ২৭ টি পুরুস্কার, যা স্পনসর করেন জনাব আব্দুল কাদের মিয়া।

বিকেলে সন্দ্বীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন এর পরিচালনায় আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে পুরুস্কার বিতরণী ও টোকেন এর ড্র ও অনুষ্ঠিত হয়. মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর কাদের সোহাগ,কনভেনর আব্দুস সালাম লাবু , মেম্বার সেক্রেটারি ইমরুল হাসান আরফান ,সোসাইটির সাবেক সভাপতি বৃন্ধ ,ট্রাস্টি , উপদেষ্টা মন্ডলী, গ্রান্ড স্পনসর কাজী হায়াৎ নজরুল , গোল্ড স্পনসর মোশারফ হোসাইন, সিলভার স্পনসর সিপিএ মোহাম্মদ ফরহাদ,সাবেক সেক্রেটারি বৃন্ধ।

আলোচনা সভার পর পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয় এবং টোকেন এর ড্র অনুষ্ঠিত হয়. ড্র এর প্রথম পুরুস্কার পান উপদেষ্টা সিরাজদৌলা জামশেদ। এটি স্পনসর করেন লায়ন ফজলুল কাদের। সাধারণ সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আলমগীর হোসাইন পিকনিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান.

সভার সভাপতি ফিরোজ আহমেদ আহবায়ক কমিটি, কার্যনির্বাহী কমিটি, সকল স্পন্সর, ট্রাস্টি, উপদেষ্টা মন্ডলী, সকল স্বেচ্ছাসেবক, এবং কমিটির বাইরে থেকেও যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম মনিরুল ইসলাম, ওয়ালিদুল ইসলাম চেয়ারম্যান, ফখরুল ইসলাম, ফোরকান উদ্দিন, এস এম ফেরদৌস, মাকসুদুর রহমান, সহ এই পিকনিক এ যারাই বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

সংগঠনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সংক্ষিপ্ত আকারে বিগত দেড় বছরে তাদের গৃহীত কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তার মধ্যে বিশেষ করে এই সময়ে ২২ জন সন্দ্বীপ বাসী মৃত্যুবরণ করলে তাদের সম্পূর্ণ দাফন এর ব্যবস্থা করা, ৭ জনকে ২১,০০০ ডলার অনুদান প্রদান, সোসাইটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেড় বছরে প্রায় ৭ লক্ষ ডলার এর ফ্রি বিতরণ সহ বাকি সকল কর্মকান্ডের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। বিকেলে ফিরার সময় সবাইকে স্যান্ডউইচ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যা ৬:৩০ টায় ২২ টি বাস ও প্রাইভেট গাড়ী গুলু পার্ক থেকে যার যার গন্তব্যে নিরাপদে ফিরে যায়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

আন্তর্জাতিক লায়ন্স কনভেনশনে উজ্জ্বল বাংলাদেশি মুখ : নিউ ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২০ আর২ এর গভর্নর আসেফ বারী

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল এর ১০৭তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন, যা বিশ্বজুড়ে মানবসেবার অঙ্গীকারকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। বিশ্বের ১৯৫টি দেশের প্রায় ২০ হাজার প্রতিনিধি এই মহতী আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন, যা এটিকে সেবামূলক সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ মিলনমেলায় পরিণত করেছে। ১৩ জুলাই শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই কনভেনশন অরল্যান্ডো কনভেনশন সেন্টারকে বিশ্ব লায়ন্সদের পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছে। ফ্লোরিডার অরল্যান্ডো শহরে চলমান লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল-এর ১০৭তম মহা সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে লায়ন্স নেতৃবৃন্দের মিলনমেলায় এক উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে নিউ ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর নবনির্বাচিত গভর্নর আসেফ বারী এর। তার সঙ্গে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে অংশ নিয়েছেন তার সহধর্মিণী লায়ন মুনমুন হাসিনা বারী এবং তাদের সন্তান আদিব বারী। তাদের উপস্থিতি এবারের সম্মেলনকে আরও বিশেষ করে তুলেছে।

এইবারের সম্মেলনটি বিশেষত ২০২৫-২৬ মেয়াদের নবনির্বাচিত লায়ন্স গভর্নরদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রবিবার রাতে প্রায় ৭৪০ জন নতুন গভর্নরের জন্য এক বর্ণাঢ্য "সেলিব্রেশন" এর আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল গভর্নরকে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল থেকে একই রঙের শার্ট প্রদান করা হয়, যা তাদের

ঐক্যের প্রতীক। কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত গভর্নররা তাদের পরিবার এবং সহকর্মীদের নিয়ে অংশ নেন। মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশনা, সুস্বাদু খাবার এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে এই সেলিব্রেশনটি এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি কেবল একটি সামাজিক আয়োজন ছিল না, বরং নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানানোর এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপনের এক চমৎকার সুযোগ তৈরি করেছে।

নবনির্বাচিত গভর্নরদের বিশেষ সংবর্ধনা:

১৩ জুলাই রবিবার রাতে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য "সেলিব্রেশন ডিনার" এ আসেফ বারী তার পরিবার নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই ডিনারটি ছিল ২০২৫-২৬ মেয়াদের নবনির্বাচিত গভর্নরদের জন্য একটি বিশেষ সংবর্ধনা, যেখানে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৭৪০ জন নতুন গভর্নর একত্রিত হয়েছিলেন। লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল থেকে তাদের সবাইকে একই রঙের শার্ট দেওয়া হয়, যা তাদের নতুন নেতৃত্বের সংহতি ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। এই আয়োজনটি ছিল চোখ ধাঁধানো এবং স্মরণীয়, যেখানে দেশ-বিদেশ থেকে আগত গভর্নররা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটান। সুস্বাদু খাবার, লাইভ মিউজিক এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজনের মাধ্যমে এই সেলেব্রেশনটি একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

প্যারেড অফ নেশনস এ অংশগ্রহণ:

গত ১৪ জুলাই সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় লায়ন্স কনভেনশনের অন্যতম আকর্ষণীয় দিক, "প্যারেড অফ নেশনস"। বিশ্বের প্রতিটি দেশের এবং লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীকী পোশাক পরিধান করে এই বর্ণিল শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এই প্যারেডে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের ইনকামিং প্রেসিডেন্ট এ.পি. সিং, প্রাক্তন প্রেসিডেন্টগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় লায়ন্স নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই বর্ণিল শোভাযাত্রায় আসেফ বারী শুধু নিউ ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর প্রতিনিধিত্ব করেননি, একজন বাঙালি বংশোদ্ভূত লায়ন্স নেতা হিসেবে তিনি বাংলাদেশ থেকে আগত লায়ন্স সদস্যদের সঙ্গেও তাদের প্যারেডে অংশ নেন। তার এই দ্বৈত অংশগ্রহণ বিশ্বজুড়ে লায়ন্সদের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির এক চমৎকার বার্তা বহন করে। প্যারেড চলাকালীন, গভর্নর আসেফ বারী লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের ইনকামিং প্রেসিডেন্ট এ.পি. সিং সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক পরিচালক এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন, যা তার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক পরিচয়ের ইঙ্গিত দেয়। হাজার হাজার লায়ন্স সদস্য নিজ নিজ দেশের পতাকা হাতে, বিভিন্ন রঙের পোশাকে সেজে এই প্যারেডে অংশ নেন, যা বিশ্বজুড়ে লায়ন্সদের একতা ও বৈচিত্র্যের এক চমৎকার প্রদর্শনী ছিল। এটি শুধু একটি শোভাযাত্রা ছিল না, বরং মানবতার সেবায় নিবেদিত এই বিশাল পরিবারের বিশ্বজনীন বন্ধনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

আসেফ বারী মতো নবীন ও উদ্যমী নেতৃত্বের আগমন লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের ভবিষ্যৎ পথচলায় নতুন গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। তার নেতৃত্ব নিউ ইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২-তে সেবামূলক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করবে এবং কমিউনিটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল সারা বিশ্বে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ এবং যুবকদের ক্ষমতায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে যাচ্ছে। নবনির্বাচিত গভর্নররা এই লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। অরল্যান্ডোর এই সম্মেলন কেবল একটি মিলনমেলা নয়, এটি বিশ্বজুড়ে মানবিক সেবার অঙ্গীকারকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। আসেফ বারীর মতো নেতৃত্বের মাধ্যমে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল আগামী দিনগুলোতে আরও বৃহত্তর পরিসরে মানব কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইলন মাস্ক-ও'ডোনেল-মামদানির নাগরিকত্ব বাতিল

৫২ পৃষ্ঠার পর

অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার কোনো প্রমাণ নেই, একজন রক্ষণশীল আইনপ্রণেতা তার নাগরিকত্বের বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ইলন মাস্ক এবং জোহরান মামদানি দুজনই ন্যাচারালাইজেশন প্রক্রিয়ায় মার্কিন নাগরিক হয়েছেন। মাস্ক দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০২ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। মামদানি জন্মগ্রহণ করেন উগান্ডার কামপালায় এবং ২০১৮ সালে মার্কিন নাগরিক হন।

ও'ডোনেলকে নিয়ে ট্রাম্প ট্রুথ সোশালে লিখেছেন, এই কৌতুক অভিনেত্রী আমাদের মহান দেশের স্বার্থের পরিপন্থী। আমি তার নাগরিকত্ব বাতিলের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। সে মানবতার জন্য হুমকি।

এটি ট্রাম্প ও ও'ডোনেলের দীর্ঘদিনের সামাজিক মাধ্যমে চলা বাকযুদ্ধের সর্বশেষ পর্ব। ট্রাম্প ঠিক কী কারণে এই পোস্ট দিয়েছেন, তা স্পষ্ট করেননি।

উল্লেখ্য, ও'ডোনেল চলতি বছরের জানুয়ারিতে তার ১২ বছর বয়সী সন্তানকে নিয়ে আয়ারল্যান্ডে চলে গেছেন। সম্প্রতি তিনি টেক্সাসে ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি এ বছর শুরুর দিকে জানান, আয়ারল্যান্ডে তার দাদা-দাদির বংশধর হওয়ায় তিনি আইরিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন।

ট্রাম্পের মন্তব্য বিষয়ে মাস্ক এক্সে লিখেছেন, এটি আরও বড় করে তুলতে খুব ইচ্ছা করছে। খুব, খুব ইচ্ছা করছে। তবে আপাতত আমি বিরত থাকছি।

নিজের প্রতিক্রিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে মামদানি বলেন, ১৭ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমাকে গ্রেপ্তার করা উচিত, আমাকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা উচিত, আমার নাগরিকত্ব বাতিল করা উচিত। তিনি এসব কথা বলেছেন আমাকে ঘিরে যে কিনা এই শহরের প্রথম অভিবাসী মেয়র হতে পারে, প্রথম মুসলিম এবং প্রথম দক্ষিণ এশীয় মেয়র হিসেবেও ইতিহাস গড়তে পারে। তিনি এসব কথা বলেছেন, কেবল আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার চেহারা বা কথা বলার ধরণ দেখে নয়ড়বরং এজন্য যে, আমি কী নিয়ে লড়ছি, তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে তিনি এমন করছেন। রোসি ও'ডনেল ইনস্টাগ্রামে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের জবাবে লেখেন তুমি আমার নাগরিকত্ব বাতিল করতে চাও? তাহলে চেষ্টা করে দেখো, আমাকে চুপ করানোর অধিকার তোমার নেইড়আর কোনো দিন ছিলও না। সূত্র: সিএনএন

জোহরান মামদানির নিউ ইয়র্ক জয়ের স্বপ্ন, কতটা বাস্তব?

৫০ পৃষ্ঠার পর

প্রচারে এতটাই ব্যাপক সাড়া মিলেছে যে, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেও প্রাইমারি দৌড় থেকে পিছিয়ে পড়েন। জোহরানের এই জয় শুধু তার নিজের দলকেই নয়, ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদেরও বিস্মিত করেছে। রিপাবলিকানরা সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনি প্রচারণার নতুন কৌশল দেখে অবাক হয়েছেন। সহজ কথায়, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের উন্নতির কথা বলে মামদানি রাজনীতির মাঠে এগিয়ে এসেছেন।

মামদানির ওপর আক্রমণের দুটি দিক রয়েছেড়একজন মার্কিন নাগরিক হয়েও তিনি 'শ্বেতাঙ্গ' অভিবাসী নন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি একজন মুসলিম। তাই বর্ণবাদ এবং ইসলামোফোবিয়া একসঙ্গে কাজ করেছে। তবুও, তার নির্বাচনি প্রচারণা এত সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে যে, ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান উভয় শিবিরের প্রচারকরা অবাক হয়ে গেছেন। কেউ কেউ তার এই জয়কে 'অতি বাম' প্রবণতা হিসাবে বর্ণনা করছেন, আবার কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রে 'সামাজিক গণতন্ত্র' চালু করার চিন্তাভাবনা আছে কিনা, তা নিয়ে ভাবছেন। একইসঙ্গে তার মুসলিম পরিচয় এবং ফিলিস্তিনিদের দুঃখ-কষ্টের কথাও তার প্রচারে উঠে এসেছে। জোহরান নিজের মুসলিম পরিচয় লুকিয়ে রাখার কোনো চেষ্টা করেননি, বরং বুক ফুলিয়ে আরবি-ফারসিতে প্রচারণা চালিয়েছেন।

প্রাইমারিতে মামদানির এই জয় এশিয়ার বাম দলগুলোকে বেশ উচ্ছ্বসিত করছে, কারণ তাদের আদর্শ পুঁজিবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই বছরের নভেম্বরে আসন্ন নির্বাচনে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদের জন্য মামদানি অন্যতম দাবিদার। তবে তার দৃঢ় ফিলিস্তিন নীতির অবস্থান তার জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন। যদিও এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটি ঐতিহ্যগতভাবে ইহুদিদের একটি শক্ত ঘাঁটি এবং 'ইহুদি-বিদ্বেষ'-এর বিরুদ্ধে এখানে বেশ শক্ত জনমত রয়েছে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, উদারবাদী ভাবনার চারণক্ষেত্র হলেও নিউ ইয়র্ক কিন্তু পুঁজিরও পীঠস্থান। আর তা নিয়ন্ত্রণ করে গত শতকে ইউরোপ থেকে যুক্তেরাষ্ট্রে পাড়ি দেওয়া বেশ কয়েকটি ইহুদি পরিবার। এর ওপর ডনাল্ড ট্রাম্প এই ইস্যুগুলো সামনে রেখে বেশিরভাগ মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তহবিল বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা পুরো পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। মামদানির কৌশলগত জয় ভবিষ্যতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নির্বাচনি প্রচার পদ্ধতিতে আরও পরিবর্তন আনবে তা মোটামুটি নিশ্চিত। ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থানের জন্য তরুণ প্রজন্মকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে মামদানির দক্ষতা রিপাবলিকান পার্টিতেও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে 'ইহুদি-বিদ্বেষের জন্মস্থান' হিসেবে চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে, বাম এবং সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলো উৎসাহিত হতে পারে। এশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা হয়তো মামদানির জয়কে কঠিন সময়ে আশার আলো হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন, যখন গোটা বিশ্ব ডানপন্থায় মোড় নিচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ফ্যাসিবাদের ধারা আবিষ্কৃত হচ্ছে। সেখানে এই জয় টনিকের মতো কাজ করতে পারে।

একদিকে দক্ষিণপন্থী পুঁজিবাদী ভাষ্য, আর অন্যদিকে উদারবাদী বামপন্থাড়এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট প্রকট আজকের মার্কিন মুল্লুকে।

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন বনভোজন-২০২৫ : নিউইয়র্কের ফেরী পার্ক হয়ে উঠে একখন্ড সিলেটে, পরিণত হয় প্রাণের মিলনমেলায়

পরিচয় ডেস্ক : কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের বার্ষিক বনভোজে দেড় হাজারের বেশি প্রবাসীদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ফেরী পার্ক পয়েন্ট যেনো হয়ে উঠে এক খন্ড সিলেটে। সেই সাথে পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায়। দিনভর আনন্দ আড্ডা, গান, খেলাধূলা ও র‍্যাফেল ড্র সহ নানা রকমের বাঙালী খাবারের আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে দিনটি কাটান সকলে।

নদীর ধারে প্রাকৃতিক সবুজে ছায়াঘেরা নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস ফেরী পার্ক পয়েন্ট এর বিস্তীর্ণ প্রান্তর গত ১৩ জুলাই রোববার যেন একদিনের জন্য পরিণত হয়েছিল প্রবাসের এক খণ্ড প্রাণের কুলাউড়ায়। কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক পিকনিক, যেখানে প্রবাসে ছড়িয়ে থাকা কুলাউড়াবাসী হৃদয়ের টানে একত্রিত হন প্রাণের এই মিলনমেলায়। কুলাউড়াবাসীদের স্মৃতিময় আপন আত্মীয়তায় মোড়ানো দিন, পরিচিত মুখের হাসিতে, চেনা কণ্ঠের ডাক আর শৈশবের গল্পে বনভোজনস্থল হয়ে উঠেছিল এক অনন্য দিন।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, কানেকটিকাট, ফিলাডেলফিয়া, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, মিশিগান ও ওয়াশিংটন ডিসি সহ আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারোধিক কুলাউড়াবাসী পরিবার-পরিজন নিয়ে অংশ নেন এই আয়োজনে। কারও হাতে ছোটদের হাত ধরা, কারও বুকে স্মৃতির মলাট, সব মিলিয়ে ফেরী পার্ক হয়ে ওঠে প্রবাসী কুলাউড়াবাসীদের এক আবেগঘন আবাস। দিনের শুরুতে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের শুভ সূচনা করেন আমন্ত্রিত অতিথি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রউফ ও ডেমোক্র্যাট পার্টির লিডার এটর্নী মঈন চৌধুরী। বনভোজনে দিনভর চলেছে হাসি-আড্ডা, নাচ-গান, শিশুদের দৌড়ঝাঁপ আর কুইজ ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতায়। ছিল নারীদের মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা, ফুটবল খেলা, র‍্যাফেল ড্র আর শিশুদের জন্য ছিলো আকর্ষণীয় পুরস্কারের আয়োজন। এর পাশাপাশি মুখরোচক বাঙালী খাবারের বাহার যেন বাড়িয়ে দেয় উৎসবের রঙ। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তানভীর সজিব। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে দুপুরের খাবার সবই ছিল বনভোজন আয়োজকদের স্নেহস্পর্শে সাজানো, যেন বাড়ির স্বাদও ফিরে আসে এমন আপ্যায়নে।

বনভোজনে এনওয়াইপিডি'র কর্মকর্তারা ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার, আর র‍্যাফেল ড্র-তে ছিল চমকপ্রদ উপহার।

কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুর রহমান সুয়েবের সঞ্চালনায় বনভোজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, প্রবীণ রাজনীতিবিদ লুৎফুর রহমান চৌধুরী হেলাল, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসন কুনু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, জাকির চৌধুরী সিপিএ, জালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম, নিউকো'র সভাপতি মোহাম্মদ রফিকউদ্দিন চৌধুরী রানা, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক সদস্য আব্দুল হাসিম হাসনু, সোসাইটির নির্বাচন কমিশনার আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন, এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর সিইও নজরুল ইসলাম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিন, বাকা'র সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান রুহেল, ভাটেরা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশীদ তালুকদার, এনওয়াইপিডির পুলিশ কর্মকর্তা কারাম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন অরটিজ, ক্যাপ্টেইন পেরেজ, ডিটেক্টিভ রাসেক মালিক, সার্জেন্ট মেহেদী মালিক, অফিসার মাহবুবুর জুয়েল, মোহাম্মদ হালিম, সার্জেন্ট আনসার আলী, আব্দুল মুক্তাদির সৈয়দ মোস্তাকিম, মামুন সর্দার প্রমুখ।

এছাড়াও ছিলেন কুলাউড়া এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ফারুক চৌধুরী, মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোশাহিদ জে রাশেদ, সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী, সাবেক সভাপতি শাহ্ আলাউদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশনার মুকিত চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশীদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন লিটন সহ এসোসিয়েশনের বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ।

সকল আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে দিনের শেষে, যখন নদীর ওপারে সূর্যটা ধীরে ধীরে অস্তগামী আকাশে ভেসে ওঠে সোনালি রঙের ক্যানভাসে, তখন যেন সবারই মনে একটাই অনুভব এটা শুধু ফেরী পার্ক নয়, এ তো হৃদয়ের কুলাউড়া, প্রবাসে একখণ্ড কুলাউড়ার ছড়িয়ে থাকা শিকড়ের উষ্ণ প্রতিচ্ছবি। হৃদ গভীরে গেঁথে থাকা স্মৃতির রঙে রাঙানো কুলাউড়া এসোসিয়েশনের এমন আয়োজন যেন প্রতি বছরই হয়ে ওঠে আত্মপরিচয়ের উদযাপন, ভালোবাসা আর বন্ধনের দীপ্ত আলোকবর্তিকা- এমন প্রত্যাশা সকলের। খবর ইউএনএ'র।

বিয়ানীবাজার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমিতির জমজমাট বনভোজন অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৪ জুলাই নিউইয়র্কে হেম্পস্টেড লেক স্ট্রিট পার্কে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসর বার্ষিক বনভোজন হয়েছে। এতে অংশ নেন বিপুল সংখ্যকবিয়ানীবাজারবাসীসহ প্রবাসী বাংলাদেশিরা। শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের নানা শ্রেণীপেশার মানুষ এই আয়োজন উপভোগ করেন। বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন ছিল। এছাড়া ছিল র‌্যাফল ড্র। কোলাহল মুক্ত

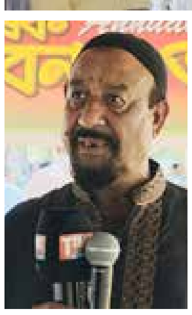

পরিবেশে আনন্দে মেতে উঠেন সবাই। রেফেল ড্রতে ছিল নগদ ডলার, গোল্ডের চেইন, আইফোনসহ আরো অনেক পুরস্কার। এই বনভোজন যেন একধরনের পুনর্মিলনী। পরিচিত-অপরিচিতের ভিড়ে গড়ে ওঠে নতুন বন্ধন, তৈরি হয় গভীর সম্পর্ক। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলা উৎসবটি হয়ে ওঠে প্রবাসীদের এক মিলনমেলা। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন ক্লোজআপ তারকা রন্টি দাস।

সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম (অপু) উপস্থিত অতিথিদের বলেন, এ ধরনের প্রাণবন্ত আয়োজন নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। তারা বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পায়। প্রবাসীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরি করে। তাই এমন আয়োজন সব সময় হওয়া উচিত বলে মনে করেন প্রবাসীরা।

বনভোজনের আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন শামছুল আলম (শিপলু), আর সদস্য সচিব ছিলেন ইকবাল হোসেন ইকবাল হোসেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- ছিদ্দিক আহমদ, মাসুদুর রহমান, শরীফ আহমদ।

সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন- মুজিবুর রহমান রুহুল সহ-সভাপতি, রাজু আহমদ সহ-সাধারণ সম্পাদক, আব্দুল হান্নান দুখু কোষাধক্ষ্য, মাহমুদুল কবির (রুবেল) সাংগঠনিক সম্পাদক, জামিল আহমদ (জাফরুল) ক্রীড়া সম্পাদক, ফয়েজ আহমদ সমাজকল্যাণ সম্পাদক, হাফছা ফেরদৌস হেলেন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, কার্যকরী সদস্য মাহবুব উদ্দিন আলম, মোহাম্মদ আমিন উদ্দিন, রেজওয়ান আহমদ ও ফরহাদ হোসাইন।

উপদেশটামন্ডলী হলেন মোজাহিদুল ইসলাম, মো. ফখর উদ্দিন, গহর কিনু চৌধুরী, হারুন মিয়া, ফখরুর ইসলাম (বেলাল)।

বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম (অপু)।

সভাপতি মো. আব্দুল মান্নান বলেন, এমন একটি অসাধারণ আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমার সবসময়ই চাই প্রবাসীদের জন্য ভালো কিছু করতে। সেই ধারাবাহিকতায় এবারও বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা আরও সুন্দরভাবে এই আয়োজন করতে চেষ্টা করব। যারা আমাদের এই আয়োজনের সঙ্গে ছিলেন এবং সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এমন একটি পিকনিক আয়োজন করতে পেরেছি। প্রবাসে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে চাই। তাই আমাদের এমন একটি প্রয়াস। এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিফলন। - জলি আহমেদ প্রেরিত

নিউইয়র্কে “বাংলাদেশী টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ” আত্মপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশী টেলিভিশন সাংবাদিকদের নিয়ে “ বাংলাদেশী টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ’ আত্মপ্রকাশ করেছে। এনটিভি’র যুক্তরাষ্ট্র ব্যুরো প্রধান ফরিদ আলমকে সভাপতি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন’র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এস এম সোলায়মানকে সাধারণ সম্পাদক করে এই কমিটি ঘোষণা করা হয় ।

১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটিতে এনটিভি’র সাবেক সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার শামছুন্নাহার নিম্মি (সহ-সভাপতি) , বাংলাভিশনের সাবেক রিপোর্টার জাহিদা আলম (সহ- সাধারণ সম্পাদক),নিউজ টুয়েন্টি ফোরের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি আরিফুর রহমান (সাংগঠনিক সম্পাদক) এখন টিভি’র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি এম এ আহাদ (অর্থ সম্পাদক) এবং নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন, যথাক্রমে সোহেল মাহমুদ (প্রবাসী টিভি/আরটিভি) , ইলিয়াছ হোসাইন (১৫ মিনিটস/ ইটিভি), সৌরভ ইমাম (আইবিটিভি), আরিফুজ্জামান আরিফ (চ্যানেল ওয়ান), আহসান পলাশ (নবযুগ টিভি/এনটিভি) ।

এছাড়া ৩ জন সিনিয়র সাংবাদিক কে উপদেষ্টা করা হয়েছে তারা হলেন বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সংবাদ বিশ্লেষক ড. কনক সরওয়ার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব’র সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সেক্রেটারি ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। ১১ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট কাবাবের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশি টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ ‘ র কমিটি ঘোষণা করেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব’র সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। ঢাকায় বিভিন্ন টেলিভিশনে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন মূলত তাদের নিয়েই এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে।

নতুন এই সংগঠনের লক্ষ্য ও আগামীর পথচলা নিয়ে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ফরিদ আলম, উপদেষ্টা মনোয়ারুল ইসলাম, শাহাব উদ্দিন সাগর, সহ সভাপতি শামছুন নাহার নিম্মি, সাধারণ সম্পাদক এস এম সোলায়মান, সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদা আলম, আরিফুর রহমান, সৌরভ ইমামসহ উপস্থিত সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপত্বি করেন সংগঠনের সভাপতি ফরিদ আলম । খুব শিগগিরই অভিষেক অনুষ্ঠানের বিষয়েও আলোচনা হয় সভায়। এস এম সোলায়মান প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ভিসা আবেদনে তথ্য গোপন করলে যুক্তরাষ্ট্রে আজীবন

৫২ পৃষ্ঠার পর

তারা বলেছে, ভুয়া নথিপত্র দাখিল বা তথ্য গোপন করাকে ‘গুরুতর প্রতারণা’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার পরিণতিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আজীবন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। এমনকি জালিয়াতির ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলাও হতে পারে। শুক্রবার (১৮ জুলাই) দূতাবাসের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক পোস্টে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, এই গল্প আমরা আগেও শুনেছি। কনস্যুলার অফিসাররা সবসময় ভিসা জালিয়াতি, ভুয়া নথিপত্র এবং প্রতারণার নতুন কৌশল সম্পর্কে অবহিত। তথ্য গোপন করা বা মিথ্যা উপস্থাপন গুরুতর অপরাধ। পোস্টে আরও উল্লেখ করা হয়, কেউ যদি ভিসা আবেদন ফরম (ডিএস-১৬০)-এ ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দেন, কিংবা গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট গোপন করেন, তাহলে শুধু ভিসা আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হবে নাড়ভবিষ্যতেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। এর আগে, গত ১০ জুলাই দূতাবাসের আরেকটি পোস্টে জানানো হয়েছিল, ডিএস-১৬০ ফরম পূরণের সময় গত পাঁচ বছরে ব্যবহৃত সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারকারীনাম বা হ্যান্ডেল উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। ফরম জমা দেওয়ার মাধ্যমে আবেদনকারী নিজেই তার প্রদত্ত সব তথ্যকে সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সতর্কবার্তায় আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, “ভুয়া কাগজপত্র বা তথ্য গোপনের মাধ্যমে কেউ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করলে, তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ, শিক্ষা বা বসবাসের উদ্দেশ্যে যারা ভিসার জন্য আবেদন করছেন, তাদের প্রতি দূতাবাসের পরামর্শড় প্রার্থীরা যেন সব তথ্য সঠিক ও পূর্ণভাবে প্রদান করেন এবং কোনোভাবেই মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য না দেন।

মামদানিসহ ডেমোক্র্যাট গভর্নর প্রার্থীদের জন্য তহবিল

৫২ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হলো। ২০২৫ সালের শেষের দিকে ও ২০২৬ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে গভর্নর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এসব নির্বাচনকে সামনে রেখেই তহবিল সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েছে ডেমোক্র্যাট শিবির। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্যে প্রার্থীও দিয়েছে ডেমোক্র্যাটরা। যেমনড়নিউইয়র্ক সিটির প্রাথমিক নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন জোহরান মামদানি। অন্যদিকে, নিউ জার্সির প্রাথমিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী ছয় প্রার্থীকে হারিয়ে শক্ত অবস্থানে আছেন ডেমোক্রেটিক গভর্নর প্রার্থী রেপ মিকি শেরিল।

অ্যাক্সিওসের প্রাপ্ত আমন্ত্রণপত্র অনুযায়ী, এই তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানটি গার্ডেন স্টেটে বিদায়ী গভর্নর ফিল মারফি ও তাঁর স্ত্রী ট্যামি মারফি আয়োজন করেছিলেন। নভেম্বরে রাজ্যের গভর্নর এবং রাজ্য আইনসভার নির্বাচন সামনে রেখেই এই ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। ডেমোক্রেটিক গভর্নর প্রার্থী রেপ মিকি শেরিলও মারফি দম্পতির মিডলটাউনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে অংশ নেন। নিউ জার্সি গ্লোবের তথ্য অনুসারে, এই ইভেন্ট থেকে ১৫ লাখ ডলারেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে, যার কিছু অংশ এই শরতে নিউ জার্সিতে ব্যয় করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই নির্বাচনগুলোকে আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে দলগুলোর একে অপরের শক্তি পরিমাপের সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গ্লোবের তথ্য অনুযায়ী, মারফির জাতীয় রাজনীতিতে পথচলা শুরু হয়েছিল ডিএনসির ফিন্যান্স চেয়ারম্যান হিসেবে। ডিনারের সময় তাঁর বক্তব্যে তিনি একটি শক্তিশালী দলীয় অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর রাজ্যে দলের বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলেন। মারফি ওবামাকে গার্ডেন স্টেটের ‘অবস্থা’ সম্পর্কে জানান। তিনি ডেমোক্রেটিক গভর্নর প্রার্থী রেপ মিকি শেরিল সম্পর্কেও কিছু কথা বলেন। শেরিল গভর্নর হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ছয় প্রার্থীর প্রাথমিক লড়াইয়ে জয়ী হয়েছেন। প্রসঙ্গত, ওবামা প্রশাসনের সময় মারফি জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে সর্বশেষ জনমত জরিপে ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের ‘বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন’ এবং ‘দুর্বল’ বলে অভিহিত করছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে একটি সমালোচনা ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় অনেকেই বলেছেন, ডেমোক্র্যাটরা সাধারণ জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণি থেকে তাঁদের মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছেন।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি

৫২ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যার ভিত্তিতে এই তালিকা করা হয়েছে।

১ : দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরে অবস্থিত সংবাদপত্রটি ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুদ্রিত সংস্করণ দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে এটি সফলভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে অনলাইনে বিশ্বের সর্বোচ্চ সাবস্ক্রাইবার (গ্রাহক) রয়েছে এ সংবাদমাধ্যমের।

বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমের নিউইয়র্ক টাইমসের ছাপা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ৬ লাখ ২০ হাজার। অন্যদিকে পত্রিকাটির ডিজিটাল গ্রাহক ১ কোটি ৫ লাখ। পত্রিকাটির অনলাইনে দৈনিক গড়ে ৪১ লাখ ইউনিক পাঠক আসেন।

বিশ্বের প্রথম দিকের প্রধানতম সংবাদপত্রগুলোর একটি দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। ছাপা পত্রিকা থেকে পাঠকের অভ্যাস অনলাইনে স্থানান্তরের বিষয়টি দ্রুতই বুঝতে পারে সংবাদমাধ্যটি। ফলে বিজ্ঞাপননির্ভর আয়ের বদলে সাবস্ক্রিপশনভিত্তিক আয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি।

২০১১ সালে সংবাদমাধ্যমটি প্রথম অনলাইন পেওয়াল চালু করে। ফলে খুব অল্প সময়েই সাবস্ক্রিপশন থেকে তাদের আয় বিজ্ঞাপনের আয়কে ছাড়িয়ে যায়।

বর্তমানে সংবাদমাধ্যটি শুধু লেখা প্রতিবেদনেই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নিউজ পডকাস্টসহ বিভিন্ন অনলাইন মাধ্যমে তাদের সংবাদ জোরদার করেছে।

২ ইয়োমিউরি শিমবুন

ইয়োমিউরি শিমবুন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক পঠিত সংবাদমাধ্যম। এটি এশিয়ার সবচেয়ে বড় সংবাদমাধ্যম। জাপানিজ ভাষায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমটির প্রধান কার্যালয় জাপানের টোকিওতে। বর্তমানে পত্রিকাটির সার্কুলেশন ৭৭ লাখ। বর্তমানে বিশ্বের কোনো সংবাদমাধ্যমের সর্বোচ্চ সার্কুলেশন বা কাটতির পত্রিকা হচ্ছে এটি।

ইয়োমিউরি শিমবুনের এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে জাপানের কোটি কোটি পাঠক। বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নত দেশে ছাপা পত্রিকার চাহিদা কমে যাচ্ছে। সেখানে জাপানের পাঠকেরা এখনো ছাপা পত্রিকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

দৈনিক গড়ে ৮৫ লাখ পাঠক পত্রিকাটি পড়েন। পত্রিকাটির দৈনিক ইউনিক পাঠক রয়েছেন প্রায় আট লাখ। ডিজিটাল গ্রাহকের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই।

৩ আসাহি শিমবুন

বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক পঠিত সংবাদমাধ্যম জাপানের আসাহি শিমবুন। ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমটির প্রধান কার্যালয় জাপানের ওসাকায় অবস্থিত। আজকের ডিজিটাল যুগেও প্রতিদিন লাখ লাখ মুদ্রিত কপি প্রকাশ করে যাচ্ছে এ বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম।

তবে শুধু ছাপা কাগজেই সীমাবদ্ধ না থেকে আসাহি শিমবুন ডিজিটাল রূপান্তরকেও গুরুত্ব দিয়েছে। তারা অনলাইন সাবস্ক্রিপশন চালু করেছে, যার মাধ্যমে পাঠকেরা ডিজিটাল সংস্করণে পত্রিকা পড়তে পারেন।

বর্তমানে পত্রিকাটির সার্কুলেশন ৫২ লাখ। পত্রিকাটির ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন তিন লাখ ও দৈনিক গড়ে সাত লাখ ইউনিক পাঠক অনলাইনে পত্রিকা পড়েন।

৪ দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

বিশ্বের চতুর্থ সর্বাধিক পঠিত সংবাদমাধ্যম যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমটির প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্ক নগরে অবস্থিত।

পত্রিকাটি সফলভাবে ডিজিটাল ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমানে ডিজিটাল সাবস্ক্রাইবারের (গ্রাহক) দিক থেকে নিউইয়র্ক টাইমসের পরই দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পত্রিকাটি।

বর্তমানে পত্রিকাটির মুদ্রণ সংস্করণের সার্কুলেশন ৬ লাখ ১০ হাজার। পত্রিকাটির ডিজিটাল গ্রাহকসংখ্যা ৪৩ লাখ। এ পত্রিকার অনলাইনে দৈনিক ইউনিক পাঠক থাকেন প্রায় সাত লাখ।

৫ দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট

বিশ্বের পঞ্চম সর্বাধিক পঠিত সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। ২০২০ সালে তাদের ওয়েবসাইটে ১০ কোটি ১০ লাখ ভিজিটর ছিল। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ তা কমে ৫ কোটিতে নেমেছে। অন্যদিকে তাদের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যাও ৩০ লাখ থেকে কমে ২৫ লাখে দাঁড়িয়েছে।

এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। তারা বিভিন্ন ধরনের সাবস্ক্রিপশন মডেল চালু করেছে। এ ছাড়া পাঠকদের আকৃষ্ট করতে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট (ভিডিও, পডকাস্ট, গ্রাফিকস ইত্যাদি) ব্যবহার করছে।

বর্তমানে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার। পত্রিকাটির ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন ২৫ লাখ। প্রতিদিন গড়ে ২০ লাখ ইউনিক পাঠক অনলাইনে পত্রিকাটি পড়ে থাকেন।

৬ দৈনিক ভাস্কর

সবচেয়ে বেশি প্রচারসংখ্যা ও ডিজিটালে পাঠক সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে সংবাদপত্র দৈনিক ভাস্কর। ১৯৪৮ সালে ভারতের ভোপালে সংবাদপত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ভারতের সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক পঠিত পত্রিকা।

ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হওয়ায় এই পত্রিকার পাঠকসংখ্যাও বিশাল।

পত্রিকাটি হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত। বেশির ভাগ পাঠকই মুদ্রিত সংস্করণের মাধ্যমে খবর পড়েন। তবুও দৈনিক ভাস্কর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও কার্যক্রম বাড়াচ্ছে। পত্রিকাটি অনলাইন সংস্করণ চালু করেছে। পাশাপাশি তাদের জনপ্রিয় একটি অ্যাপ রয়েছে।

বর্তমানে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ৩১ লাখ। প্রতিদিন গড়ে অনলাইনে তাদের ইউনিক পাঠক আট লাখ।

৭ বিল্ড

বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত সংবাদমাধ্যমের তালিকায় সপ্তম অবস্থানে রয়েছে জার্মান পত্রিকা বিল্ড। এটি বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত ট্যাবলয়েড পত্রিকা।

বিল্ড পত্রিকাটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটির সদর দপ্তর জার্মানির বার্লিনে। ইউরোপের সবচেয়ে বড় পত্রিকা হিসেবে পরিচিত এটি। প্রতিদিন ১০ লাখের বেশি ছাপা পত্রিকা বিক্রি হয়ে থাকে। ইউরোপে টিকে থাকা হাতে গোনা ছাপা পত্রিকাগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে বিল্ড। অনলাইনে পত্রিকাটির সাবস্ক্রিপশন নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমানে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ১৪ লাখ। অনলাইনে তাদের ইউনিক পাঠক রয়েছেন প্রায় ১৬ লাখ।

৮ দ্য গার্ডিয়ান

গার্ডিয়ান অষ্টম সর্বাধিক পঠিত সংবাদপত্র। ১৮২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্বের প্রধান পত্রিকাগুলোর মধ্যে এখনো প্রকাশিত সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা।

যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সংবাদমাধ্যমটির অর্থায়নের বড় একটি অংশ আসে পাঠকদের মাধ্যমে, অর্থাৎ পাঠকেরাই স্বেচ্ছায় অর্থ দিয়ে পত্রিকাটিকে টিকিয়ে রেখেছেন।

গার্ডিয়ান বর্তমানে একটি অনলাইন পত্রিকা হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ডিজিটাল সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস ও একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট রয়েছে। প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক পাঠক অনলাইনে পত্রিকাটি পড়েন।

বর্তমানে পত্রিকাটির সার্কুলেশন ৬০ হাজার। এ পত্রিকার অনলাইনে গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ১১ লাখ এবং প্রতিদিন গড়ে অনলাইনে ইউনিক পাঠক রয়েছেন ২৫ লাখ।

৯ দ্য ডেইলি মেইল

সর্বাধিক পঠিত সংবাদপত্রের তালিকায় নবম অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যের আরেকটি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি মেইল। ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমটির প্রধান কার্যালয় যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত।

যুক্তরাজ্যে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মুদ্রিত সংস্করণের পাশাপাশি ডেইলি মেইল একটি শক্তিশালী ডিজিটাল মাধ্যম গড়ে তুলেছে। ট্যাবলয়েড পত্রিকাটি খবরের পাশাপাশি বিনোদন, ফ্যাশন ও জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশ করে।

বর্তমানে ছাপা পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ৬ লাখ ৭০ হাজার। এ পত্রিকার অনলাইন গ্রাহক আছেন প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার এবং প্রতিদিন ২৭ লাখ ইউনিক পাঠক অনলাইনে পত্রিকাটি পড়েন।

১০ দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া

টাইমস অব ইন্ডিয়া বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পত্রিকার দশম অবস্থানে রয়েছে। এই পত্রিকা ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমে এর নাম ছিল 'দ্য বোম্বে টাইমস অ্যান্ড জার্নাল অব কমার্স'।

টাইমস অব ইন্ডিয়া ভারতের মুম্বাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম। এটি ভারতের সর্ববৃহৎ ইংরেজি ভাষার পত্রিকা। প্রিন্ট সংস্করণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

বর্তমানে পত্রিকাটির প্রচারসংখ্যা ১৯ লাখ। এ পত্রিকার অনলাইন গ্রাহক রয়েছেন প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার এবং দৈনিক ইউনিক পাঠক আছেন ১৪ লাখ। সূত্র: অলটপ এভরিথিং, প্রেস গেজেট ও স্টাটিসটিকা

হককথা সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদের ভ্রাতৃবিয়োগ

পরিচয় ডেস্ক : বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ও টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ-এর মেঝো ভাই, সাবেক ব্যাংকার এবিএম খোরশেদ আলম (৬৭) মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) বাংলাদেশ সময় রাত ৯টার দিকে ঢাকার উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ মা, স্ত্রী. দুই পুত্র, চার নাতি এবং ৫ ভাই ও ৪ বোন সহ বহু আত্মীয়-স্বন রেখে গেছেন। দু'দফা জানাজা শেষে তার মরদেহ টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

রূপালী ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার হিসেবে অবসর গ্রহণের পর এবিএম খোরশেদ আলম ঢাকার উত্তরায় দক্ষিণখানে পরিবারের সাথে বসবাস করছিলেন। গতকয়েক বছর ধরে তিনি হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও কিডনী রোগে ভুগছিলেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তার অবস্থার অবনতি ঘটলে ঢাকায় হৃদরোগ ইন্সটিটিউশনে চিকিৎসা শেষে সর্বশেষ উত্তরা আধুনিক মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সর্বশেষ তিনি লাইফ সাপোর্টে থাকাবস্থায় পরিবারের সিদ্ধান্তে মঙ্গলবার রাতে তার সাপোর্ট খুলে নিয়ে চিকিৎসকগণ তাকে মৃত ঘোষণা করেন। টাঙ্গাইল জেলা শহরের পৌরসভাধীন ভাল্লুক কান্দি গ্রামে এবিএম খোরশেদ আলমের জন্ম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই সদালাপী, সহজ-সরল, নিরহংকার মানুষ ছিলেন এবং সাদাটামাটা জীবনযাপন করতেন। কর্মজীবনে তিনি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড-এর অফিসার হিসেবে টাঙ্গাইল প্রধান কার্যালয় ছাড়াও টাঙ্গাইলের নাটিয়াপাড়া, এলেঙ্গা ও এলাসিন শাখায় সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা থেকে মরদেহ টাঙ্গাইল নিয়ে যাওয়ার পর মরহুম এবিএম খোরশেদ আলমের দু'দফা নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার (১৬ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টায় মরহুমের প্রথম জানাজা তার জন্ম স্থান ভাল্লুক কান্দিতে পরিবারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় জানাজা বুধবার বাদ জোহর টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থান মসজিদে দ্বিতীয় দফা জানাজা শেষে মরদেহ কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন করা হয়ে। দুটো জানাজায় সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) এবং সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবং টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'র বার্তা প্রধান এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ তার মেঝো ভাইয়ের ইন্তেকালে সবার দোয়া কামনা করেছেন, যেনো আল্লাহতায়ালা মরহুমের জীবনের সকল গুণাহ মাফ করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। অমিন শোক প্রকাশ: বিশিষ্ট সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদের ভাই এবিএম খোরশেদ আলমের ইন্তেকালে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বাংলা মিডিয়ার সম্পাদক ও পরিচালক এবং নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লানের নেতৃবৃন্দ সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। এজন্য সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। শোক প্রকাশকারীদের মধ্যে রয়েছেন- প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, কাজী শামসুল হক ও সাঈদ তারেক, ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন এবং প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান ও উপদেষ্টা সম্পাদক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সাবেক সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, সাবেক সহ সভাপতি তাসের মাহমুদ ও হাবিব রহমান, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আতাউর রহমান আজাদ, টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক সাদাকালো সম্পাদক মোহাম্মদ আকাশ রহমান ও নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ কাশেম, বর্ণমালা.কম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, প্রথম আলো'র নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, নিউইয়র্কবাংলা.কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, ইউএসনিউজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বিডিইয়র্ক.কম সম্পাদক শাহ ফারুক। এছাড়াও নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মীর বাশার, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. শওকত আলী, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনজুর মোর্শেদ, বাংলা ভিশন চ্যানেল-এর প্রধান সম্পাদক কবি আব্দুল হাই সিদ্দিক, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন, প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ'র অন্যতম উপদেষ্টা আশেক খন্দকার শামীম, সভাপতি ফরিদ খান, সুনামগঞ্জ জেলা সমাজকল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মুকিত চৌধুরী মারুফ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও ভাপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ মফিজুর রহমান, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান ও মাসুদুল হক সানু ও সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক-এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, আরো শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু ও গিয়াস আহমেদ, কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদ-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের আহবায়ক শামসুল ইসলাম মজনু প্রমুখ।খবর ইউএনএ'র।

ট্রাম্পের মামলা নিয়ে ভাবিত নন, বরং নিজেদের

৫২ পৃষ্ঠার পর

'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর বিরুদ্ধে ১০ বিলিয়ন ডলারের মানহানির মামলা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই বিষয়ে ভাবিত নন সংবাদমাধ্যমটির পরিচালন কর্তৃপক্ষ। 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর কর্ণধার ডো জোনস সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে জানিয়েছেন, "আমাদের রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে পূর্ণ আস্থা রয়েছে।" ট্রাম্পের মামলার বিরুদ্ধে তাঁরা আইনি লড়াই লড়বেন বলেও জানান জোনস।

গত ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, যৌন অপরাধী এপস্টিনকে নগ্ন মহিলার ছবি এঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। ২০০৩ সালে এপস্টিনের ৫০তম জন্মদিনে চিঠি লিখে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তিনি। টাইপরাইটারের মাধ্যমে লেখা শুভেচ্ছাবার্তায় বলা হয়েছিল, "শুভ জন্মদিন। তোমার প্রতিটা দিন যেন ভিন্ন অথচ দুর্দান্ত ভাবে গোপন হয়ে ওঠে।" প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিঠিতে এক নগ্ন মহিলার ছবি এঁকেছিলেন ট্রাম্প। নীচে কেবল ডোনাল্ড শব্দটি লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই প্রতিবেদন প্রকাশের আগে ট্রাম্প ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেই বলেছিলেন, ''আমি জীবনে কোনও দিন ছবি আঁকিনি। মেয়েদের ছবি তো আঁকিইনি। এগুলো আমার ভাষা বা শব্দ নয়।'' তার পরে এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ট্রাম্প যাকে 'ভুয়ো এবং মিথ্যা' বলে দাবি করেছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত জোন্স এবং রুপার্ট মার্ডকের বিরুদ্ধে ১৮ জুলাই শুক্রবার মানহানির মামলা করেছেন ট্রাম্প। দাবি করেছেন ১০ বিলিয়ন ডলার। ট্রাম্পের দাবি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ওই প্রতিবেদনে তাঁর নামে অপপ্রচার করা হয়েছে। তাতে মানহানির আইন লঙ্ঘিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে আগস্টের ১ থেকে ৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘নকশিকাঁথার ছবি’ শীর্ষক ফ্যাশন শো

পরিচয় ডেস্ক : আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে এঞ্জিলিকা ফিল্ম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৮ম বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব। আগস্টের ১ থেকে ৩ তারিখ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী চলবে এই উৎসব।

সৃজন হাট আয়োজিত এই উৎসবে বাংলাদেশ ও ভারতের নির্বাচিত বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রের পাশাপাশি “নকশিকাঁথার ছবি” শিরোণামে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প নকশিকাঁথা-অনুপ্রাণিত পোশাক প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হবে।

তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এই উৎসবে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশ ও ভারতের পুরস্কারপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র। উৎসবের রেড কার্পেট আলোকিত করতে দেখা যাবে দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, খ্যাতনামা পরিচালক ও প্রযোজকদের।

তবে এবারে বিশেষ আকর্ষন হিসেবে থাকছে “নকশিকাঁথ ার ছবি” শীর্ষক এই বর্ণাঢ্য ফ্যাশন শো ও প্রদর্শনীসূচী। সূচীশিল্পে ফুটিয়ে তোলা এই প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ১১ জন খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনারের কাজ। চলচ্চিত্র আর পোশাকের এই যুগল আয়োজন প্রথমবারের মতো একই ছাদের নিচে দুই বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতিকে একত্রিত করছে।

নকশিকাঁথা-অনুপ্রাণিত এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিচ্ছে কে ক্র্যাফট, সাদাকালো, বিবিয়ানা, দেশাল, সিগনেট, ঋ, রঙরেজেনী এবং বাংলা সেলাই।ভারতের কলকাতা থেকে মহামায়া শিকদার (রানিং স্টিচ), ডালিয়া মিত্র (দশভুজা) ও পাপড়ি বসাক (সাদাফ ডিজাইন) অংশ নিচ্ছেন।

এই “নকশিকাঁথার ছবি” শীর্ষক ফ্যাশন শো এবং প্রদর্শনীর কিউরেট হিসেবে থাকছেন বাংলাদেশের হাউজ ‘সাদাকালো’র ফ্যাশন ডিজাইনার তাহসীনা শাহীন।

প্রবাসে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য এই উৎসব শুধু একটি বিনোদনমূলক আয়োজন নয়, বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক মানচিত্র, যেখানে সূচের ছোঁয়ায় ফুটে ওঠে আমাদের শিকড়, আর সিনেমার কাহিনিতে মিশে থাকে আমাদের আত্মপরিচয়ের গল্প।

হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের

৫২ পৃষ্ঠার পর

ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ থেকে পচনশীল পানির বোতল, প্যাকেজিং উপাদান বা ক্ষত ঢাকার ব্যান্ডেজসহ অনেক কিছুই তৈরি করা যেতে পারে।

হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয় জানায়, এই গবেষণা প্রকল্পে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাকসুদ রহমান। তবে গবেষণাটি প্রথমে শুরু করেছিলেন আরেক বাংলাদেশি বিজ্ঞানী টেক্সাসের হিউস্টনের রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডির শিক্ষার্থী এম এ এস আর সাদী।

মাকসুদ রহমান ও এম এ এস আর সাদী দুজনই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থী। রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োসায়েন্সের পোস্টডক্টরাল ফেলো শ্যাম ভক্ত এই গবেষণায় সহায়তা করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি নেচার কমিউনিকেশনস জার্নালেপ্রকাশিত হয়েছে।

এ ছাড়াও, রাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট, যুক্তরাষ্ট্রের সাইটেকডেইলি ও এনভায়রনমেন্ট নিউজ নেটওয়ার্কসহ আরও কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এ বিষয়ে প্রতিবেদন করেছে। নেচার কমিউনিকেশনস জার্নালের তথ্যানুসারে, মাকসুদ রহমান, এম এ এস আর সাদী ও শ্যাম ভক্ত ছাড়াও একই বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানী ইউফেই চুই, সাকিব হাসান, বিজয় হরিকৃষ্ণান, ইভান আর সিকুয়েরা, ম্যাটিও প্যাসকোয়ালি, ম্যাথু ব্যানেট ও পুলিকেল এম অজয়নও গবেষণা করেছেন।

এ বিষয়ে মাকসুদ রহমান বলেন, ‘আমাদের আশাড় এই শক্তিশালী, বহুমুখী ও পরিবেশবান্ধব ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজ শিটগুলো সর্বত্র ব্যবহৃত হবে। বিভিন্ন শিল্পে প্লাস্টিকের পরিবর্তে ব্যবহারের পাশাপাশি এটি পরিবেশগত ক্ষতি কমাতেও সহায়তা করবে।’

এম এ এস আর সাদী জানান, এটি উৎপাদনের জন্য তারা বিশেষ ধরনের ঘূর্ণায়মান কালচার ডিভাইস ব্যবহার করেছেন, যেখানে ব্যাকটেরিয়া থেকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উন্নতমানের সেলুলোজ ফাইবার তৈরি করা সম্ভব। এই ঘূর্ণনের ফলেই মূলত সেলুলোজ ফাইবারের গঠন আরও শক্তিশালী হয়।

এরপর এই সেলুলোজে বিশেষ উপাদান বোরন নাইট্রাইড ন্যানোশিট মেশানো হয়েছে। এই সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া হাইব্রিড ম্যাটেরিয়াল অত্যন্ত উচ্চমানের শক্তিশালী উপাদান তৈরি করে, যার টেনসাইল শক্তি (টান সহ্য করার ক্ষমতা) সাধারণ প্লাস্টিকের তুলনায় অনেক বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, এই নতুন উপাদানের টেনসাইল শক্তি প্রায় ৫৫৩ মেগাপ্যাসকেল, যা প্রচলিত প্লাস্টিকের শক্তির তুলনায় অনেক বেশি।

মাকসুদ রহমান বলেন, ‘এটি কাঠামোগত উপকরণ, তাপ ব্যবস্থাপনা, প্যাকেজিং, টেক্সটাইল, সবুজ ইলেকট্রনিক্স ও শক্তি সংরক্ষণের পথ খুলে দেবে।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতির ত্রি-বার্ষিক সভা, দ্রুতই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউএসএ ইনকের ত্রি-বার্ষিক সভা হয়েছে। ১৩ জুলাই নিউইয়র্কের জামাইকায় স্টার কাবাব রেস্টুরেন্ট এ সভা হয়।

সভায় কমিটির কার্যক্রম এবং কমিটির মেয়াদ নিয়ে আলোচনা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান কীভাবে সুষ্ঠুভাবে করা যায় সেসব বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় বর্তমান কমিটির মেয়াদ ২০২৫ সাল পর্যন্ত আছে। এ বিষয়ে কারো বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। নীতিমালা বহিভূত কাযক্রমের জন্য কিছু সদস্যকে বাদ দেয়া হয় ।বতমান সভাপতি মোঃ ফখরুল ইসলাম মজনু তার অনুষ্ঠানিক বিদায় ঘোষণা করেন।

একই সঙ্গে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নতুন করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া চলতি বছরেই পিকনিকের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়। ২০২৫- ২০২৭ ইং সনের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির নাম উপস্থিত সবার মতামতের ভিত্তিতে এবং উপদেষ্টা মন্ডলীর সম্মতিক্রমে তাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা দেয়া হয়। এই কমিটি তে সভাপতি হলেন শাহ মোয়াল্লেম হোসাইন, সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে কাজি আনোয়ার হোসেনের নাম প্রস্তাব করা হয়, এছাড়া সভায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোঃ জাহাঙ্গীরের নাম প্রস্তাব করা হয়। আর অর্থ সম্পাদক হিসেবে ইশতিয়াক ওমর মিঠু, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী আপেল মাহমুদের নাম ঘোষণা করা হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, কমিটিকে আরো শক্তিশালী এবং সুশৃঙ্খল করা হবে। এমনকি প্রবাসীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। সামাজিক যে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো কীভাবে সুশৃঙ্খলভাবে করা যায় তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আরো হলেন- মোঃ সাদ্দাম হোসাইন, শওকত আলী, দেলোয়ার হোসাইন, এম এ ভুইয়া, মোঃ শামীম, জয়দেব হোসাইন, একেএম হক খোকন, ইসতিয়াক ওমর মিঠু,মাহবুব হোসাইন, এমডি আশিকুজ্জামান, শাহ ইসলাম, শাহ রাফিন, মোহাম্মদ নাফিস, কাজী সৈয়দ উদ্দিন,মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম,কাজি আপেল মাহমুদ।

- জলি আহমেদ প্রেরিত

জোহরান মামদানির নিউ ইয়র্ক জয়ের স্বপ্ন, কতটা বাস্তব?

৫২ পৃষ্ঠার পর

বেশি আগ্রহী, তখন মামদানির এই ধরনের নির্বাচনি ইশতেহার বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে ডেমোক্র্যাটদের দীর্ঘদিনের আধিপত্য রয়েছে, অন্যদিকে মাঝের অংশে রিপাবলিকানদের প্রভাব বেশি। নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে বর্তমানে ডেমোক্র্যাটরাই রয়েছেন এবং বর্তমান মেয়র হলেন এরিক লেরয় অ্যাডামস। মামদানি ২০২১ সাল থেকে নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ডেমোক্র্যাটদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, যা তার জন্য একটি বাড়তি সুবিধা।

তবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিণত গণতন্ত্রে কঠোর নিয়ম-নীতি নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। এখানে প্রাইমারিতে জয়ী হওয়াও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দলের মধ্যে কে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে লড়বেন, তা এই প্রাইমারিতে নির্ধারিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দলের সদস্য ও সমর্থকদের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মামদানির প্রচারণায় নিপীড়িত মানুষের কথা উঠে এসেছে, যা তার দলের এবং বাইরের প্রার্থীদের কাছেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

এখন ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের মধ্যে সমীকরণটি একটু বোঝা যাক। বর্তমান মেয়র অ্যাডামস এবার প্রাইমারিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, যার কারণে নিউ ইয়র্কের সাধারণ মানুষ তার ওপর ক্ষুব্ধ। তিনি যদি এবার নির্বাচনে দাঁড়াতেন, তাহলে তার পক্ষে জেতা কঠিন হতো। তবে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে তিনি মাঠে নামলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারত। ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী অ্যান্ড্রু মার্ক কুওমো ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের গভর্নর ছিলেন (এটি মেয়র পদের থেকে ভিন্ন)।

এবার আসা যাক জোহরান মামদানির পারিবারিক পরিচয়ে। মামদানির পূর্বপুরুষরা ভারত থেকে গিয়ে প্রথমে উগান্ডা এবং পরে আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন। তার বাবা মাহমুদ, যার পূর্বপুরুষ উগান্ডার ছিলেন, বর্তমানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি তানজানিয়া ও উগান্ডায় পড়াশোনা করেছেন। মামদানির মা মীরা নায়ার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রপরিচালক। মীরা নায়ারের জন্ম ভারতের উড়িষ্যাতে বাঙালি অধ্যুষিত শহর রাউরকেল্লাতেড়আর তিনি বড় হয়েছেন ওই রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে। মীরা ১৯৮৯ সালে ‘মিসিসিপি মসালা’ সিনেমার গবেষণার কাজে উগান্ডার কাম্পালায় গেলে মাহমুদের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং পরে তারা বিয়ে করেন। মামদানির জন্ম ১৯৯১ সালের ১৮ অক্টোবর। যদি তিনি জয় হন, তাহলে আগামী বছর ৩৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র পদে অধিষ্ঠিত হবেন। উগান্ডায় জন্ম নেওয়ায় মার্কিন নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। তবে ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে নিউ ইয়র্কের মেয়র পদে বসতে পারলে সেটিও কম কিছু হবে না, কারণ এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী পদ।

উল্লেখ্য, মায়ের পাশাপাশি জোহরানের বাবা মাহমুদ মামদানিও বেশ বিখ্যাত মানুষ। তার ‘গুড মুসলিম, ব্যাড মুসলিম: আ পলিটিক্যাল পারস্পেকটিভ অন কালচার অ্যান্ড টেররিজম’ বইটি আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা একটি আলোচিত গ্রন্থ।

মামদানির নির্বাচনি প্রচারণায় ছিল প্রত্যেক নিউ ইয়র্ক বাসীর জীবন উন্নত করার প্রতিশ্রুতি। তিনি ‘আধুনিক প্রগতিশীল’ স্রোতে গা না ভাসিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, ৩০ ডলারের ন্যূনতম মজুরি, বাড়ি ভাড়া কমানো এবং শিশুদের যত্নের মতো মৌলিক বিষয়। তার প্রচারে সরকারি স্কুলে বাচ্চাদের পড়াশোনা, উচ্চ শিক্ষায় খরচ কমানো, নিম্নবিত্ত মানুষকে সস্তায় বা বিনামূল্যে পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়ার মতো বিষয়ও স্থান পেয়েছে। নিউইয়র্কে ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে যাওয়া বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উচ্চবিত্তদের ট্যাক্স বাড়ানোর কথাও তিনি বলেছেন।

তার পক্ষে তরুণ ও নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচারণা চালিয়েছে। তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য প্রচারণা চালিয়েছেন বাংলাদেশী আন্টিরাও। সোশ্যাল মিডিয়ার শক্তিশালী

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

ইলন মাস্ক-ও'ডোনেল-মামদানির নাগরিকত্ব বাতিল করবেন ট্রাম্প! পারবেন কি?

পরিচয় ডেস্ক : সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা ইঙ্গিত দেয় যে কিছু ব্যক্তির মার্কিন নাগরিকত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে। ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ইলন মাস্ককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনা পর্যালোচনা করবেন।

তিনি জোহরান মামদানিকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেন। এবং তিনি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানান, তিনি জনপ্রতিয় কমিডিয়ান রোসি ও'ডোনেলের নাগরিকত্ব বাতিলের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করছেন। এই মন্তব্যগুলো এমন সময়ে এসেছে, যখন তার প্রশাসন নাগরিকত্ব বাতিলের (ডিন্যাচারালাইজেশন) বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা প্রকাশ করছে, যে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করা যায়। চলতি মাসের শুরুর দিকে এক সাংবাদিক ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি ইলন মাস্ককে (যুক্তরাষ্ট্র থেকে) বহিষ্কার করবেন? জবাবে ট্রাম্প বলেন, আমি জানি না, দেখতে হবে ব্যাপারটা।

আরেকজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, নিউইয়র্ক সিটিতে যদি জোহরান মামদানি যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের নির্দেশ অমান্য করেন, তখন ট্রাম্প কী করবেন।

ট্রাম্প বলেন, তাহলে আমাদের ওকে গ্রেপ্তার করতে হবে। দেখুন, আমাদের দেশে কোনো কমিউনিস্টের দরকার নেই, তবে যদি থাকেও, আমি জাতির পক্ষ থেকে ওকে খুব ভালোভাবে নজরে রাখব।

তিনি আরও যোগ করেন, অনেকেই বলছে, সে অবৈধভাবে এখানে আছে। আমরা সবকিছুই খতিয়ে দেখব। যদিও মামদানির বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

বসবাসের জন্য বিশ্বের সেরা ১০ শহরের তালিকায় নেই যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহর

পরিচয় ডেস্ক : দ্য ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) গ্লোবাল লাইভেবিলিটি ইনডেক্স বা বসবাসের জন্য সেরা শহরগুলোর তালিকা প্রকাশ করে থাকে প্রতিবছর। প্রতিষ্ঠানটি মূলত হলো স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামোড় এই পাঁচটি মূল সূচকের ওপর ভিত্তি করে ১৭৩টি শহরের তালিকা করে থাকে। ২০২৫ সালে বসবাসের জন্য বিশ্বের সেরা ১০ শহরের তালিকা বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

জোহরান মামদানির নিউ ইয়র্ক জয়ের স্বপ্ন, কতটা বাস্তব?

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্কের আসন্ন মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে জোহরান মামদানির উত্থান বিশ্ব রাজনীতিতে বামপন্থার অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। মার্কিন রাজনীতিতে খুব বেশি পরিচিতি না থাকা সত্ত্বেও ডেমোক্র্যাট প্রাইমারিতে তার জয় অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক নির্বাচনি ইশতেহার নিয়েও তিনি যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এগিয়ে এসেছেন, তা তার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞারই পরিচয়। বর্তমান বিশ্বে যখন মানুষ শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উন্নতির চেয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতায় বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

মামদানিসহ ডেমোক্র্যাট গভর্নর প্রার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহে ওবামা

পরিচয় ডেস্ক : আসন্ন নির্বাচনগুলোতে ডেমোক্র্যাটদের ঘুরে দাঁড়াতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আবারও তহবিল সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েছেন। শুক্রবার (১১ জুলাই) রাতে নিউ জার্সির রেড ব্যাংকে একটি ইভেন্টে অংশ নেন তিনি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে ওবামার সঙ্গে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির (ডিএনসি) চেয়ারম্যান কেন মার্টিনেরও যোগ দেওয়ার কথা ছিল। সম্প্রতি, ডিএনসির নেতৃত্ব নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা প্রকাশ্যে আসার পর এই ইভেন্টটি বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পাঠক কোন কোন সংবাদমাধ্যমের

পরিচয় ডেস্ক : সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরে সংবাদমাধ্যম। পাঠকের আস্থা ও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যম বছরের পর বছর ধরে টিকে আছে। নিচে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত ১০টি সংবাদমাধ্যমের তালিকা তুলে ধরা হলো। দৈনিক পাঠকের সংখ্যার ভিত্তিতে এই তালিকা করা হয়েছে। বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত সংবাদমাধ্যমের তালিকায় শীর্ষে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। পাঠকের বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

ভিসা আবেদনে তথ্য গোপন করলে যুক্তরাষ্ট্রে আজীবন নিষেধাজ্ঞা জানালো ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস

পরিচয় ডেস্ক : ভিসা আবেদনকারীদের প্রতি কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্ত পাচ্ছে জয়া আহসান অভিনীত 'ডিয়ার মা'

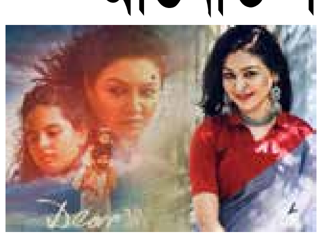

পরিচয় ডেস্ক :ভারতের দুইবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরীর নতুন ছবি 'ডিয়ার মা'। এই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী জয়া আহসান। 'ডিয়ার মা' সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অমিতাভ বচ্চন। ছবিটি ভারতে মুক্তি পেয়েছে ১৮ জুলাই। নিউইয়র্কসহ আমেরিকায় ও ক্যানাডায় মুক্তি পাবে আগস্ট মাসে। আমেরিকা ও ক্যানাডায় 'ডিয়ার মা' মুক্তি বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের মামলা নিয়ে ভাবিত নন, বরং নিজেদের রিপোর্টেই আস্থা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর!

কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য মার্কিন সংবাদপত্র বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়

হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর হাত ধরে এলো প্লাস্টিকের সম্ভাব্য বিকল্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ও অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহকারী অধ্যাপক বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মাকসুদ রহমান পচনশীল ব্যাকটেরিয়াল সেলুলোজকে একটি বহুমুখী উপাদানে রূপান্তরের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যা প্লাস্টিকের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। গত ৮ জুলাই হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়